



বার্ষিক প্রকাশনা

২০২০

উভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প



Working together to create a startup ecosystem



বার্ষিক প্রকাশনা

২০২০



উজ্জ্বালন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি

উপদেষ্টা

জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি
মানবীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

পার্থপ্রতিম দেব
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

সার্বিক তত্ত্বাবধান

সৈয়দ মজিবুল হক
প্রকল্প পরিচালক, উত্তোলন ও উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

সম্পাদনা

কাজী হোসনে আরা
উপ প্রকল্প পরিচালক, উত্তোলন ও উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

সম্পাদনা সহযোগী

এ বি এম মনিরুল ইসলাম, সিনিয়র কনসালট্যান্ট (প্রোডাক্ট ইনোভেশন স্পেশালিস্ট)
আর এইচ এম আলাওল কবির, সিনিয়র কনসালট্যান্ট (রিসার্চ এন্ড ইনোভেশন স্পেশালিস্ট)
সোহাগ চন্দ্র দাস, কনসালট্যান্ট (ম্যানেজার - কমিউনিকেশন)
মোঃ দেওয়ান আদনান, কনসালট্যান্ট (ম্যানেজার - ডেভেলপমেন্ট এন্ড কমার্সিয়ালাইজেশন)
মোঃ নাজিম উদ্দিন, কনসালট্যান্ট (ম্যানেজার - এইচ আর এন্ড ফাইল্যাপ)
ব্যারিস্টার আদনীন জেরীন, কনসালট্যান্ট (ম্যানেজার - লিগ্যাল এন্ড কমপ্লায়েন্স)
মোঃ ওমর ফারুক, কনসালট্যান্ট (ম্যানেজার - প্রোডাক্ট ইনোভেশন)
শারমিন আকতার, কনসালট্যান্ট (রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার)
আলী আসগার নাসির, এসোসিয়েট (ডকুমেন্টেশন)
মোঃ আনিসুর রহমান, এসোসিয়েট (ম্যানেজমেন্ট)
মোঃ মিনুল ইসলাম, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
মোঃ আশিকুল ইসলাম, রিসার্চ অফিসার
মাহবুবা ইয়াসমিন জিনিয়া, একাউন্ট্যান্ট

কৃতিজ্ঞতা

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

প্রচন্দ ডিজাইন

মোঃ মোফাকখায়রুল ইসলাম মীম, সহকারী প্রোগ্রামার

প্রকাশক

উত্তোলন ও উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

ডিজাইন ও মুদ্রণ:

ইন্টার লিংক, ৫১, ৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা।



বাণী

জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এর দুরদর্শী নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এর সার্বিক তত্ত্ববধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ “ডিজিটাল বাংলাদেশ” বিনির্মাণে নিরিলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান “সোনার বাংলা” নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তরণদের মেধা, উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীল বিভিন্ন কার্যক্রমকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এরই আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (IDEA)” তার “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” ব্যানারে দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশকে আধুনিক সোনার বাংলা হিসেবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে আমাদের তরণরা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের তরণদের উদ্ভাবন ও সক্ষমতার সঠিক ব্যবহার করে বাংলাদেশকে আরো এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। বাংলাদেশের তরণদের উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার যে স্বপ্ন এটা আমাদের প্রতিনিয়ত সাহস যোগাচ্ছে। তাই, দেশীয় সমাধান ও উদ্ভাবনকে আমরা কিভাবে গ্লোবাল মার্কেটে নিয়ে যেতে পারি সে বিষয়ে একটি সেতুবন্ধন সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের বেশির ভাগ উদ্ভাবন এসেছে সরকার, একাডেমিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রি এই তিনটি পক্ষের পারস্পরিক সমরোতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। এ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ IDEA প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশীয় উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি ভেঙ্গার ক্যাপিটাল কোম্পানি “স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড”।

বাংলাদেশের স্টার্টআপদের উদ্ভাবনী ধারণাকে ব্যবসায় রূপান্তরিত করে দেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা যেমন সম্ভব তেমনি সম্ভব বেকারত্ত দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। দেশের উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে চালু করা হয়েছে “বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)”。 একই সাথে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। IDEA প্রকল্পের নিয়মিত কর্মকান্ডের একটি চিত্র এই “বার্ষিক প্রতিবেদন”-এ অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা সত্যিই দেশের স্টার্টআপসহ পুরো ইকোসিস্টেমের জন্য একটি প্রতিকৃতি বিশেষ। “উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (IDEA)” তার “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” ব্যানারে প্রকাশিত এই “বার্ষিক প্রতিবেদন” প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

“মুজিববর্ষে আমাদের অঙ্গীকার
প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার”

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী



STARTUP
BANGLADESH



বাণী

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল এখন দেশের জনগণ ভোগ করছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশে শুরু হয়েছে অগ্রসরমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার। আমরা জানি প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিকাংশ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যায়। এ কারণে কোডিড-১৯ এর তাড়বেও আমাদের তেমনটা সমস্যা হয়নি। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোডিড-১৯ এর তাড়বের নতুন জীবনমানে দেশের মানুষ খুব সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়েছেন।

ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নসহ দেশকে ২০৪১ সালে উন্নত বিশ্বের সদস্য করার লক্ষ্যে তরঙ্গদের উত্তোবনী সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্তকরণসহ দেশীয় উত্তোবক ও উদ্যোক্তাদের জন্য একটি সুগঠিত স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গঠন করতে এবং দেশের উত্তোবক ও উদ্যোক্তাগণকে অগ্রসরমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সফল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে সরকারের নানামূর্খী কার্যক্রম রয়েছে যার মাধ্যমে দেশে বিকশিত হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির খাত। দেশে বিকাশমান এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের তরঙ্গ সমাজ দেশকে কাঞ্চিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে “উত্তোবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)” ২০১৬ সাল থেকে দেশীয় উত্তোবন সৃষ্টি ও উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৮ সালে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তা তৈরির প্ল্যাটফর্ম Startup Bangladesh Accelerator এর শুভ উদ্বোধন করেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে iDEA প্রকল্প থেকে ইতোমধ্যে শতাধিক স্টার্টআপকে গ্র্যান্ট প্রদান-সহ প্রশিক্ষণ, মেন্টরিং ও বিভিন্নভাবে সহায়োগিতা প্রদান করা হয়েছে যা বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গঠনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের বিগত বছরের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, সফলতা এবং সংশ্লিষ্ট স্টার্টআপদের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে ম্যাগাজিন আকারে প্রকল্পের “বার্ষিক প্রতিবেদন” প্রকাশের জন্য আমার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। তরঙ্গ উত্তোবকদের উৎসাহিত করতে এই প্রতিবেদন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), উত্তোবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)- এর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এই প্রকাশনা তৈরিতে যাঁরা নিরলস কাজ করেছেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছেন আমি তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(এন এম জিয়াউল আলম পিএএ)



STARTUP
BANGLADESH



অভিনন্দন

পার্থপ্রতিম দেব

নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল



তথ্য প্রযুক্তির বহুমুখী প্রসারের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছানোর বিষয়টি সকলের অংশহীনগের মাধ্যমে ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এখন দৃশ্যমান বাস্তবতা। জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ভুক্ত করার মানসে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে “উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)” তার “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” ব্যানারে বাংলাদেশী উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবকদের সৃষ্টিশীল মেধার সমন্বয়ে উদ্ভাবিত বিভিন্ন সেবা বা পণ্যসমূহ দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি তাদের বিভিন্নভাবে মেন্টরিং সাপোর্ট, ফাস্টিংসহ নানাভাবে সহোযোগিতা করে যাচ্ছে। এ সকল উন্নয়নমূলক নানা কর্মকাণ্ডের একটি পান্তুলিপি হিসেবে iDEA প্রকল্পের মাধ্যমে এই “বার্ষিক প্রতিবেদন” প্রকাশ প্রশংসাযোগ্য।

দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে আমাদের দেশের উদ্ভাবন ও সকল সম্ভাবনাময় স্টার্টআপগুলো একদিন বিকশিত হয়ে দেশীয় ও বৈশ্বিক মন্ডলে প্রবেশ করবেই, এটাই আমার প্রত্যাশা। এ প্রকাশনায় উল্লিখিত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং বিবরণ নতুন উদ্যোক্তা স্টার্টআপদের জন্য অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে কাজ করবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এই “বার্ষিক প্রতিবেদন” প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই।

(পার্থপ্রতিম দেব)



STARTUP
BANGLADESH



বাণী

সৈয়দ মজিবুল হক

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
উত্তরাবণ ও উদ্যোগী উন্নয়ন একাডেমী
প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (IDEA), বিসিসি



উন্নত বিশ্বে বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার পেছনে প্রধান অনুপ্রেরণা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরই ধারাবাহিকতায় “ডিজিটাল বাংলাদেশ” বিনির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আত্মর্যাদাশীল, স্বনির্ভর এবং একটি অন্যতম প্রযুক্তি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সম্মুখ ভাগ থেকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তরুণ প্রজন্মকে তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা যোগানের পাশাপাশি সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও সু-পরামর্শের মাধ্যমে দেশকে তথ্য-প্রযুক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদকে।

বাংলাদেশে উত্তরাবণী ইকোসিস্টেম ও উদ্যোগী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে IDEA প্রকল্প “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” ব্যানারে ০১ জুলাই ২০১৬ সাল থেকে নিরলস ভাবে কাজ করছে। “ডিজিটাল বাংলাদেশ” গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এর সুযোগ্য নেতৃত্বে ও সঠিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে “উত্তরাবণ ও উদ্যোগী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (IDEA)” থেকে বাংলাদেশে একটি সু-গঠিত স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়তে ও স্টার্টআপদের উন্নয়নে নিয়মিত ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এরই আলোকে তরুণদের উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করতে এই প্রকল্প থেকে “স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ”, ১০ টি জাতীয় সমস্যা সমাধানে “ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস”, স্টার্টআপদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সারা বিশ্বে হঠাতে করেই কোভিড-১৯ এর প্রভাবে একটা বিশাল পরিবর্তন এসেছে। প্রাণ ঘাতী করোনা ভাইরাসের ফলে সারাদেশ যখন একটি কঠিন সময় পার করছে তখন স্বাস্থ্যের জন্য “হেলথ ফর ন্যাশন”, শিক্ষার জন্য “এডুকেশন ফর ন্যাশন” এবং খাদ্যের জন্য “ফুড ফর ন্যাশন” তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে দেশের অসংখ্য উদ্যোগাত্মক। এছাড়া, প্রকল্প থেকে অন্যতম উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে স্টার্টআপদের জন্যে মেন্টরিং, গ্রামীণ ও কো-ওয়ার্কিং স্পেস সুবিধা প্রদান। এ পর্যন্ত ১৩৫ টি উদ্যোগকে প্রি-সীড স্টেজে গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, দেশীয় উত্তরাবণ ও উদ্যোগাগণকে উৎসাহিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চলমান রাখছে IDEA প্রকল্প।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে তরুণদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণদের জন্য বিষয় ভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজনের IDEA প্রকল্প বন্ধ পরিকর। প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য “বার্ষিক প্রতিবেদন”-এ প্রকাশ করতে পেরে আমরা সত্যিই গর্বিত। পরিশেষে, এই প্রতিবেদন তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(সৈয়দ মজিবুল হক)



STARTUP
BANGLADESH



সম্পাদকীয়

কাজী হোসনে আরা

উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
উদ্ভাবন ও উদ্যোগ্তা উন্নয়ন একাডেমী
প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (IDEA), বিসিসি



“স্টার্টআপ বাংলাদেশ” ব্যানারে বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তিখাতে স্টার্টআপ সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে IDEA প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ গত ২৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে এই প্রকল্পের এক্সেলেরেটর ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। তাঁরই সুপরামর্শ ও সঠিক নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি আইসিটি খাতে উদ্ভাবন সমৃদ্ধ উদ্যোগ্তা নিয়ে প্রশিক্ষণ ও মেটেরিং এর মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও উদ্যোগ্তা তৈরিসহ ফার্মিং, লিগ্যাল সাপোর্ট, গ্রামীণ কো-ওয়ার্কিং স্পেস সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় উদ্যোগাদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে প্রকল্পটি। দেশীয় উদ্ভাবনকে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাইন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তরঙ্গদের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশে নিরলস প্রচেষ্টা নিয়মিতভাবে চলমান রয়েছে। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই প্রকল্প তথ্য প্রযুক্তিতে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ সংগঠন “এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও)” আইসিটি এডুকেশন ক্যাটাগরিতে গত ১২ নভেম্বর ২০১৯ মালয়েশিয়ায় 2019 ASOCIO-PIKOM DIGITAL SUMMIT-এ অ্যাসোসিও আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

এ সকল অর্জন ও সফলতা পেতে গত চার বছরে বিভিন্ন প্রকার চ্যালেঞ্জের অভিযন্তার একটি প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই। যার সারসংক্ষেপ এই “বার্ষিক প্রতিবেদন”-এর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে সারাবিশ্ব এখন একটি কঠিন সময় পার করছে। এমন একটি সময়ে প্রকাশনাটি প্রথম বারের মত ম্যাগাজিন আকারে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রকাশ করতে পারায় আমরা সত্যিই আনন্দিত। আইসিটি খাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা যোগানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি মহোদয়কে অত্যন্ত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সম্মানিত জেষ্ঠ সচিব জনাব এন এম জিয়া উল আলম পিএএ-কে এবং একই সাথে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপতিম দেব-কে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই IDEA প্রকল্পের পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সৈয়দ মজিবুল হক-কে তাঁর নিয়মিত ও সঠিক নির্দেশনার জন্য যা এই প্রকল্পকে একটি সফল প্রকল্পে পরিণত করতে ভূমিকা রাখছে।

আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এই প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে যারা মূল্যবান তথ্য ও লেখা সংগ্রহসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। নিরলসভাবে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশের জন্য বিশেষ ভাবে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রকল্পের জৈষ্ঠ্য পরামর্শক মনিরুল ইসলাম এবং কমিউনিকেশনস বিষয়ক পরামর্শক সোহাগ চন্দ্র দাসকে। নিশ্চয়ই এই প্রকাশনা আমাদের তরঙ্গ উদ্ভাবক ও উদ্যোগ্তাসহ সকলকে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করবে, এটাই আমার প্রত্যাশা। আমি আশা করি আগামীতেও এর পরবর্তী প্রতিবেদনগুলো নিয়মিত ভাবে প্রকল্প থেকে প্রকাশ করা হবে যেখানে আমাদের দেশীয় উদ্ভাবকসহ উদ্যোগাগণের সফলতা ও প্রকল্পের কর্মকান্ডসমূহ চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ থাকবে। বাংলাদেশে একটি সুগঠিত স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গঠনের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে একটি জায়গা তৈরি করে নেয়ার লক্ষ্যে আমাদের চেষ্টা সবসময় চলমান থাকবে। পরিশেষে, প্রকল্পের পক্ষ থেকে সকলের প্রতি রইল আন্তরিক ভালোবাসা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ।

(কাজী হোসনে আরা)



STARTUP
BANGLADESH

সূচিপত্র

| | |
|--|----|
| ১ রূপকল্প | ১৫ |
| ২ অভিলক্ষ্য | ১৫ |
| ৩ প্রকল্পের প্রেক্ষাপট | ১৫ |
| ৪ প্রকল্পের অনুমোদন, আর্থিক বরাদ্দ এবং মেয়াদ | ১৯ |
| ৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | ১৯ |
| ৬ কার্যাবলীঃ | ২০ |
| ৬.১ ইনোভেটিভ পণ্য উৎপাদনে স্টার্টআপদের সহায়তা প্রদানঃ | ২০ |
| ৬.১.১ অনুদান | ২০ |
| ৬.১.২ ইকুইটি বিনিয়োগ | ২৪ |
| ৬.১.৩ স্টার্টআপ প্রশিক্ষণ | ২৭ |
| ৬.১.৪ স্টার্টআপ মেন্টরিং | ৩৭ |
| ৬.১.৫ স্টার্টআপ কো-ওয়ার্কিং স্পেস সুবিধা | ৩৭ |
| ৬.২ ডিজিটাল টেস্টিং ল্যাব স্থাপন | ৩৮ |
| ৬.৩ উত্তাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী (iDEA) প্রতিষ্ঠাকরণ | ৩৯ |
| ৬.৪ স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি গঠন | ৩৯ |
| ৭ কমিটিসমূহ | ৪০ |
| ৮ সেমিনার/ওয়ার্কশপ/বুটক্যাম্প | ৪২ |
| ৯ ফ্ল্যাগশীপ প্রোগ্রামসমূহঃ | ৫১ |
| ৯.১ স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ (ইউনিভার্সিটি অ্যাস্ট্রিভেশন প্রোগ্রাম) | ৫১ |
| ৯.২ ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস | ৫৯ |
| ৯.৩ iDEA Basic 101 | ৬৫ |
| ১০ ন্যাশনাল ইভেন্টসমূহঃ | ৬৬ |
| ১০.১ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড | ৬৬ |
| ১০.২ ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো | ৬৭ |
| ১০.৩ স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ডকাপ | ৬৮ |
| ১০.৪ ন্যাশনাল স্টার্টআপ এক্সপো | ৬৯ |
| ১১ স্থানীয় ইভেন্টসমূহঃ | ৭০ |
| ১১.১ ডিজিটাল খিচুড়ি চ্যালেঞ্জ | ৭০ |
| ১১.২ GP এঞ্জেলেরেটর | ৭১ |
| ১১.৩ রবি r-Venture | ৭১ |
| ১১.৪ অন্যান্য ইভেন্ট | ৭১ |

১ রূপকল্প (Vision)

- মানবীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশের চারটি পিলার- আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নান্স প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং আইসিটি শিল্পের বিকাশ- এর মধ্যে ৪৩% পিলার বাস্তবায়ন এবং সার্বিকভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশের বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে একটি উত্তাবনী, উদ্যোক্তা বান্ধব এবং জ্ঞান ভিত্তিক জাতি গঠন।

২ অভিলক্ষ্য (Mission)

- দেশে উত্তাবনী ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোক্তা সংস্কৃতি গড়ে তোলা;
- জাতীয় উদ্যোক্তা এবং উত্তাবনী পণ্যের জন্য কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা পালন;
- বাংলাদেশে উত্তাবনী পরিবেশ তৈরি, নতুন উত্তাবনের সুযোগ তৈরি, প্রযুক্তিগত দক্ষতার বিকাশ;
- নতুন ধরণের কর্মক্ষেত্রের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন।

৩ প্রকল্পের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতির উত্তর

বাংলাদেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতি নিয়ে কাজ শুরু হয় মূলত ২০১০ সাল থেকে। নতুন এই সংস্কৃতির উত্তরের পেছনে অনেকগুলো কারণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বৈশ্বিক অর্থনীতির ডিজিটাল রূপান্তর এবং ৪৩% শিল্প বিপ্লবের উত্থান। বৈশ্বিক অর্থনীতির এই ডিজিটাল রূপান্তরের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতেই বাংলাদেশে উত্তাবন এবং স্টার্টআপ সংস্কৃতি নিয়ে কাজ শুরু হয়। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ শিক্ষিত বেকার তরঙ্গ-তরঙ্গীর কর্মসংস্থানের চাহিদাও একটি নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে এখন প্রতি বছর আনুমানিক ৬০,০০০ শিক্ষার্থী স্নাতক ডিপ্লোমা অর্জন করছেন যার মাত্র ১৯% কর্মক্ষেত্রে যোগাদান করার সুযোগ পায়^[১]। বর্তমানে বাংলাদেশে আনুমানিক ২৫০০ এর বেশি স্টার্টআপ কাজ করছে। শুরুর দিকে মূল কাজের ক্ষেত্র ছিল আইটি, ই-কমার্স এবং ডিজিটাল মার্কেটিং। সময়ের পরিক্রমায় পরিবহন, লজিস্টিক, ফিনেন্স, এডুকেশন, হেলথটেক এবং অন্যান্য খাতের অনেক স্টার্টআপও কাজ শুরু করে এবং বর্তমানে সফলতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করছে। উদাহরণস্বরূপ ফিনেন্স, স্টার্টআপ, bKash এর কথা উল্লেখযোগ্য যার বর্তমান ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৩১ মিলিয়ন। এছাড়া অনলাইন এ শিক্ষা বিষয়ক স্টার্টআপ (এডুকেশন) এবং টেলিহেলথ সেবা (হেলথটেক) সমানতালে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

ইকোসিস্টেম এর ব্যাপ্তি এবং সহায়ক সংস্থা

বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম শুরু হোকেই ঢাকা এবং চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। মূলত তরঙ্গ উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, ইনকিউবেটর, এক্সিলারেটর এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে উঠে এই ইকোসিস্টেম। উল্লেখযোগ্য সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

- গ্রামীণফোন এক্সিলারেটরঃ এটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এবং পুরাতন এক্সিলারেটর প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রাম থেকে সফল হওয়া উল্লেখ যোগ্য স্টার্টআপ *Sheba.XYZ* (অনলাইন মার্কেটপ্লেস), *CMED Health* (ক্লিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্ক স্বাস্থ্য সেবা প্ল্যাটফর্ম), *Repto* (অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম)।
- বাংলালিংক ইনকিউবেটরঃ তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় এই ইনকিউবেটর ২০১৬ সাল থেকে কাজ করছে। এই প্রোগ্রামের আওতায় *Jeeon* (মোবাইল স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফর্ম), *ishkul* (স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার) এবং *Axis Technologies* (রোবোটিক অটোমেশন) কর্যকরি সফল স্টার্টআপ।
- রবি আর-ভেঞ্চারঃ একটি স্টার্টআপ প্রতিযোগিতা ভিত্তিক টিভি রিয়েলিটি শো। এর প্রধান উদ্দেশ্য ডিজিটাল ব্যবসায়িক আইডিয়াগুলোকে বাস্তবে রূপদান করা।
- স্টার্টআপ ঢাকাঃ স্টার্টআপ প্রামাণ্যচিত্র থেকে শুরু করে ট্রেইনিং, ইনকিউবেশন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে স্টার্টআপদের সহায়তা করে থাকে স্টার্টআপ ঢাকা।
- এছাড়া স্টার্টআপ হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে *Tiger Cage*, *SD Asia*, *Future Startups* সহ আরও অনেক সংস্থা মেটরিং, নেটওয়ার্কিং, কো-ওয়ার্কিং স্পেস সহ বিভিন্ন সহায়ক সেবা প্রদান করে থাকে।
- *Truvalu*, *YGAP* এবং এরকম আরও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে এক্সিলারেটর এবং ইমপ্যাক্ট ইনকিউবেশন পরিচালনা করছে।
- বাংলাদেশে এঞ্জেল ইনভেস্টমেন্ট সংস্কৃতির চর্চা ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। *The angel's Network*-কনসোর্টিয়াম, *Bangladesh Angels* সহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।
- এছাড়াও বাংলাদেশী ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি *Pegasus Tech Venture*, *SBK Tech Ventures*, *Bangladesh Venture Capital* সহ অনুরূপ আরও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে স্টার্টআপদের সীড এবং গ্রোথ লেভেলে ইনভেস্টমেন্ট করার মাধ্যমে সহায়তা করে যাচ্ছে।

বিনিয়োগ

বাংলাদেশ একটি তরুণ জনগোষ্ঠীর দেশ। এদেশের ৬৩% জনগোষ্ঠীর বয়স ৩৫ এর নিচে^[২]। আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং আশাব্যঙ্গক বিষয় হচ্ছে এদেশের তরঙ্গের খুব দ্রুতই সমসাময়িক প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে পেরেছে। এদেশে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ৫৫% মানুষ, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩১% এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত আছেন ২০% মানুষ^[৩]। এই সংখ্যাগুলো বিশাল আশার সঞ্চার করে। একই সাথে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

উপরোক্ত কারণসমূহ বাংলাদেশে বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশি স্টার্টআপরা ২০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ আনতে সক্ষম হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে ফিনটেক, হেলথটেক, এডুটেক এবং ই-কমার্স।

প্রতিকূলতা

স্টার্টআপ সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার রাস্তায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা কাজ করছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

- বাংলাদেশ উদ্ভাবনের দিক থেকে খুবই পিছিয়ে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৬টি দেশের মধ্যে ১১৬ যা মোটেও উৎসাহব্যাঞ্জক নয় [৪]।
- আমাদের দেশে ভাল মেন্টর এর অভাব রয়েছে। তার পাশাপাশি মেন্টরশিপ এর সংস্কৃতি ও খুব একটা পোক হয়ে উঠেন।
- নীতিগত দিক থেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এখনও স্টার্টআপ বান্ধব হয়ে উঠতে পারেনি। নতুন কোন আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে স্টার্টআপদের নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।
- নতুন প্রজন্ম এখনও চাকরিকে বেশি মূল্যায়ন করছে। এর পেছনে তথাকথিত সমাজ ব্যবস্থা এবং এ সংক্রান্ত মাপকাঠি কাজ করছে।
- সীড এবং গ্রোথ স্টেজে বিনিয়োগের জন্য ভাল উপায় কিংবা প্রতিষ্ঠান এখনও বাংলাদেশে দৃশ্যমান হয়নি।

উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

শুরু থেকেই পরোক্ষভাবে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এর পাশে ছিল বাংলাদেশ সরকার, বিশেষ করে আইসিটি বিভাগ। ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিত্তিনির বাস্তবায়ন, অর্থনৈতিক ডিজিটাল রূপান্তর এবং ৪৮ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে চলার পরিকল্পনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে প্রত্যক্ষভাবে ইকোসিস্টেম- এ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করার উদ্দেশ্যে স্টার্টআপ বাংলাদেশ কার্যক্রম গ্রহণ করে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ কার্যক্রমকে বেগবান করতে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (IDEA) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির কম্পানেন্টসমূহ সমগ্র ইকোসিস্টেমের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য নির্ধারিত করা হয়। সে লক্ষ্যে এ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ :

- ইকোসিস্টেম এর সকল অংশীজন নিয়ে একটি স্টার্টআপ সার্কেল গঠন;
- স্টার্টআপ সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার জন্য পলিসি সহায়তা প্রদান;
- ব্যবসা শুরু করার প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে বহিঃবিশে পরিচিতিকরণ;
- প্রাথমিক পর্যায়ে সফল স্টার্টআপদের সীড এবং গ্রোথ স্টেজে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান;
- স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবকদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান;
- তরুণদের মাঝে স্টার্টআপ সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করে তোলা।

ইকোসিস্টেমে সম্পৃক্ত সকলের চলার পথকে সুগম করার উদ্দেশ্যেই মূলত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এর সুযোগ্য পরামর্শে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এর সুদৃঢ় নেতৃত্বে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং গত ৩ বছরে উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।



প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ কর্তৃক
“স্টার্টআপ বাংলাদেশ একেলোরেটর” উদ্বোধনের একাংশ

References

1. Bangladesh Development Update: Regulatory Predictability Can Sustain High Growth, The World Bank, October 2019
2. World Population Prospect 2019, United Nations Population Division, 2019
3. Digital 2019 Bangladesh. Hootsuite, we are social, January 2019
4. Global Innovation Index 2019, Cornell University, INSEAD, World Intellectual Property Organization (WIPO), 2019.

৪ প্রকল্প অনুমোদন, আর্থিক বরাদ্দ এবং মেয়াদ

- প্রকল্পের নামঃ উত্তাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy) প্রকল্প
- একনেক কর্তৃক অনুমোদনঃ ০৬/০৯/২০১৬ খ্রিঃ
- বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও সংস্থাৃঃ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
- মোট অনুমোদিত প্রকল্প ব্যযঃ ২২৯৭৩.৮৬ লক্ষ টাকা
- মোট সংশোধিত প্রকল্প ব্যযঃ ২৭১৬৬.০০ লক্ষ টাকা
- বাস্তবায়ন কালঃ ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ
- সংশোধিত বাস্তবায়ন কালঃ ০১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ
- প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিঃ ২ বছর
- ব্যয় বৃদ্ধিঃ ৮১৯১.১৪ লক্ষ টাকা (১৮.২৪%)

৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

● সাধারণ লক্ষ্য :

- বাংলাদেশে একটি উত্তাবনী ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোক্তা বান্ধব সংস্কৃতি তৈরি;
- মেধা সম্পদ সংরক্ষণ;
- প্রযুক্তিনির্ভর উত্তাবন ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতির উন্নয়ন;
- তরুণ উত্তাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- উত্তাবনী আইডিয়াসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান;
- জনস্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থে উত্তাবনী আইসিটি পণ্য ও সেবা তৈরী;
- উত্তাবনী পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ এবং ব্রান্ডিং এ সহায়তা প্রদান।

● সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য :

- উত্তাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা;
- ৪০০ উত্তাবনী আইসিটি পণ্য ও সেবা তৈরীতে সহায়তা প্রদান;
- স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহে সরকারের পক্ষে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন;
- ১০০ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইনোভেশন পাইপলাইন তৈরি।

৬ কার্যাবলী (Functions)

বাংলাদেশে উত্তরাবণী সংস্কৃতি এবং একটি টেকসই স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ইনোভেটিভ পণ্য উৎপাদনে স্টার্টআপদের সহায়তা প্রদান, স্টার্টআপদের জন্য সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন, একটি ডিজিটাল টেক্সিংল্যাব স্থাপন, স্টার্টআপদের উন্নয়নে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ, সরকারের পক্ষে স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি কোম্পানি গঠন।

৬.১ ইনোভেটিভ পণ্য উৎপাদনে স্টার্টআপদের সহায়তা প্রদান

উত্তরাবণী পণ্য উৎপাদনে স্টার্টআপদের সহায়তা প্রদানের আওতায় রয়েছে প্রি-সীড স্টেজে স্টার্টআপদের অনুদান প্রদান, সীড/গ্রোথ স্টেজে ইক্যুইটি বিনিয়োগ, স্টার্টআপদের জন্য প্রশিক্ষণ, মেন্টরিং এবং স্টার্টআপদের কো-ওয়ার্কিং স্পেস সুবিধা প্রদান।

৬.১.১ প্রি-সীড স্টেজ স্টার্টআপদের অনুদান প্রদান

উত্তরাবণী ৪০০টি আইসিটি পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৭ এরও অধিক ক্ষেত্রে প্রি-সীড স্টেজের স্টার্টআপদের অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। উত্তরাবণী পণ্য নির্বাচনের জন্য রয়েছে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পদ সিলেকশন কমিটি। এছাড়া ১ম ট্রাঞ্চের অর্থ প্রদান ও স্টার্টআপদের কাজের অগ্রগতি পারফরম্যান্স মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনা পূর্বক পরবর্তী ট্রাঞ্চের অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অনুদানের পরিমাণ এবং প্রদান প্রক্রিয়া

- প্রি-সীড স্টেজ- এ অনুদানের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা;
- উত্তরাবণী আইসিটি পণ্যের প্রোটোটাইপ অথবা কমপক্ষে বাস্তবায়নযোগ্য ব্যবসা পরিকল্পনা এ স্টেজে অর্থায়নের পূর্বশর্ত;
- স্টার্টআপ বাংলাদেশ ওয়েবসাইট (www.startupbangladesh.gov.bd) এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হয়;
- প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট টিম কর্তৃক আবেদনগুলো যাচাই বাছাই করা হয়;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত সিলেকশন কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীদের থেকে সরাসরি তাদের পিচিং মূল্যায়ন করে নির্বাচিত স্টার্টআপদেরকে ২/৩ ট্রাঞ্চে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়;
- শর্তসাপেক্ষে এবং সুনির্দিষ্ট মাইলফলক অর্জন সাপেক্ষে প্রকল্পের পারফরম্যান্স মনিটরিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২য়/৩য় ট্রাঞ্চের অর্থ ছাড় করা হয়।

অনুদানের ক্ষেত্রসমূহ (Areas)

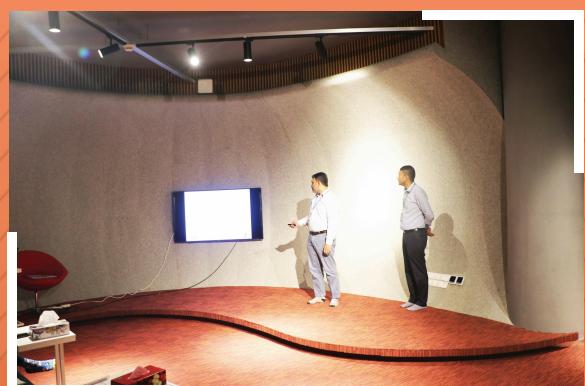
| | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| ১) স্বাস্থ্য | ৭) কৃষি | ১৩) ই-গভর্নমেন্ট/এম-গভর্নমেন্ট |
| ২) শিক্ষা | ৮) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ | ১৪) ই-কমার্স |
| ৩) আর্থিক সেবা | ৯) ফার্মাসিউটিক্যালস | ১৫) বায়োটেক |
| ৪) পরিবেশ | ১০) উৎপাদন | ১৬) রবোটিক্স |
| ৫) পরিবহন | ১১) ট্যুরিজম | ১৭) সৌমিকভাস্টর/ন্যানোটেক/আইওটি |
| ৬) ইনফ্রাস্ট্রাকচার | ১২) মিডিয়া ও বিনোদন | ১৮) অন্যান্য উপযোগী খাত |

উজ্জ্বল পথ্য নির্বাচন

প্রি-সীড স্টেজে অর্থায়নের লক্ষ্যে স্টার্টআপ নির্বাচনের জন্য মোহাম্মদী এন্ড পের চেয়ারম্যান এবং বর্তমান বিজিএমই এর সভাপতি জনাব রুবানা হককে চেয়ারপার্সন করে সমাজের বিশিষ্ট পেশাদার, স্বনামধন্য, অভিজ্ঞ এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সিলেকশন কমিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কমিটির সদস্যব�ৃন্দ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। উক্ত কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর আলোকে আবেদনকৃত স্টার্টআপদের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে স্টার্টআপ নির্বাচন করে থাকেন।

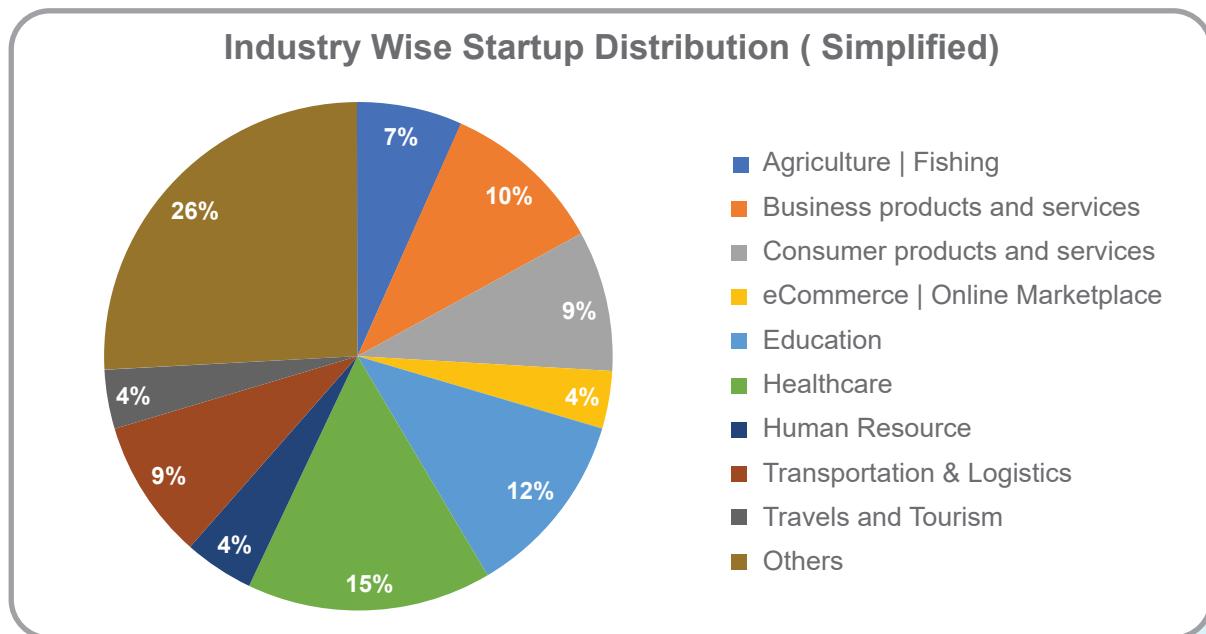
- 1) Business concept
- 2) Feasibility
- 3) Strategy (business, technical, financial)
- 4) Implementation plan
- 5) Management team
- 6) Other factors relevant for business success

স্টার্টআপ নির্বাচনের পাশাপাশি তাদের অনুদানের পরিমাণ, ট্রান্সের সংখ্যা এবং প্রতিট্রান্সে অনুদানের পরিমানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।



সিলেকশন কমিটির সভা

এ পর্যন্ত সিলেকশন কমিটির ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৩৫টি স্টার্টআপকে ১২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা প্রদান করার সুপারিশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১২৫টি স্টার্টআপকে ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ট্রাক লাগবে, শপ-আপ, অলটার ইউথ, পার্কিং কই সহ বেশ কিছু স্টার্টআপ বর্তমানে সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং ইতোমধ্যে কিছু স্টার্টআপ বিদেশী বিনিয়োগও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

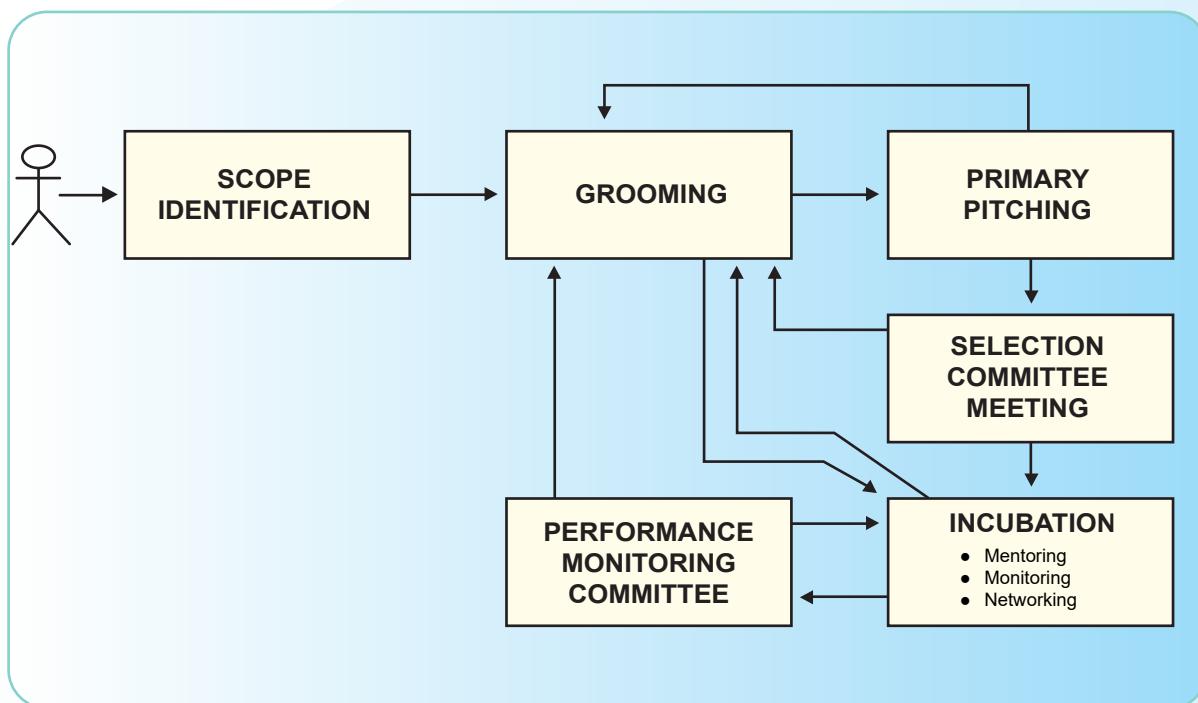
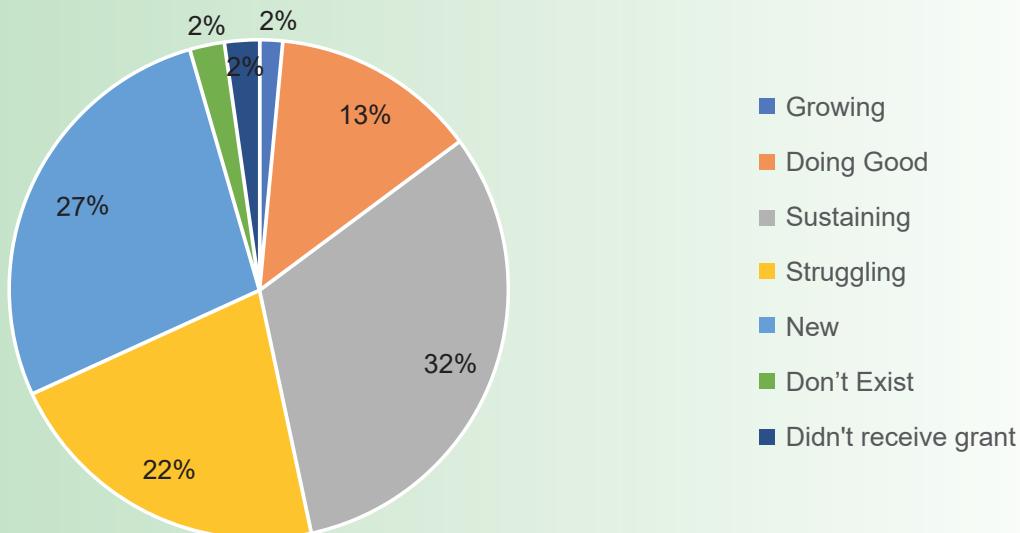


পারফরমেন্স মনিটরিং কমিটি

প্রকল্প হতে অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপদের অর্থ একাধিক ট্রান্সেন্স প্রদান করা হয়। পরবর্তী ট্রান্সেন্সের অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ যাচাই, চুক্তিতে উল্লেখিত মাইলস্টোন অর্জন, গ্রোথ পর্যবেক্ষণ এবং সার্ভিক পারফরমেন্স মনিটরিং করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত একটি পারফরমেন্স মনিটরিং কমিটি রয়েছে। স্টার্টআপদের কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলে এ কমিটি হতে পরবর্তী ট্রান্সেন্সের অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।

প্রকল্প হতে এ পর্যন্ত ১৩৫টি স্টার্টআপকে পি-সিড স্টেজে অর্থায়ন করা হয়েছে। অর্থায়নকৃত স্টার্টআপদের পারফরমেন্স মনিটরিং করে পরবর্তী ট্রান্সেন্সের অর্থ প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পারফরমেন্স মনিটরিং কমিটির ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভা সমূহের সুপারিশের আলোকে ৪৮টি স্টার্টআপকে ১ কোটি ৪২.৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

Startups | Current Status



৬.১.২ ইকুইটি বিনিয়োগ

স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহে নিম্নোক্ত ৪ (চার) ক্যাটাগরিতে বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে :

সীড স্টেজ

- সীড স্টেজে বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা;
- এ স্টেজে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী পণ্যের প্রোটোটাইপ, বাস্তবায়নযোগ্য ব্যবসা পরিকল্পনা, কাস্টমার বেজ, মুনাফার পরিমাণ বিবেচনা করা হয়;
- স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হয়;
- সিলেকশন কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীদের প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে নির্বাচিত স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহের ডিউ ডিলিজেন্স এবং আর্থিক মূল্যায়ন সাপেক্ষে বিনিয়োগ করা হয়;
- ইকুইটি শেয়ার/কনভার্টিবল ডেট হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়;
- এ ক্যাটাগরিতে বিনিয়োগে সরকারের অংশীদারিত্ব সর্বোচ্চ ৪৯%।

গ্রোথ স্টেজ

- গ্রোথ স্টেজ এ বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা (প্রতি রাউন্ডে);
- এ স্টেজে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট, কাস্টমার বেজ এবং বর্তমান মুনাফার পরিমাণ বিবেচনা করা হয়;
- স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হয়;
- সিলেকশন কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীদের প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে নির্বাচিত স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহের ডিউ ডিলিজেন্স এবং আর্থিক মূল্যায়ন সাপেক্ষে বিনিয়োগ করা হয়;
- ইকুইটি শেয়ার/কনভার্টিবল ডেট হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়;
- এ ক্যাটাগরিতে বিনিয়োগে সরকারের অংশীদারিত্ব সর্বোচ্চ ৪৯%।

গাইডেড স্টার্টআপ স্টেজ

- গাইডেড স্টার্টআপ স্টেজ এ বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা (প্রতি রাউন্ডে);
- জাতীয় স্বার্থে বাস্তবায়নযোগ্য সুনির্দিষ্ট ব্যবসায়িক ধারণা এ স্টেজে বিনিয়োগের বিবেচ্য বিষয়;
- স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হয়;
- সিলেকশন কমিটি কর্তৃক আবেদনকারীদের প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে নির্বাচিত স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহের ডিউ ডিলিজেন্স এবং আর্থিক মূল্যায়ন সাপেক্ষে বিনিয়োগ করা হয়;
- ইকুইটি শেয়ার/কনভার্টিবল ডেট হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়;
- এ ক্যাটাগরিতে বিনিয়োগে সরকারের অংশীদারিত্ব সর্বোচ্চ ৪৯%।

কো-ইনভেস্টমেন্ট

- এ ক্যাটাগরিতে অন্য ভেঙ্গার ক্যাপিটাল কোম্পানি বা বিনিয়োগকারী কোম্পানির সাথে যৌথ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে;
- এই বিনিয়োগ কোন একক কোম্পানিতে বা ভেঙ্গার ফান্ড-এ বা ফান্ড অব ফান্ড-এ হতে পারে;
- বিনিয়োগের পরিমাণের বিষয়ে আইসিটি বিভাগের নির্দেশনায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;
- স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হয়;
- ইকুইটি শেয়ার/কনভার্টিবল ডেট হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়।

অন্যান্য বিনিয়োগ

বর্ণিত বিনিয়োগগুলোর বাইরে টার্গেটেড ইনভেস্টমেন্ট এবং স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশীপ- এর আওতায় প্রকল্প হতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

টার্গেটেড ইনভেস্টমেন্ট

জনকল্যাণ এবং জাতীয় স্বার্থে কোন উভাবনী পণ্য/সেবা সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হলে সেক্ষেত্রে প্রকল্প থেকে টার্গেটেড ইনভেস্টমেন্ট এর আওতায় বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

- যথাযথ ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে পণ্য উৎপাদন বা সেবা বাস্তবায়ন করা হয়;
- বিনিয়োগের পরিমাণের বিষয়ে আইসিটি বিভাগের নির্দেশনায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;
- বর্তমানে এ ক্যাটাগরিতে Interoperable Digital Transaction Platform (IDTP) বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তঃবিনিয়োগ্যতা, কম খরচ, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই পণ্য তৈরির কাজ চলছে। IDTP বিভিন্ন পেমেন্ট সার্ভিস অংশগ্রহণকারীদের যেমন- গ্রাহক, মার্চেন্ট, অর্থ প্রদান ও গ্রহণকারী, পেমেন্ট প্রসেসর, ই-ওয়ালেট, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর, এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনের সেতুবন্ধন করবে। এটি মূলত একটি প্ল্যাটফর্ম সার্ভিস যার Application Programming Interface (API) ব্যবহার করবে Fintech প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে অর্থ লেনদেন, স্থানান্তর, ই-কমার্স, এম-কমার্স, বিল পেমেন্ট, মার্চেন্ট পেমেন্ট, রেমিটেন্স আদান প্রদান, মেশিন-টু-মেশিন পেমেন্ট ইত্যাদি করা যাবে। IDTP বাস্তবায়িত হলে আর্থিক অস্তভুক্তি নিশ্চিত হবে যা ক্যাশলেস সোসাইটি গঠনে সহায়ক, সর্বোপরি অর্থ জালিয়াতি, মানি লড়ারিং, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধ রোধে সহায়ক হবে।

স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশীপ - ইনোভেটিভ পণ্য উৎপাদনে গবেষণা এবং নলেজ শেয়ারিং

ইনোভেটিভ পণ্য উৎপাদনে গবেষণা এবং নলেজ শেয়ারিং এর লক্ষ্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্টার্টআপ সার্কেলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, উভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্পের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বা গবেষকদের সুবিধার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব স্থাপন করারও সুযোগ রয়েছে।

স্টার্টাপেজিক পার্টনারশীপের আওতায় ইতোমধ্যে UC Berkeley, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ESAB (Engineering Students Association of Bangladesh), কেপিসি, ভারতের টেক মাইন্ড্রা, কম্বোডিয়া, Uni Arlington Texus, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, e-Generation, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমরোতা স্মারক স্বাক্ষর করে তাদের সাথে পার্টনারশীপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে যৌথ উদ্যোগের বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের একটি স্টার্টআপ নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০১৮-তে বিজয়ী হলে বিজয়ী দলের সদস্যদেরকে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের অরল্যান্ডোতে অবস্থিত নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার ভ্রমণ এবং নতুন স্পেস শাটলের উদ্ঘোষনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিজয়ী দলের নাসা ভ্রমণের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রকল্প হতে প্রদান করা হয়।

সম্প্রতি জানুয়ারি ২০২০ এ প্রকল্পের অর্থায়নকৃত কিছু স্টার্টআপ সহ ইন্দোনেশিয়ার এবং মালয়েশিয়ার স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম ভিজিটসহ নলেজ শেয়ারিং এর লক্ষ্যে তাদের সাথে বেশ কয়েকটি সভা, কনফারেন্স এবং ওয়ার্কশপ করা হয়েছে।



স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠায় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সভা

৬.১.৩ স্টার্টআপদের প্রশিক্ষণ

স্টার্টআপদের উন্নয়নের জন্য উত্তোলন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। ইতোমধ্যে Accounting Basics, iDEA Basic 101, Basics of Entrepreneurship সহ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির উপর বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। তরুণ উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে সারা দেশে বিভাগীয় শহরগুলোতে যথাক্রমে ৭ দিন, ৩০ দিন এবং ৬০ দিনব্যাপি নিম্নলিখিত প্রশিক্ষণসহ ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্থানীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পৃথিবীর উন্নত স্টার্টআপ বাস্ব দেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে স্টার্টআপদের নিম্নলিখিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে-

- Business Modelling, Sales and Marketing Strategies
- Start-up Methodology and Business Analytics
- Legal Policy and Global Market
- Business Scalability skills, Management skills, Shares and Market skills, Investment skills
- Funding and Investment and Pitching skills
- Modern Technologies in innovation (AI, Machine Learning, Blockchain etc.)
- Data Analytics

ফ্ল্যাগশীপ প্রশিক্ষণ- iDEA Basics 101

এই প্রশিক্ষণটি প্রকল্পের একটি ফ্ল্যাগশীপ প্রোগ্রাম যা ইতোমধ্যে স্টার্টআপদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। স্টার্টআপ নিয়ে আগ্রহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের স্টার্টআপ সংক্রান্ত বেসিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দিতে এই প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে iDEA Basics 101 এর তৃতীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১০০ জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এটি ১৪ দিনের একটি প্রশিক্ষণ যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

- Basics of Entrepreneurship, Innovation & Startups
- Prototyping/MVP, Startup Community, Market Analysis
- Funding & Investment & Pitching Skills, Startup Methodologies
- Business Analytics, Business Scalability development, Shares & Market Skills
- Business Modeling, Sales & Marketing Strategies, Tools & Applications
- Management Skill development, HR, Finance and Accounting Management
- Legal & Policy, IP Patent and Copyright, Global Market, National Issues.

বেসিক একাউন্টিং টেনিং

স্টার্টআপদের অর্থায়ন করার পর শুরুতেই এই প্রশিক্ষণটি প্রদান করা হয়ে থাকে। স্টার্টআপদের মধ্যে অনেকের একাউন্টিং বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পৃথক ব্যাংক হিসাব খোলা, ক্যাশ বই সংরক্ষণ, ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ, খাতভিত্তিক ব্যয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ২ দিনের এই প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত বেসিক একাউন্টিং এর তিনি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে যেখানে ১২০ জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এ প্রশিক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকেঃ

- Basic Information About iDEA Project
- Fund Utilization
- Accounting Management
- Cashbook
- Financial Rules
- Voucher and Register Maintenance

প্রকল্প হতে স্টার্টআপদের জন্য গৃহীত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণসমূহ

ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজির উপর প্রশিক্ষণ



ব্লকচেইন বিষয়ে প্রশিক্ষণের অনলাইন উদ্ঘোধনী অনুষ্ঠানে আইসিটি
বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

ব্লকচেইন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে “উত্তর ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (iDEA)” প্রকল্পের “এডুকেশন ফর ন্যাশন” প্ল্যাটফর্মের আওতায় গত ৬ জুন ২০২০ তারিখ অনলাইনে “ব্লকচেইন” প্রযুক্তির উপর একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ প্রধান অতিথি হিসেবে এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মণ্ডুরী কমিশনের সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ সাজাদ হোসেন এবং বিসিসি এর নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনলাইনে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন iDEA প্রকল্পের পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব সৈয়দ মজিবুল হক।

সম্মানিত প্রধান এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বিশেষ করে ব্লকচেইন এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়ে দেশের তরঙ্গদের মধ্যে ইতোমধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হওয়ার বিষয়টি আশাব্যাঞ্জক বলে অবহিত করেন। ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তি ব্যবহারে আইসিটি বিভাগ ‘সমুখ্য ভাগের সৈনিক’ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রশিক্ষিত জনবল। ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের সার্বিক ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত করার পাশাপাশি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলেও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন।

দিনব্যাপি এই প্রশিক্ষণটিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে সংযুক্ত হয়েছিলেন- জাপানের University Of Hyogo এর গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সিমুলেশন স্টাডিস এর রিসার্স ফেলো রূবাইয়াত ইসলাম, দি কম্পিউটারস্ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ব্লকচেইন বিশেষজ্ঞ খন্দকার আতিক-ই-রাবুনী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনসিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইটি) এর সহযোগী অধ্যাপক ড. বি.এম. মইনুল হোসেন। প্রশিক্ষকগণ তাদের অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণার্থীগণের সাথে শেয়ার করেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেসিকস্ অ্যান্ড ইভোলিউশন অব ব্লকচেইন, সাপ্লাইচেইন ব্যবস্থাপনায় ব্লকচেইন এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তির ভাবনা ও বিস্তারিত প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট উপস্থাপন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে বরিশাল অঞ্চলের প্রায় ৬০ জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমের মাধ্যমে সংযুক্ত হন।

বিগডাটা

প্রকল্প কর্তৃক “বিগডাটা” বিষয়ক অনলাইনে একটি প্রশিক্ষণ গত ১১ জুন ২০২০ তারিখে আয়োজন করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ প্রিমিয়াম প্রেস রোডে মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিয়ত ডেটা জেনারেট করছে। বর্তমানে দেশে এখন প্রায় ১০ কোটিরও বেশি মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারি আছে এবং ১৬ কোটিরও বেশি সিম কার্ড ব্যবহার হচ্ছে যেখানে প্রায় ৪ কোটির কাছাকাছি স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারিসহ লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার ব্যবহারকারি রয়েছে। করোনার এই বিশেষ পরিস্থিতিতে অনলাইনে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ঘরে বসে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা এবং ১৭ কোটি মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। তিনি আরো জানান যে, ডেটা অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে করোনা পরিস্থিতিতে কোন এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি বা কম অথবা উপসর্গের সংখ্যা বেশি এবং পরবর্তীতে কোন এলাকায় এই সংখ্যা বাড়তে পারে সেই বিষয়ে প্রাথমিকভাবে তথ্য অনুমান করা সহিত প্রযুক্তি ব্যবহার করা সহিত প্রযুক্তি ব্যবহারের গবেষক, উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তাগণ যেন ডেটা ব্যবহার করে নতুন নতুন সেবা দিতে পারে সে লক্ষ্যে ফ্রন্টলাইন টেকনোলজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।



বিগডাটা বিষয়ে প্রশিক্ষণের অনলাইন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ প্রিমিয়াম প্রেস, এমপি

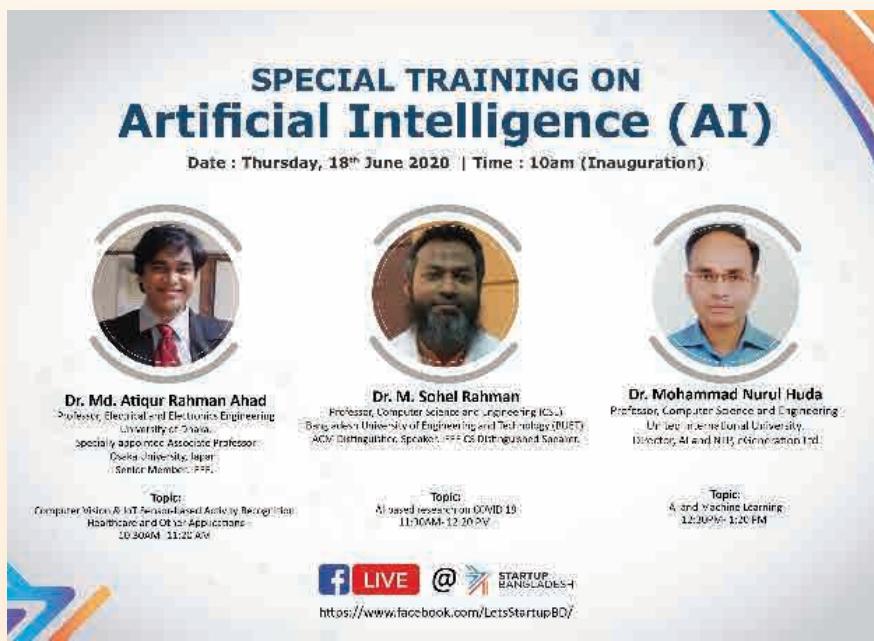
প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব সৈয়দ মজিবুল হক।

প্রশিক্ষণটিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন অন্টেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব কুইঙ্গল্যান্ডের ডেটা সাইন্স বিষয়ের ছাত্র ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডেপুটি কমিশনার (ট্যাঙ্ক) জনাব মো. আব্দুল বারী তুষার, গ্রিফিথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব আইসিটি এর বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্স বিষয়ক লেকচারার ড. সাইফুল ইসলাম এবং টেকনোহেভেন কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাবিবুল্লাহ্ এন করিম। সমানীত রিসোর্স পার্সনবৃন্দ Making sense of Bigdata, Bigdata & Smart Analytics এবং how can we harness opportunities in Bigdata বিষয়ে তাদের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এই প্রশিক্ষণে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ৬০ জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমের মাধ্যমে অংশ নেন যাদের পরবর্তীতে সনদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া পুরো আয়োজনটি “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” এর অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজে লাইভ সম্প্রচার করা হয় ফলে ৫ শতাধিক অংশগ্রহণকারী “বিগডাটা” সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে “আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স” বা কৃতিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজিত হয় iDEA প্রকল্পের “এডুকেশন ফর ন্যাশন” এর আওতায় গত ১৮ জুন ২০২০।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ। ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করছে বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।



সভার বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব “আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স” এর গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। এই প্রশিক্ষণটি প্রশিক্ষণার্থীদের ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সম্পর্কে আরো উৎসাহিত করবে। “আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স” বা কৃতিম বুদ্ধিমত্তা’র বিষয়ে বাংলাদেশের তরঙ্গদের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। IDEA প্রকল্প থেকে আগামীতেও ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সম্পর্কে আরো প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

“আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স” বা কৃতিম বুদ্ধিমত্তা’ বিষয়ক প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে সংযুক্ত হন জাপানের ওসাকা ইউনিভার্সিটি’র সহযোগী অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আতিকুর রহমান আহাদ, বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. সোহেল রহমান এবং ইউনাইটেড ইন্সুরন্সাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুরুল হুদা। দিনব্যাপী এই আয়োজনে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং, কোভিড-১৯ এর ওপরে এআই বেইজড রিসার্চ এবং কম্পিউটার ভিশন ও আইওটি সেপ্টের বেইজড অ্যাস্ট্রিভিটি রিকগনিশন (হেল্থ কেয়ার এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সিলেট বিভাগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে এতে অংশ নেন। পাশাপাশি সকলের উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণের পুরো আয়োজনটি “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” এর অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজ হতে লাইভে সম্প্রচারিত হয়।

রোবটিক্স

প্রকল্প হতে গত ২১/০৬/২০২০ তারিখে “রোবটিক্স” বিষয়ে দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ। অনলাইনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উপকারিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, স্বাভাবিক সময়ের প্রশিক্ষণের থেকে অনলাইনে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনেকটা বেশি ইন্টারেক্টিভ। বর্তমান যুগে ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীদের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের জনশক্তিকে সম্পদে ঝুপান্তরিত করতে হলে তাদেরকে অবশ্যই ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সেটিকে বাস্তব জীবনে ব্যবহারের লক্ষ্যে, প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হয়ে সেগুলোর সঠিক ব্যবহার ও চর্চা করতে হবে।

প্রশিক্ষণের এই আয়োজনে বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব বলেন শুরুর দিকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের তাৎপর্য সঠিকভাবে অনেকেই বুঝে উঠতে না পারলেও এই করোনা পরিস্থিতিতে এর প্রয়োজনীয়তা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন। এই কোভিড-১৯ সময়কালেও আমাদের টিকে থাকার অন্যতম একটি হাতিয়ার হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। ২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য রয়েছে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এই ধরনের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত প্রয়োজন বলে তিনি মতবাদ ব্যক্ত করেন।

এই প্রশিক্ষণটিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ৩ জন অভিজ্ঞ প্রফেশনাল সংযুক্ত হন। অতিথিদের বক্তব্য শেষে প্রথমেই “এক্সপেরিমেন্টাল রোবটিক্স” বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের প্রফেসর ড. এম. এম. এ. হাসেম। পরবর্তীতে রোবটিক্স ও অটোমেশনের লার্নিং চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড

ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের অধ্যাপক ও ইপিটিটিউট অব নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং (INPE) এর পরিচালক ড. শেখ আনন্দারাম ফাত্তাহ। সবশেষে, “রোবটিক্স প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ” নিয়ে রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. লাফিফা জামাল। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এছাড়াও সবার জন্য এই পুরো আয়োজনটি “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” এর অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজে লাইভ সম্প্রচার করা হয়।



“রোবটিক্স” বিষয়ে দিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিগণ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ।

ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি)

“ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি)” বিষয়ে গত ১ জুলাই ২০২০ তারিখ দিনব্যাপী একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজন করে IDEA প্রকল্প। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, বিশেষ অতিথি হিসেবে বিসিসির নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব এবং বুয়েটের সিএসই বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ড. এম কায়কোবাদ উপস্থিত ছিলেন। অনলাইন এ প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব সৈয়দ মজিবুল হক।

দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণটিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে সংযুক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইপিটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইটি) এর সহযোগী অধ্যাপক জনাব ড. বি. এম. মইনুল হোসেন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের প্রফেসর ড. এ. বি. এম. আলিম আল ইসলাম এবং বন্ডস্টেইন টেকনোলজিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল শেপার জনাব মীর শাহরুখ ইসলাম। প্রশিক্ষকগণ তাদের অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণার্থীগণের সাথে বিনিময় করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইম্প্যাক্ট অব “ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি)”, লোকাল আইওটি রিসার্স উইথ গ্লোবাল ইম্প্যাক্টস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইওটি বিষয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট উপস্থাপন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে রাজশাহী বিভাগের প্রায় ৭০ জনের অধিক প্রশিক্ষণার্থী অনলাইন প্লাটফর্ম জুমের মাধ্যমে সংযুক্ত হন।



“ইন্টারনেট অব হিংস (আইওটি)” বিষয়ে দিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিগণ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের একান্শ

৬.১.৩.৪ অন্যান্য প্রশিক্ষণ

করোনা পরিস্থিতিতে তরঙ্গ উদ্যোক্তাদের “ডিজিটাল মার্কেটিং”-এ দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ

iDEA প্রকল্প “স্টার্টআপ ও তরঙ্গ উদ্যোক্তাদের নিয়ে ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে গত ১৯ মে ২০২০ তারিখে। প্রশিক্ষণটির সহ-আয়োজক হিসেবে “কোডার্স্টার্স্ট বাংলাদেশ” এর একটি দক্ষ টিম অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালনা করে। “স্টার্টআপ বাংলাদেশ- iDEA” প্রকল্পসহ ওমেন এন্টারপ্রেনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (উইয়েব), নিবেদিতা, স্টার্টআপ ঢাকা ও স্টার্টআপ চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৮০ জনের বেশি প্রশিক্ষণার্থী এতে অংশ নেন যেখানে মূলত নারী উদ্যোক্তাগণকে অংশগ্রহণকারী হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটির শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব) জনাব হোসনে আরা বেগম এনডিসি।



উক্ত আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব। এছাড়াও গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন মুখ্য সচিব জনাব আবদুল করিম, প্রাক্তন আইসিটি ও শিক্ষা সচিব জনাব নজরুল ইসলাম খান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) সাবেক এক্সেকিউটিভ চেয়ারম্যান ও সচিব জনাব ফারুক হোসেন, ওমেন এন্টারপ্রেনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (উইয়েব) এর সভাপতি জনাব নিলুফার করিম, “কোডার্স্ট্রাস্ট বাংলাদেশ” এর জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা বিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মো. আবদুল হালিম এবং প্রতিষ্ঠানটির কো-ফাউন্ডার জনাব আজিজ আহমদ। অতিথিগণ এই ধরনের প্রশিক্ষণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মত প্রকাশ করেন।



করোনা পরিস্থিতিতে তরুণ উদ্যোকাদের “ডিজিটাল মার্কেটিং”-এ দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণে অনলাইনে অংশ নেয়া প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ

৬.১.৩.৫ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

দেশে একটি টেকসই স্টার্টআপ সংস্থার লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রচেষ্টার মধ্যে স্টার্টআপদের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন অন্যতম। এসকল প্রশিক্ষণের আওতায় স্টার্টআপগণ যাতে করে উন্নত দেশের স্টার্টআপদের সংস্কৃতি সরাসরি দেখার সুযোগ পান, তাদের দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করেন, পৃথিবীর উন্নত এবং স্টার্টআপবান্ধব দেশগুলোর ব্যবসায়ে সফল স্টার্টআপদের থেকে নলেজ শেয়ারিং সহ যুগোপযোগী আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে স্টার্টআপদের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে।

সে লক্ষ্যে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং শীঘ্ৰই এসকল প্রশিক্ষণ শুরু করা হবে। এর আওতায় রয়েছে:

- ক) স্টার্টআপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সার্টিফিকেশন কোর্সে স্টার্টআপদের অংশগ্রহণ;
- খ) নলেজ শেয়ারিং এর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহের স্টার্টআপ প্রোগ্রাম/ইভেন্ট/দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ; এবং
- গ) এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্টার্টআপবান্ধব দেশে যুগোপযোগী আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণে স্টার্টআপদের অংশগ্রহণ, যেখানে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোসহ অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

- Business Modelling, Sales and Marketing Strategies
- Start-up Methodology and Business Analytics
- Legal Policy and Global Market
- Business Scalability skills, Management skills, Shares and Market skills, Investment skills
- Funding and Investment and Pitching skills
- Modern Technologies in innovation (AI, Machine Learning, Blockchain etc.)
- Data Analytics

৬.১.৪ স্টার্টআপদের মেন্টরিং

মেন্টরিং যেকোন স্টার্টআপের উভাবনী ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। স্টার্টআপদের উভাবনী ধারণাকে পূর্ণতা প্রদান, তাদের ধারণার মধ্যে থাকা বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান প্রদান, কোন একটি বিশেষ বিষয়ে উপযুক্ত ধারণা প্রদান, তাদের ধারণাকে বিজনেসে রূপান্তরের জন্য যথাযথ পরামর্শ প্রদান এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্টসহ ধারাবাহিক উন্নয়নের প্রতিটি ধাপেই মেন্টরিং এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের নিজস্ব পরামর্শকগণ প্রতিনিয়তই স্টার্টআপদের মেন্টরিং করে থাকেন। এছাড়াও ইতে-মধ্যে দেশের ও দেশের বাইরের স্বনামধন্য, অভিজ্ঞ এবং নিজ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সফল মেন্টরগণের সমন্বয়ে প্রায় ৪০ জন মেন্টরের একটি মেন্টরস-পুল গঠন করা হয়েছে। স্টার্টআপদের সুনির্দিষ্ট কোন বিষয়ের সমস্যার সমাধানের জন্য এবং নিবিড় পরিচার্যার লক্ষ্যে তাদের উপযুক্ত মেন্টরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়ে থাকে।



“ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস” - এ বিজয়ী ১০ উভাবকদের নিয়ে

ভারতের টেক মাইটেডের যৌথভাবে আয়োজিত মেন্টরিং প্রোগ্রামের উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের একাশে

৬.১.৫ স্টার্টআপদের কো-ওয়ার্কিং স্পেস সুবিধা

যেহেতু তরণ উদ্যোক্তাদের অনেকের পক্ষেই তাদের ব্যবসার শুরুতেই বাণিজ্যিক স্থানে অফিস ভাড়া নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না, তাদের সুবিধার্থে প্রকল্পের কো-ওয়ার্কিং অফিস স্পেসে নির্ধারিত সময়ের জন্য কো-ওয়ার্কিং অফিস স্পেস সুবিধা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের এক্সেলেরেটরে ৫১ জন স্টার্টআপের জন্য কো-ওয়ার্কিং অফিস স্পেস সুবিধা প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

স্টার্টআপদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ইতোমধ্যে ৪৪টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের ১১৮ জন স্টার্টআপ প্রতিনিধিকে ৬ মাসের জন্য কো-ওয়ার্কিং অফিস স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নীতিমালার আলোকে ভবিষ্যতে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের পাশাপাশি সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে স্টার্টআপরা স্পেস খালি থাকা সাপেক্ষে তা ব্যবহারের সুবিধা পাবে। স্পেস বরাদ্দের ক্ষেত্রে স্টার্টআপদের চাহিদা, ব্যবসায়িক ধরন এবং নিয়মিত উপস্থিতির বিষয় বিবেচনা করা হবে।



স্টার্টআপদের জন্য iDEA প্রকল্পের কো-ওয়ার্কিং স্পেস

৬.২ ডিজিটাল টেস্টিং ল্যাব স্থাপন

স্টার্টআপদের উভাবনী পণ্য উৎপাদনে গবেষণা ও টেস্টিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্বানের উন্নত ডিভাইসের সমন্বয়ে প্রকল্প কার্যালয়ে একটি ডিজিটাল টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাবে Digital Oscilloscope (6 GHZ Four Channel), Function Generator (Frequency: 6 GHz), PCB CNC Milling Machine, ROBOT Station with Artificial Vision System, IOT & Communication Trainer এবং Digital Trainer সহ স্টার্টআপদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যুগেপযোগী অন্যান্য হাই ক্যাপাসিটি এবং অত্যধূনিক ডিজিটাল টেস্টিং যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এই টেস্টিং ল্যাব। তরুণ উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ এবং সংশ্লিষ্টদের জন্য তাদের উভাবনী পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে টেস্টিং এবং গবেষণার সুবিধা এই ল্যাবে গ্রহণ করতে পারবে।



ডিজিটাল টেস্টিং ল্যাব এর কিছু কম্পোনেন্টসমূহের চিত্র

৬.৩ উজ্জ্বল ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ

প্রকল্পের মেয়াদ যেহেতু সুনির্দিষ্ট মেয়াদকালের জন্য এবং প্রকল্প শেষে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোক্তা সংস্কৃতি চলমান রাখার স্বার্থে প্রকল্পের কার্যক্রমকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে প্রকল্পের চলমান কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে একাডেমির অধিকাংশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আইনের খসড়া প্রস্তুত করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি পাশ হলে “উজ্জ্বল ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী” শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হবে। একাডেমিটি একটি স্টার্টআপ সাপ্লাই চেইন হিসেবে কাজ করবে যা স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের পূর্ণতা প্রদান এবং ইকোসিস্টেমকে কার্যকরভাবে চালু রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করবে। তরুণ উদ্যোক্তাগণ স্টার্টআপ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করবে এবং এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে করবে।

৬.৪ স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি গঠন

সীড/গ্রোথ/গাইডেড স্টার্টআপ কোম্পানিসমূহে সরকারের পক্ষে বিনিয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আওতায় “স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড” শীর্ষক সম্পূর্ণ সরকার মালিকানাধীন একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। গত ৩০/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে প্রস্তাবিত কোম্পানিটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন লাভ করে এবং গত ১৬/০৩/২০২০ তারিখে কোম্পানির নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির গঠিত বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর ৩টি সভা বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর চেয়ারম্যান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনাব টিনা এফ জাবীন গত ১৬/০৮/২০২০ তারিখে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন।

৭. কমিটিসমূহ

বিশ্বের সফল অন্যান্য ইকোসিস্টেমের আদলে বাংলাদেশের স্টার্টআপদের জন্য কার্যকরী, মানসম্মত, টেকসই এবং উপযুক্ত একটি ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা, যথাযথ পলিসি গ্রহণে পরামর্শ প্রদান, স্টার্টআপদের মান উন্নয়নে কারিগরি নির্দেশনা প্রদান এবং মনিটরিং করার জন্য বাংলাদেশে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং একাডেমীয়ার সমন্বয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কমিটিগুলো হচ্ছে এডভাইজরি বোর্ড, সিলেকশন কমিটি এবং পারফরমেন্স মনিটরিং কমিটি।

এডভাইজরি বোর্ড :

এটি নীতি নির্ধারণী এবং পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি যেখানে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, আইসিটি বিভাগের সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য, বিসিসির নির্বাহী পরিচালক, সিকিউরিটিস এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান, FBCCI, BASIS, MCCI, BGMEA, VCPE এসকল ট্রেড বডিসমূহের চেয়ারম্যানগণ হতে ও জন স্বনামধন্য ও জন একাডেমিয়াসহ সমাজের স্বনামধন্য অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এই এডভাইজরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। পরিকল্পনা ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে এ্যাডভাইজরি বোর্ড উচ্চ পর্যায়ের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

সিলেকশন কমিটি :

সমাজের বিশিষ্ট পেশাদার, স্বনামধন্য, অভিজ্ঞ এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত এটি একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। স্টার্টআপদের জমাদানকৃত প্রোডাক্ট বা বিজেনেস প্ল্যান মূল্যায়ন করা এবং অনুদানের পরিমাণ ও শর্তাবলি নির্ধারণ করা এ কমিটির অন্যতম প্রধান কাজ।



এডভাইজরি বোর্ড, সিলেকশন কমিটি এবং পারফরম্যান্স মনিটরিং কমিটি এর মৌখিসভার একাংশ



এডভাইজরি বোর্ড, সিলেকশন কমিটি এবং পারফরম্যান্স মনিটরিং কমিটি এর যৌথসভায় উপস্থিতিদের একাংশ

পারফরমেন্স মনিটরিং কমিটি :

এটি সমাজের বিশিষ্ট পেশাদার, স্বনামধন্য, অভিজ্ঞ এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। অর্থায়নকৃত স্টার্টআপ পারফরমেন্স এবং আর্থিক বিবরণী (আর্থিক বণ্টন, লাভের সীমা, মোট আয়, ব্যবসায়িক বৃদ্ধি) এবং অপারেশনাল কার্যপ্রণালী (প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কাস্টমার অর্জন এবং সেবার ধরণ, ম্যানেজমেন্ট এবং ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম) পর্যালোচনা করা এ কমিটির অন্যতম প্রধান কার্যক্রম।

৮ সেমিনার/ওয়ার্কশপ/বুটক্যাম্প

স্টার্টআপদের উন্নয়নে প্রকল্প থেকে বেশ কিছু সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিস্পোজিয়াম/বুটক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে। এসকল সেমিনারে স্টার্টআপ/উদ্যোজ্ঞদের জন্য বেসিক এন্ট্রেপ্রেনারশীপ ছাড়াও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লকচেইন ইত্যাদি ক্ষেত্রের টেকনোলজিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা হয় যা স্টার্টআপদের উন্নয়নে এবং যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এখন পর্যন্ত ৬৬৫৫ জন তরঙ্গকে ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং বুটক্যাম্প এর মাধ্যমে স্টার্টআপ এবং আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়েছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়িক এবং স্টার্টআপ সংক্রান্ত বেসিক ধারণা, মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ, ই-কমার্স, রোবটিক্স, ব্লকচেইন, কৃতিম বুদ্ধিমত্তা, বিনিয়োগ, মার্কেটিং, আইনগত বিষয়সমূহ, ব্রান্ডিং ইত্যাদি। এই প্রোগ্রামগুলো পরিচালনা করেছেন দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞগণ।

কিছু উল্লেখযোগ্য সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিস্পোজিয়াম/বুটক্যাম্প প্রোগ্রাম



বুট ক্যাম্প। কিভাবে স্টার্টআপ আইডিয়া উপস্থাপন করতে হয়?

গত ৫ই ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অডিটোরিয়ামে স্টার্টআপ আইডিয়া সঠিকভাবে উপস্থাপন সংক্রান্ত একটি বুটক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। বুটক্যাম্পটি পরিচালনা করেন ইউ এস মার্কেট এর্সেস এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব ক্রিস বারি। উক্ত বুটক্যাম্প এ ২৭০ জন উদ্যোজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন।

তেওঁগুর ক্যাপিটাল ইকোসিস্টেম তৈরিতে সরকারের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনার

২০১৭ সালের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এর ৩ দিনব্যাপি প্রোগ্রাম এর অংশ হিসেবে সেমিনারটি আয়োজন করা হয়। ৭ই ডিসেম্বর ২০১৭ সালের এই সেমিনারে আলোচক হিসেবে যোগদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব নজিবুর রহমান, IDLC Finance Limited এর নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আরিফ খান, সানফ্রানসিসকো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় এর মার্কেটিং এর সহযোগী অধ্যাপক জনাব মাহমুদ হোসাইন, টেকনোহেভেন কোম্পানি লিমিটেড এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাবিবুল্লাহ এন করিম। এই সেমিনারটিতে ২০০ এর বেশি স্টার্টআপ অংশগ্রহণ করেন।

স্টার্টআপদের জন্য ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি বিষয়ক সেমিনার

প্রকল্পের উদ্দেশ্যে গত ৭ই মে ২০১৮ তারিখে স্টার্টআপদের জন্য একটি ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি বিষয়ক সেমিনার এর আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

এছাড়া সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা জনাব হামিদুল মিসবাহ, লিগ্যাল সার্কেল এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব আনিতা গাজী রহমান, স্টার্টআপ ঢাকা'র প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক জনাব মুস্তাফিজুর রহমান খান, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের রেজিস্টার জনাব জাফর আর চৌধুরী এবং আইডিয়া প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহসান। সেমিনারটি সঞ্চালন করেন বাংলাদেশ এঙ্গেলস এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব মিনহাজ আনোয়ার।



স্টার্টআপ বাংলাদেশ-IDEA প্রকল্পের আয়োজনে “আইপি ক্লিনিক ফর স্টার্টআপস” কর্মশালার একাংশ

৪৬ শিল্প বিপ্লব এবং কৃতিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক সেমিনার



১৪ ই ডিসেম্বর ২০১৯ সালে iDEA প্রকল্পের পোর্টফলিও স্টার্টআপদের জন্য ৪৬ শিল্প বিপ্লব এবং কৃতিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণফোনের (যা পরবর্তীতে গ্রামীণফোন এ রূপ নেয়) প্রতিষ্ঠাতা জনাব ইকবাল জেড. কাদীর এবং McKinsey & Company এর Senior Industry Knowledge Expert জনাব ডঃ জি স্যাম সামদানি।



সেমিনারের সম্মানিত আলোচকের হাতে সমাননা ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন iDEA প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মজিবুল হক

বিনিয়োগ এবং মার্কেটিং সংক্রান্ত সেমিনার

স্টার্টআপদের জন্য বিনিয়োগ এবং মার্কেটিং তথা সামগ্রিক স্টার্টআপ জর্নি নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আইতান আর শুমকভ পিইচডি (Ivan R. Shumkov PhD)। তিনি Build Academy এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।



দেশীয় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম শীর্ষক সেমিনার এবং “আইডিয়া বেসিকস্ ১০১” এর সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

গত ৩১ অক্টোবর ২০১৯ আইসিটি টাওয়ারে iDEA প্রকল্পের স্টার্টআপদের নিয়ে আয়োজিত হয় “বাংলাদেশ স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা” শীর্ষক একটি সেমিনার এবং “আইডিয়া বেসিকস্ ১০১” প্রশিক্ষণের এর সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান।

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায় নিয়ে সরকার নানামূল্যী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। iDEA প্রকল্প বাংলাদেশী উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবকদের তাদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন সেবা বা পণ্যসমূহ দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি তাদের বিভিন্নভাবে মেন্টরিং সাপোর্ট, ফান্ডিংসহ নানাভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এরই আলোকে দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এর বর্তমান অবস্থা, স্টার্টআপদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে আমন্ত্রিত স্টার্টআপরা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।



দেশীয় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সেমিনারের প্রধান অতিথি পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের মাননীয় সদস্য (সচিব) জনাব আবুল কালাম আজাদ

সেমিনার শেষে প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত স্টার্টআপদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক কোর্স আইডিয়া বেসিকস্ ১০১ এর অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের মাননীয় সদস্য (সচিব) জনাব আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত থেকে সনদপত্র বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব, অপটিম্যাক্স কমিউনিকেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইকবাল বাহার জাহিদ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মোঃ মামুন-আল-রশীদ। এছাড়াও পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্যাম্পেক উইং এর যুগ্ম-প্রধান সেলিনা আক্তার সহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা এবং পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সৈয়দ মজিবুল হক।

এছাড়া উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব) কাজী হোসনে আরা, প্রকল্পের জ্যেষ্ঠ পরামর্শক আলাওল কবির, এ বি এম মনিরুল ইসলাম এবং প্রকল্পের পরামর্শক মোঃ দেওয়ান আদনান ও সোহাগ চন্দ্র দাস। আইডিয়া প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রায় ৫০ টি স্টার্টআপ থেকে প্রায় শতাধিক উদ্যোক্তা এই সেমিনারে অংশ নেন।



“আইডিয়া বেসিক্স ১০১” এর সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে সনদপত্র প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীগণ



দেশীয় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) বিষয়ে জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন বিষয়ক সেমিনার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) বিষয়ে জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে যার অংশ হিসেবে গত ২৬ জানুয়ারি ২০২০ “ওয়ার্কশপ অন ন্যাশনাল আইওটি স্ট্রাটেজি” শীর্ষক একটি কর্মশালা স্টার্টআপ বাংলাদেশ-আইডিয়া এর প্রোগ্রাম জোন-এ অনুষ্ঠিত হয়। আইসিটি বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মজিবুল হক। রিসোর্স পার্সন হিসেবে ড্রাফট আইওটি স্ট্রাটেজি উপস্থাপন ও আলোচনা করেন প্রাক্তন সিনিয়র পরামর্শক জনাব নাস্তিম আশরাফী।



নারী উদ্যোক্তা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে “উদ্যোক্তা সংস্কৃতি ও উদ্ভাবনী পরিবেশ তৈরিতে নারীর ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার

নারী উদ্যোক্তা দিবস- ২০১৯ উপলক্ষে “উদ্যোক্তা সংস্কৃতি ও উদ্ভাবনী পরিবেশ তৈরিতে নারীর ভূমিকা” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের উদ্যোগে গত ১৯ নভেম্বর ২০১৯ আয়োজন করা হয় একটি বিশেষ সেমিনার।



এই দিবসে বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে নারীদের তাদের সৃজনশীল চিন্তা ও উদ্ভাবনী মেধা বিকাশের পথকে পরিচয় করায়। এবং একই সাথে ভবিষ্যতে কর্মের মাধ্যমে তারা যাতে সারা বিশ্বের বুকে অবদান রাখতে পারে সেই সাহস যোগায়। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের ও জাতির উন্নয়নের পথযাত্রী। এই দিবস কর্মক্ষেত্রে তথা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে নারী-পুরুষ এর দুরত্ব কমিয়ে আনার পাশাপাশি সমাজে সমতা ফিরিয়ে আনা ও নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে “উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)” তার স্টার্টআপ বাংলাদেশ ব্যানারে আয়োজন করে এই সেমিনার।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী হাবিবুল নাহার, এমপি, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, (এনডিসি), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এর সভাপতি ড. রফিবানা হক এবং ই-কর্মার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) এর সভাপতি শমী কায়সার। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন “উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প” (iDEA) এর পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সৈয়দ মজিবুল হক।





নবস - ২০১৯ উপলক্ষে
“পরিবেশ তৈরিতে নারীর ভূমিকা”
কর্মসূচি সেমিনার

শ্রী
ড. রফিবানা হক
সভাপতি
বাংলাদেশ প্রযোজন প্রকারক ও বস্তুচিকিৎসক সচিব (বিজিএমইএ)

শ্রী
শমী কায়সার
সভাপতি
ই-ক্যাব একাডেমীয়ের অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব)

প্রকল্প (iDEA)



নারী উদ্যোক্তা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি

নারী উদ্যোক্তা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে “উদ্যোক্তা সংস্কৃতি ও উদ্ভাবনী
পরিবেশ তৈরিতে নারীর ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

নারীদের জন্য উন্মুক্ত এ সেমিনারটিতে বেসিস, ই-ক্যাব, ওমেন অ্যান্ড ই-কর্মার্স ফোরাম-উই, উইমেন এন্ট্রেপ্রেনারস অফ বাংলাদেশ-উইবিডি, কল্যাণী, নিবেদিতা এবং অন্যান্য বিভিন্ন সংগঠন থেকে শতাধিক নারী উদ্যোক্তারা অংশ নেয়। সংগঠনগুলো থেকে বক্তব্য রাখেন শারমিন আকতার সাজ (উইমেন এন্ট্রেপ্রেনারস অফ বাংলাদেশ-উইবিডি), আনিকা ইসলাম (নিবেদিতা), ফারজানা তগি (ওমেন অ্যান্ড ই-কর্মার্স ফোরাম-উই), রাবেয়া খাতুন (iSocial এর কল্যাণী)।

“সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন সংস্কৃতি তৈরি” শীর্ষক সেমিনার

“সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এ অনুষ্ঠিত হয় সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন সংস্কৃতি তৈরি” শীর্ষক একটি সেমিনার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিরাপদ ব্যবহার বিষয়ক এই বিশেষ সেমিনারটি গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ চুয়েট অডিটোরিয়ামে iDEA প্রকল্প কর্তৃক আয়োজন করা হয়। সেমিনারটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-৬ রাউজান আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি এ. বি. এম.

ফজলে করিম চৌধুরী, এমপি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এর উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রফিকুল আলম এবং “উভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প” (iDEA) এর পরিচালক (অতিরিক্ত-সচিব) সৈয়দ মজিবুল হক। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন চুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ মশিউল হক।

শিক্ষার্থী বা তরুণদের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা, এর ব্যবহারবিধি, সামাজিক নেটওয়ার্কে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়, ঠিক কোন পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা কমবে এসকল বিষয় নিয়ে অতিথিগণ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে প্রায় ২ শতাধিক শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি কি-নোট উপস্থাপন করেন এবং উক্ত সেমিনার শেষে তিনি সকলকে নিয়ে “সোশ্যাল মিডিয়া প্যারেড” এর শপথ পাঠ করেন।



“সোশ্যাল মিডিয়া প্যারেড” এর শপথ পাঠ করছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি



চুয়েটে “সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং
উভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন সংস্কৃতি তৈরি” শীর্ষক সেমিনারে
অতিথিবৃন্দের একাংশ

চুয়েটে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন
এ. বি. এম. ফজলে করিম চৌধুরী, এমপি

‘ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট’ শীর্ষক ওয়ার্কশপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূহর্তঃ

প্রকল্পের উদ্যোগে গত ২০/০৬/২০১৯ তারিখে প্রকল্প কার্যালয়ে ‘ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট’ এর উপর একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। এ ওয়ার্কশপ ১০০ এরও বেশী স্টার্টআপ অংশগ্রহণ করে।



৯ ফ্ল্যাগশীপ প্রোগ্রামসমূহ

বাংলাদেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে পরিচিত করাতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উভাবনী ধারণাগুলোকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাচাই করে আনার লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচিগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ (ইউনিভার্সিটি অ্যাস্ট্রিভেশন প্রোগ্রাম), iDEA Basic ১০১ এবং ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলোজি। উল্লেখ্য যে, এ আয়োজনগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং তরঙ্গ উদ্যোক্তাদের মাঝে নতুন নতুন তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক উভাবনী ভাবনার বিকাশ ঘটায় এবং এক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা সম্পর্কে অবগত করতে সক্ষম হয়। স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ প্রোগ্রামটির ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে ইতোমধ্যে চ্যাপ্টার-১ এবং চ্যাপ্টার-২ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং চ্যাপ্টার-৩ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.১ স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ (ইউনিভার্সিটি অ্যাস্ট্রিভেশন প্রোগ্রাম)

দেশের অগ্রগতি এবং উন্নয়নে অবদান রাখতে যাদের উভাবনী পরিকল্পনা আছে এমন তরঙ্গ উদ্যোক্তা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা “স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ”। শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাটি বাস্তব জীবনের সমাধানগুলোর আইডিয়াসমূহ তুলে ধরার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে “উভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)”। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর অধীনে আইডিয়া প্রকল্প হল জাতীয় পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতার আয়োজক। ‘আমার উভাবন, আমার স্পন্স’- এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত হয় এই প্রতিযোগিতার ১ম ও ২য় অধ্যায়। স্টার্টআপ ইনকিউবেশন এবং এদের উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ফাস্টিং করা হয় এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এই উদ্যোগটি বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্টার্টআপ সংস্কৃতি প্রচার ও তাদের নিজস্ব সমাধানসমূহ উভাবন এবং চাকরি খোঁজার পরিবর্তে অন্যকে চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে বলে সকলের বিশ্বাস।



প্রাথমিকভাবে সারাদেশের শিক্ষার্থীরা অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে থাকে। এ ছাড়াও দেশের শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত বুথের মাধ্যমেও রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ থাকে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত স্টার্টআপদের নিয়ে জাতীয় স্টার্টআপ ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পে স্টার্টআপদের তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেশন নেয় দেশের সফল উদ্যোক্তা ব্যবসায়ী এবং স্বনামধন্য একাডেমিয়াগণ। সবশেষে পিচিং এর মাধ্যমে বাচাই করা হয় সেরা ৩০ স্টার্টআপকে। পরবর্তীতে প্রকল্পের সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে বাচাই করা হয় শীর্ষ ১০ স্টার্টআপ এবং ২০ রানারআপ স্টার্টআপ। সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) এর ‘ইয়াৎ বাংলা’ প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতায় এই আয়োজনটি সম্পন্ন করা হয়।

স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ চ্যাপ্টার-১ এর কিছু মুহূর্ত:



স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ চ্যাপ্টার-২

সফলভাবে স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ চ্যাপ্টার-১ সম্পন্ন হওয়ার পর এ আয়োজনটি নিয়ে শিক্ষার্থী এবং তরুণ উদ্ভাবকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ তৈরি হওয়ার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ চ্যাপ্টার-২ আয়োজন করা হয়। মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের গবেষণার ফলাফলকে বাস্তবিক জীবনে প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে “স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ”।



‘স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ : চ্যাপ্টার টু’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাইদ আহমেদ পলক, এমপি



‘স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ : চ্যাপ্টার টু’ এর উদ্বোধনী
অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

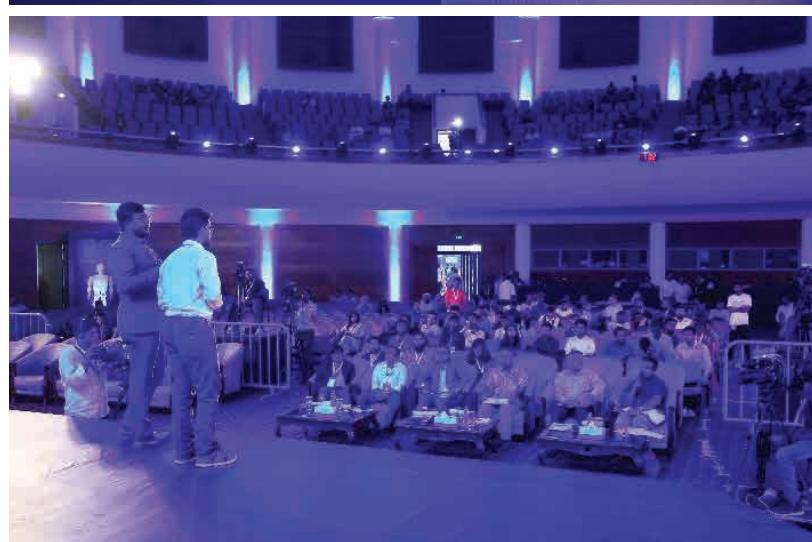


‘স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ : চ্যাপ্টার টু’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ

‘স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ : চ্যাপ্টার ২’ এর সেরা ১০ নির্বাচনের কিছু মূহূর্ত



স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রকৃত স্টার্টআপ সাপ্লাই চ্যানেল তৈরি করাই হল এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। আজকের বিশ্বে গুগল, ফেসবুক কিংবা বাংলাদেশের পাঠ্যও এর মত বড়বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। তাই, তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্যোগ হ্বার জন্য উৎসাহিত করবে এই কার্যক্রম, এটাই সকলের বিশ্বাস। ইনোভেশনের দিক থেকে বাংলাদেশ আগের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে গেলেও এ ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ রয়েছে।



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, iDEA প্রকল্প ও বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি কর্তৃক আয়োজিত ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ চ্যাপ্টার-২ এর বিজয়ীদের মাঝে অনুদানের চেক হস্তান্তর করা হয়।

স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ চ্যাপ্টার-২ এর সমাপনী অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য ও মুহূর্ত :

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী
তিপু মুনশি, এমপি

প্রধান অতিথি হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব তিপু মুনশি, এমপি গত ১৬ অক্টোবর ২০১৯ “স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ: চ্যাপ্টার টু” এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সেরা ১০ স্টার্টআপকে অনুদান প্রদানের সময় এ ধরনের আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন যে, বঙ্গবন্ধু একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলার। বঙ্গবন্ধু অবর্তমানে সেই স্বপ্ন ধারণ করছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নিরলস পরিশ্রম করে তিনি দেশকে উন্নয়নের আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন বাংলাদেশ পথ হারাবে না কখনও, এগিয়ে যাবেই যাবে।



ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি

আলহাজ্ব এ কে এম রহমত উল্লাহ, এমপি

একই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব এ কে এম রহমত উল্লাহ, এমপি বলেন তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে এখন আইকন স্বরূপ এবং বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থান করছে। তথ্য প্রযুক্তির ক্ল্যাণে দুর্যোগ প্রশমনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে একটি রোল মডেল হিসেবেও পরিচিত।



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি

গত ১৬ অক্টোবর ২০১৯ “স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ: চ্যাপ্টার টু”-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে সেরা ১০ স্টার্টআপকে অনুদানের চেক প্রদানের সময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি বলেন যে ২০২০ ও ২০২১ মুজিব বর্ষ উপলক্ষে তথ্য প্রযুক্তি পরিবার ১০০+ স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করেছে। ২০২০ সালে আইসিটি বিভাগের সকল কর্মকর্তা স্বাভাবিকের চেয়ে অন্তত ১০০ ঘন্টা বেশি কাজ করবে। একই সাথে সবাই মিলে ১০০’র বেশি সার্ভিস নিয়ে আসা হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষীকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) ঘোষণা করা হয়েছে যার আওতায় ১০০ স্টার্টআপকে ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে এই স্টার্টআপরাই আগামীতে সারাবিশ্বে নেতৃত্ব দিতে পারবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ এর মত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।



স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ চ্যাপ্টার - ২”- এর উদ্বোধন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

গত ১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত “স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ চ্যাপ্টার - ২”- এর জাতীয় স্টার্টআপ ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ বলেন, “ডিজিটাল বাংলাদেশ” নির্মাণে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। এখন একটি কোয়ালিটিফুল “ডিজিটাল বাংলাদেশ” নির্মাণের পথে হাঁটছি আমরা। আর সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে চারটি স্তুতি নিয়ে কাজ করছে সরকার। এর মধ্যে অন্যতম একটি স্তুতি হচ্ছে সক্ষমতা বৃদ্ধি, যার উদ্দেশ্যে “উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প”- টি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণ স্টার্টআপদের উদ্ভাবন উদ্যোগসমূহ সফলতার পথে এগিয়ে যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।





“উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী
প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প” এর পরিচালক
সৈয়দ মজিবুল হক

স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ: চ্যাপ্টার টু এর জাতীয় স্টার্টআপ ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মজিবুল হক বলেন, বাংলাদেশে একটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে আইডিয়া প্রকল্প। প্রকল্পের মাধ্যমে অনুদানপ্রাপ্ত অধিকাংশ স্টার্টআপ সফলভাবে কাজ করছে এবং স্টার্টআপগুলোর টিকে থাকার হার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ যা বিশ্বের অন্য যেকোন দেশের তুলনায় বেশি। এবারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্ভাবনী ধারণার প্রায় ৬০ ভাগ প্রোডাক্ট বেইজড এবং ৪০ ভাগ সার্ভিস বেইজড। তিনি আশা করেন, সার্বিক বাছাই শেষে দুর্দান্ত কিছু স্টার্টআপ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

“স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ: চ্যাপ্টার ২”এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের বক্তব্য :

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মণ্ডলী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ সাজাদ হোসেন গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত “স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ: চ্যাপ্টার ২” এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, “তারুণ্যই শক্তি। বাংলাদেশ সরকার ও আইসিটি বিভাগ সব সময়ই তরঙ্গের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে এবং এ তারুণ্যকে নিয়েই সমৃদ্ধিশালী হবে বাংলাদেশ।”



বিশেষ অতিথি হিসেবে সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) এর সম্বয়ক তন্মুহ আহমেদ বলেন, “ইয়াং বাংলা দেশের তরুণদের জন্য কাজ করছে ২০১৪ সাল থেকে। তারুণ্যের সর্ববৃহৎ এই প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য দেশের তরুণদের কর্মক্ষম করে তুলতে উৎসাহিত করা এবং দেশ গঠনে তাদের উদ্যোগগুলোকে অনুপ্রাণিত করা। সেই লক্ষ্যেই আইডিয়া প্রকল্পের সাথে ‘স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ’ প্রতিযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে ইয়াং বাংলা। দেশের তরুণদের অনেক উদ্যোগ অনেক স্বপ্ন রয়েছে। শিক্ষা জীবনে তাদের নেয়া এ সকল উদ্যোগ ও স্বপ্নকে গুরুত্ব দিয়ে কাজে লাগাতে “স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ” কার্যকর ভূমিকা রাখবে।”



অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব বলেন, “আইটি ও আইটিইএস মার্কেট বিশাল এবং এখানে অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে। আমরা একটি সংস্কৃতি তৈরি করতে চলেছি যেখানে উদ্যোক্তা তৈরি হবে, উত্তোলন হবে এবং এটি বাংলাদেশকে একটি অন্যরকম উচ্চতায় নিয়ে যাবে।”



৯.২ ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস

হ্যাকাথনের ঘাতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে গত ৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে “ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম” এর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের বিকাশ এবং উদীয়মান উদ্যোক্তাদের উত্তোলন পণ্যের বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে স্টার্টআপ বাংলাদেশ-*iDEA* এবং টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড, ভারত এর মধ্যে একটি সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি ও টেক মাহিন্দ্রা প্রেসিডেন্ট, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, মিঃ সুজিত বৰুৱী স্ব-স্ব দেশের পক্ষে সমরোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সে সকল সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে উত্তোলনী ধারণা গ্রহণের জন্য একটি জাতীয় হ্যাকাথন আয়োজন পরিকল্পনার বিষয়টি সমরোতা স্মারকে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় হ্যাকাথন

প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত সেরা আইডিয়াগুলোকে পরিপক্ষ করার জন্য প্রতিযোগীগণ ভারতের তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড এর ইনোভেশন সেন্টার মেকারস ল্যাবে ১ মাস প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে শীর্ষ প্রতিযোগীগণ পরবর্তী ১ বছরের জন্য টেক মাহিন্দ্রা ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ এর যৌথ তত্ত্বাবধানে থেকে তাদের আইডিয়াগুলোকে চূড়ান্ত রূপ দেবেন। চূড়ান্ত আইডিয়াগুলো বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে জাতীয় সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধান করা হবে। এছাড়া, প্রতিযোগীগণ তাদের চূড়ান্ত আইডিয়াগুলো টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড বিশ্বের ১২০টি দেশে অবস্থিত বিজনেস চ্যানেলের মাধ্যমে প্রমোট ও প্রচারের সুযোগ পাবে যা তাদের সফল উদ্যোক্তা হওয়ার পথকে সুগম করবে।

একই সাথে উদীয়মান উদ্যোক্তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্তে ফ্রন্টিয়ার/ইমার্জিং টেকনোলজিস এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাত যথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ব্লকচেইন, আইওটি, ফাইবারজি, বিগ ডেটা ও সাইবার সিকিউরিটির মতো বিষয়গুলো নিয়ে যৌথভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় এই দুই প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হ্যাকাথন ও আইডিয়াথনসহ বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চালানোর পরিকল্পনা আছে এই চুক্তিতে।



“ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম” অনুষ্ঠানে স্টার্টআপ বাংলাদেশ-*iDEA* এবং ভারতের টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেডের মধ্যে সমরোতা স্মারক

ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস

চুক্তিতে উল্লেখিত পরিকল্পনার আলোকে “Think. Hack. Solve.” স্লোগানকে সামনে রেখে দেশের ১০টি জনপ্রস্তুপূর্ণ সমস্যার তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক উত্তাবনী সমাধানের লক্ষ্যে ৫ জানুয়ারি ২০২০ থেকে শুরু হয় “ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস” এর আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া। “উত্তাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (IDEA)” তার “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” ব্যানারে বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন ও টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড (TechM) এর সহযোগিতায় নিম্নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে এই হ্যাকাথন আয়োজনের কার্যক্রম শুরু করে।

হ্যাকাথনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- দেশের ১০টি জনপ্রস্তুপূর্ণ সমস্যার তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক উত্তাবনী সমাধান প্রদানে তরঙ্গদের আগ্রহী করা এবং তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- হ্যাকাথনের মাধ্যমে তরঙ্গসহ সকলকে তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক উত্তাবনী সমাধান তৈরিতে উৎসাহিত করা।
- দেশে ডিজিটাল স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের বিকাশ করা।
- উদীয়মান উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ সহযোগিতা প্রদান করা।
- উদ্যোক্তাদের বৈদেশিক পরিবেশে প্রশিক্ষণ ও মেনটরিং প্রদান।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেশীয় উত্তাবনের মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণে সহযোগিতাসহ প্রচার ও প্রসারে সার্বিক সহায়তা প্রদান।
- বিশ্বের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করে বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।

হ্যাকাথনের ১০ টি চ্যালেঞ্জ

১. গুজব প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থা প্রবর্তন।
(Introduction of a Comprehensive System to Prevent Rumors)
২. পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মনিটরিং এর জন্য একটি ইফেক্টিভ টুল তৈরি।
(Developing an Effective Tool for Monitoring Rural Road Development Projects)
৩. একটি কার্যকর ও আধুনিক বর্জ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন।
(Introduction of an Effective and Modern Solid Waste Management System)
৪. নিয়ন্ত্রণীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে “ইনটেলিগেন্স প্ল্যাটফর্ম” তৈরি।
(Create an “**Integrated Market Intelligence Platform**” to Keep the Prices of the Daily Essential Commodities Stable)
৫. যথাযথভাবে খাদ্যশস্য সংরক্ষণে স্মার্ট ওয়্যারহাউস (এলএসডি/সিএসডি/সাইলো)
(“**Smart Warehouse (LSD/CSD/Silo)**” for Preserving Grains Properly)
৬. অনুমোদিত বিল্ডিং কোড অনুযায়ী স্থাপনা তৈরিতে রিয়েল টাইম ইমারত নির্মাণ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন।
(Introducing “**Real Time Building Construction Monitoring System**” to Monitor Building Construction for Ensuring the Compliance of Building Codes)
৭. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা প্রবর্তন।
(Introducing Appropriate “**Intelligent System**” to Ensure Occupational Safety and Health)
৮. রেল দুর্ঘটনা রোধে ‘ক্যাব সিগন্যালিং’ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।
(Modernization of “**Cab signaling**” System to Prevent Rail Accidents)

৯. নৌ-দুর্ঘটনা রোধে আধুনিক নৌযান সিগন্যালিং/ট্র্যাকিং পদ্ধতি চালুকরণ।
(Implementation of modern “Naval Signaling /Tracking System” to prevent boat/naval accidents)
১০. সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ‘ড্রাইভিং লাইসেন্স’ এবং ‘মোটরযান ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।
(Modernization of “Driving License” and “Motor Vehicle Fitness Certificate” Issuance System to Prevent Road Accidents)

অ্যাকচিভেশন প্রোগ্রাম

বাংলাদেশের ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ক্যাম্পাইনের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউবসহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে, একাধিক টেলিভিশন স্ক্রেনে, স্টুডেন্ট কমিউনিটি এবং সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে মিডিয়াতে প্রচার প্রচারণা চালনা হয়।

৭ টি বিভাগ হতে নির্বাচিত ৭ টি এবং ঢাকা বিভাগের ৩টি, মোট ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাইন আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল-



জাতীয় হ্যাকাথনের একটি ক্যাম্পাইনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন আইসিটি বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), ইউনিভের্সিটি ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস।



মেন্টরস্ সেশন ও উদ্ঘাবন বাছাইকরণ

এই হ্যাকাথনে দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভাগ ও দপ্তরের থেকে প্রাপ্ত সমস্যাসমূহ থেকে ১০টি জনপ্রস্তুপূর্ণ সমস্যা (চ্যালেঞ্জ) চিহ্নিত করা হয়। দেশের আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যা (চ্যালেঞ্জ) প্রত্নাবকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হতে ৪০ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ মেন্টরস্ এর সমন্বয়ে মেন্টরস্ পুল গঠন করে মেন্টরস্ সেশন আয়োজন করা হয়।

জাতীয় হ্যাকাথনের মেন্টরদের নিয়ে আয়োজিত সেশনের একাংশ

“ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস” এর হ্যাকাথন আয়োজন

দুই দিনব্যাপি এই হ্যাকাথনটি ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ (শুক্র-শনি) তারিখ ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি) এর ঢাকাস্থ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। তরঙ্গ উভাবকদের উভাবনী ধারণাসমূহ আবেদনসমূহ স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্পের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ হতে নির্বাচিত প্রায় ১৫০ জন উভাবকের সমন্বয়ে ৫১টি টিম নিয়ে দেশের ১০টি জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যার তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক উভাবনী সমাধানের লক্ষ্যে শুরু হয় “ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস”। নির্বাচিত দলসমূহ মূল হ্যাকাথনে অংশ নেয় যাদের মেন্টরিং করেন উপরোক্তিত ৪০ জন মেন্টর।



জাতীয় হ্যাকাথনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন iDEA প্রকল্পের পরিচালক সৈয়দ মজিবুল হক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেডের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির গ্লোবাল ইনোভেশন প্রধান মিঃ নিখিল মালহোত্রা। বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি সেক্টরের উন্নয়নে এমন যুগোপযোগী আয়োজনকে তিনি সাধুবাদ জানান। টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেডের পক্ষে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির কাস্টমার রিলেশন বিভাগীয় প্রধান ও মেকারস ল্যাবের প্রতিনিধি মিঃ আকাশ দলাস, স্টার্টেন্ট অ্যাড ক্যাম্পাস কানেক্টের প্রধান মিঃ উমেশ কাদ এবং বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার মিঃ দেবাশীষ মিত্র। এছাড়া, আরো উপস্থিত ছিলেন উপ প্রকল্প পরিচালক ও উপ সচিব জনাব কাজী হোসনে আরা এবং প্রকল্পের পরামর্শকগণসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মকর্তাগণ। হ্যাকাথনের প্রথম দিন মেন্টরগণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণকারী উভাবকদের সাথে তাদের ইনোভেশন বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ প্রদান করেন। উভাবকদের বিভিন্ন বিষয়ের সমস্যা সমাধানে ইন্ডাস্ট্রি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং হ্যাকাথনের চ্যালেঞ্জ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অভিজ্ঞ প্রফেশনালগণ দুদিনব্যাপি অনুষ্ঠিত হ্যাকাথনে অংশগ্রহণকারীদের পাশে থেকে তাদের সহযোগিতা করেন।

দুই দিনব্যাপি এই হ্যাকাথনটি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ ঢাকার ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি) এর ক্যাম্পাসে উদ্বোধন করেন প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মজিবুল হক। তিনি হ্যাকাথনে অংশগ্রহণকারীসহ সবাইকে স্বাগত জানান এবং সহযোগী হিসেবে পাশে থাকার জন্য টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড এবং বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।



২ দিনব্যাপি জাতীয় হ্যাকাথনে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ



জাতীয় হ্যাকাথনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেন্টরগণ

দ্বিতীয় দিনের শুরুতে হ্যাকাথনে অংশগ্রহণকারীগণ মেন্টরদের সহায়তায় তাদের নিজ নিজ আইডিয়াগুলো চূড়ান্ত করেন এবং একই সাথে বিচারকদের সামনে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করেন। হ্যাকাথনে ১০টি চ্যালেঞ্জের জন্য ১০টি বিচারক বোর্ড গঠন করা হয় যেখানে ৩২ জন অভিজ্ঞ বিচারক এই উজ্জ্বারনী ধারণাগুলো হতে ১০টি দলকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করেন। বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিচারকগণ প্রতিযোগীদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেন- Problem Identification, Possible Solutions, Execution with Frontier Technologies, Communication Ges Team Quality/ Experience.

ନ୍ୟାଶନାଲ ହାକାଥନେର ସମାପନୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ

ন্যাশনাল হ্যাকাথনের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সম্বায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রী বিশ্বদীপ দে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানুর খানুম।



ନ୍ୟାଶନାଲ ହ୍ୟାକାଥନ ଅନ ଫ୍ରଣ୍ଟିଆର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ- ଏର ସମାପନୀତେ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିବ୍ରଦ୍ଧ

ନ୍ୟାଶନାଲ ହ୍ୟାକାଥନେ ବିଜ୍ୟୀରା ହଲେନ-

১. “গুজব প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থা প্রবর্তন” চ্যালেঞ্জ-এ “অন্যেষা” প্রকল্প নিয়ে “টিম অন্টন”।
 ২. “পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মনিটরিং এর জন্য একটি ইফেক্টিভ টুল তৈরি” চ্যালেঞ্জ -এ “ডিজিটাল পাবলিক সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম” প্রকল্প নিয়ে “**Shout#2**”।
 ৩. “একটি কার্যকর ও আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন” চ্যালেঞ্জ-এ “ঝীন বিডি” প্রকল্প নিয়ে “ট্রিজান”।
 ৪. “নিয়ন্ত্রণাত্মক পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ইন্টিহেটেড মার্কেট ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম তৈরি।” চ্যালেঞ্জ-এ “ইন্টিহেটেড মার্কেট ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম” প্রকল্প নিয়ে “অরিজিন্যালিভ-আই”।
 ৫. “যথাযথভাবে খাদ্যশস্য সংরক্ষণে স্মার্ট ওয়্যারহাউস (এলএসডি/সিএসডি/সাইলো)” চ্যালেঞ্জ-এ “অ্যান আইওটি বেইজড স্মার্ট ওয়্যারহাউস ফর প্রিজার্ভিং গ্রেইনস প্রপার্লি” প্রকল্প নিয়ে “ব্রগ্রামার্স”।
 ৬. “অনুমোদিত বিল্ডিং কোড অনুযায়ী স্থাপনা তৈরিতে রিয়েল টাইম ইমারত নির্মাণ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন।” চ্যালেঞ্জ-এ “পর্যবেক্ষণ” প্রকল্প নিয়ে “ল্যাম্বডা”।

৭. “পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা প্রবর্তন।” চ্যালেঞ্জ-এ “অকুপেশনাল সেইফটি অ্যাভ হেলথ” প্রকল্প নিয়ে “রুয়েট অ্যাবাকাস”।
৮. “রেল দুর্ঘটনা রোধে ‘ক্যাব সিগন্যালিং’ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।” চ্যালেঞ্জ-এ “কমিউনিকেশন বেইজড রেইল ট্রাফিক কন্ট্রোল ইইথ ক্যাব সিগন্যালিং” প্রকল্প নিয়ে “টিম সিগনাস”।
৯. “নৌ-দুর্ঘটনা রোধে আধুনিক নৌযান সিগন্যালিং/ত্র্যাকিং পদ্ধতি চালুকরণ।” চ্যালেঞ্জ-এ “দি কোস্ট গার্ড” প্রকল্প নিয়ে “জ্যান্ডার”।
১০. “সড়ক দুর্ঘটনা রোধে ‘ডাইভিং লাইসেন্স’ এবং ‘মোটরযান ফিটনেস সার্টিফিকেট’ প্রদান ব্যবস্থার আধুনিকায়ন।” চ্যালেঞ্জ-এ “ডাইভ সেইভ লাইভ” প্রকল্প নিয়ে “বুয়েট স্ক্যামারস্”।

পরবর্তী ধাপ

বিজয়ী দলসমূহ তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়াগুলোকে আরও শাগিত করার লক্ষ্যে ভারতে অবস্থিত টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেডের মেকার'স ল্যাবে ১ মাসের একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে। মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণে বিজনেস প্ল্যান, মার্কেটিং প্ল্যান, টেকনিক্যাল স্কিল, লিডারশীপ স্কিল, ইত্যাদি বিষয়ে তাদের জ্ঞান সম্মুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পরবর্তী ১ বছরে টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড এবং আইডিয়া প্রকল্পের যৌথ তত্ত্বাবধানে আইডিয়াগুলোকে পরিষ্কার করে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এই আইডিয়াগুলো চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রাপ্ত চূড়ান্ত পণ্য বা সেবা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে এবং “টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড”-এর আওতাভুক্ত মার্কেটিং চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচারণা করে তাদেরকে গ্রোথ পর্যায়ে নিয়ে আসতে সহযোগিতা করা হবে।



ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস- এর সমাপনীতে বিজয়ী ১০ উত্তীবকের সাথে সম্মানিত অতিথিবন্দ ও হ্যাকাথনের বিচারকগণ

একটি সুশীল জাতি এবং দেশীয় অর্থনীতি সুসংগঠিত করতে তরঙ্গদের এগিয়ে আসার বিকল্প নেই। তাই, দেশের তরঙ্গসহ সকলের এই আয়োজনে অংশগ্রহণ একটি দ্রষ্টব্য। দেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতি এবং নিজেদের উভাবনী শক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করার জন্য এ ধরনের আয়োজন ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। সবশেষে বলা যায়, এই হ্যাকাথনের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা যোগ হলো। ভবিষ্যতেও দুই দেশের আইসিটি সেক্টরের উন্নয়নে আরো অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে যা উভয় দেশের তরঙ্গসহ সকলকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

৯.৩ iDEA Basics 101

প্রকল্প থেকে স্টার্টআপদের উন্নয়নে যে সকল প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে এই প্রশিক্ষণটি অন্যতম। প্রশিক্ষণটি স্টার্টআপদের মাঝে ধীরে ধীরে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করায় এটি প্রকল্পের একটি ফ্ল্যাগশীপ প্রোগ্রাম হিসেবে পরিণত হয়েছে। স্টার্টআপ নিয়ে আঁচাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং তরঙ্গ উদ্যোক্তাদের স্টার্টআপ সংক্রান্ত বেসিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দিতে এই প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে iDEA Basics 101 এর তৃতীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে যেখানে শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এটি ১৪ দিনের একটি প্রশিক্ষণ যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

- Basics of Entrepreneurship, Innovation & Startups
- Prototyping/MVP, Startup Community, Market Analysis
- Funding & Investment & Pitching Skills, Startup Methodologies
- Business Analytics, Business Scalability Development, Shares & Market Skills
- Business Modeling, Sales & Marketing Strategies, Tools & Applications
- Management Skill Development, HR & Finance Management, Accounting Management
- Legal & Policy, IP Patent and Copyright, Global Market, National Issues.

iDEA Basics 101 এর কিছু মূহূর্ত



১০ ন্যাশনাল ইভেন্টসমূহ

১০.১ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড

বাংলাদেশের মানুষের কাছে বিশ্বের সমসাময়িক তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয় এবং অগ্রগতি তুলে ধরার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল প্রতি বছর “ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড” আয়োজন করে থাকে। ২০১৭ সালের এই আয়োজনে স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্প প্রথম বারের মত অংশগ্রহণ করে এবং ৩ দিন ব্যাপী এই আয়োজনে প্রকল্প থেকে নিম্নোক্ত উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা হয় :

- ৪০ টিরও বেশি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের জন্য মেলায় স্টার্টআপ জোন তৈরি করা হয়।
- স্টার্টআপ এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে বিটুবি ম্যাচমেকিং এর সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার জন্য একটি স্টার্টআপ প্যাভিলিয়ন স্থাপন করা হয়।
- স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একাধিক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- সমাপনী অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এর উপস্থিতিতে স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্পের প্রথম ব্যাচের স্টার্টআপদের অনুদানের চেক প্রদান করা হয়।



১০.২ ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পণ্য ও সেবার পসরা সাজিয়ে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৪ অক্টোবর ২০১৯ প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী ‘ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯’। ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ শিরোনামে এ প্রদর্শনী যৌথভাবে আয়োজন করে আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, আইডিয়া প্রকল্প ও বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)। পরবর্তী মন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোহেন, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে লেজার শো-এর মাধ্যমে প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। এ সময় তার সঙ্গে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিস অ্যালায়েপের (ড্রিউআইটিএসএ) মহাসচিব ড. জেমস জিম পয়সন্ট। এ আয়োজনে ৮টি জোনে প্রায় দুই শতাধিক স্টল ও প্যাভিলিয়নে অংশ নেয় প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় এবং এতে বিনামূল্যে প্রবেশ করতে পারেন দর্শনার্থীগণ। মেলায় দর্শনার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেমিনার ও প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।



ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিগণ

“স্টার্টআপ বাংলাদেশ” ব্যানারে iDEA প্রকল্প মেলায় একটি বৃহৎ স্টার্টআপ জোন স্থাপন করে যেখানে ৫০ টিরও বেশি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান তাদের আইসিটি ভিত্তিক বিভিন্ন সেবা ও পণ্য নিয়ে মেলায় অংশ গ্রহণ করে। এ জোনে ব্যাপক সংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগম হয় এবং তাদের মধ্যে স্টার্টআপ বিষয়ে বেশ আগ্রহ দেখা যায়। মোটরসাইকেলের নিরাপত্তা, অনলাইন কার পার্কিং সলিউশন, আধুনিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা, শরীরের ব্যথা নিরাময়ে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক থেরাপিসহ বিভিন্ন উদ্ভাবন আকৃষ্ট করেছে প্রায় সকলকেই। এছাড়া, মেলায় iDEA প্রকল্পের ৩০ টির বেশি স্টার্টআপদের নিয়ে ইংরেজি ভাস্বনে একটি প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও বুকলেটসহ অগমেন্টেড রিয়েলিটি বেইজড অ্যাপস্ প্রকাশ করা হয় এবং মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

“স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ” এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের জাতীয় স্টার্টআপ ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত সেরা ৩০ স্টার্টআপ কে নিয়ে এই মেলার শেষ দিন ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেইম-এ “বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)” প্রদানের লক্ষ্য সেরা ১০ স্টার্টআপ নির্বাচনের পিচিং সেশন আয়োজন করা হয়। গত ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত “ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো-২০১৯” এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী স্টার্টআপদেরকে “বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট” এর ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।



এক্সপো-তে অংশগ্রহণকারী স্টার্টআপদের একাংশ



স্টার্টআপদের নিয়ে প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও বুকলেটসহ অগমেন্টেড রিয়েলিটি বেইজড অ্যাপস্- এর উদ্ঘোষণ

১০.৩ স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ডকাপ



স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২০ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে
পুরস্কার বিতরণের একাংশ

অতিথি হিসেবে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব হোসনে আরা বেগম এনডিসি, iDEA প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সৈয়দ মজিবুল হক, পেগাসাস টেক ভেঙ্গারস এর জেনারেল পার্টনার, ভিসিপিইএবি ও ই-জেনারেশন গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব শামীম আহসান, স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপের চেয়ারম্যান, পেগাসাস টেক ভেঙ্গারস এর জেনারেল পার্টনার ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আনিস উজ্জামান-সহ সরকারি ও বেসরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে বৃহৎ পরিসরে ও জাঁকজমকভাবে “স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ-২০২০” যৌথভাবে আয়োজন করে আইসিটি বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভেঙ্গার ক্যাপিটাল অ্যান্ড প্রাইভেট ইকুইটি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ভিসিপিইএবি), ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এবং ই-জেনারেশন। স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে এই আয়োজনের সহযোগিতায় ছিল “স্টার্টআপ বাংলাদেশ- iDEA”। গত ৮ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) ২০২০ ঢাকার রেডিসন বুল ওয়ার্টার গার্ডেনে আয়োজিত হয় এই প্রতিযোগিতার বাংলাদেশ পর্ব। অনুষ্ঠানে প্রধান

স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপের বাংলাদেশ আঞ্চলিক পর্বে স্টার্টআপ বাংলাদেশ- iDEA এর স্টার্টআপসহ সারা দেশ থেকে প্রায় দেড় শতাধিক স্টার্টআপ আবেদন করে। পরবর্তীতে আবেদনকারিদের মধ্য থেকে তাদের পারফরমেন্স ও যোগ্যতা বিচারের পর আঞ্চলিক চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয়ার জন্য সেরা ৮টি স্টার্টআপ নির্বাচন করা হয়। চূড়ান্ত নির্বাচন শেষে সেরা ৫টি স্টার্টআপের নাম ঘোষণা করা হয়। এই আয়োজনে ১ম স্থান অধিকার করে ‘গেজ টেকনোলজিস’ নামক স্টার্টআপ। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় রান্সার্সআপ নির্বাচিত হয়েছে যথাক্রমে ‘অল্টারইয়ুথ’ এবং ‘ট্রাক লাগবে’। চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে পোষাপেটস ও কুকআপস। উল্লেখ্য, নির্বাচিত সেরা ৫ স্টার্টআপের মধ্যে ৪টি স্টার্টআপই “স্টার্টআপ বাংলাদেশ- iDEA” এর পোর্টফোলিও স্টার্টআপ।

“স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ-২০২০” এর বাংলাদেশ পর্বে নির্বাচিত সেরা ৫টি স্টার্টআপ পরবর্তীতে সিলিকন ভ্যালিতে অনুষ্ঠিতব্য চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এছাড়াও, তারা আইসিটি বিভাগের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাবে। চূড়ান্ত পর্বে প্রতিযোগিগুলি এক মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ পুরস্কার লাভের জন্য লড়বে। এছাড়া তারা সংযুক্ত আরব আমিরাতে অ্যানুয়াল ইনভেস্টমেন্ট মিটিংয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে।



“স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২০” এর সমাপনীতে সেরা ৫ স্টার্টআপের সাথে অতিথিবৃন্দ

১০.৪ ন্যাশনাল স্টার্টআপ এক্সপো

দেশের স্টার্টআপদের বিশেষ করে প্রকল্পের অর্থায়নকৃত স্টার্টআপদের উৎপাদিত তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনী পণ্য ও সেবার প্রদর্শনী, ব্র্যান্ডিং এবং মার্কেটিং এর লক্ষ্যে প্রকল্প হতে জাতীয় পর্যায়ে স্টার্টআপদের একটি এক্সপো করার সুযোগ রয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের মাধ্যমে ‘ন্যাশনাল স্টার্টআপ এক্সপো’ শীর্ষক একটি এক্সপো আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ এক্সপোর মাধ্যমে তরঙ্গ উদ্যোক্তাগণ তাদের উদ্ভাবিত পণ্য ও সেবার প্রচার করা সুযোগ পাবেন। সেই সাথে উদ্যোক্তাগণ নিজেদেরকে দেশে ও বিদেশে পরিচিত করে তোলার সুযোগ পাবেন। এতে করে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা খুজে পাবেন তাদের বিনিয়োগের উপযুক্ত স্থান এবং স্টার্টআপরা পাবে তাদের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ যা তাদের ব্যবসার প্রসার ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। দীর্ঘমেয়াদে তা বাংলাদেশ পণ্যের উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

১১ স্থানীয় ইভেন্টসমূহ

স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্প স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এর বিকাশের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ১৫০ এরও অধিক ইভেন্ট পরিচালনা করেছে কিংবা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। এই ইভেন্টগুলোর মধ্যে ছিল বিভিন্ন রকম ক্যাম্পেইন, স্টার্টআপদের উদ্ভাবিত পণ্য ও সেবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, মত বিনিময় সভা, স্টার্টআপ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। আইডিয়া প্রকল্প নিজ উদ্যোগে এরকম বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন করার পাশাপাশি ইকোসিস্টেমের অন্যান্য অংশীদার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রকল্প কার্যালয়ে স্পেস প্রদান, আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাসহ অন্যান্য লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করছে।

১১.১ ডিজিটাল খিচুড়ি চ্যালেঞ্জ

ডিজিটাল খিচুরি চ্যালেঞ্জ UNDP কর্তৃক গৃহীত একটি কার্যক্রম যেখানে তরঙ্গ উদ্ভাবকদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম উদ্ভাবনী আইডিয়া আহ্বান করা হয়। অতঃপর প্রতিযোগিতা এবং চূড়ান্ত পিচিং এর মাধ্যমে সেরা দল বাহাই করে ইনকিউবেশনে নেয়া হয়। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ৬টি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ১০,০০০ এরও বেশি তরঙ্গ উদ্যোক্তা যাদের



ডিজিটাল খিচুড়ি চ্যালেঞ্জ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ও বিজয়ীদের একাংশ

মধ্যে ৬০টি দলকে আর্থিক সহায়তাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং ১৩টি দলকে ইনকিউবেশনে নেয়া হয়েছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্প শুরু থেকেই UNDP ডিজিটাল খিচুড়ি চ্যালেঞ্জের যৌথ উদ্যোগী হিসেবে এ আয়োজনের পাশে আছে এবং বিজয়ী উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন, কো-ওয়ার্কিং স্পেস প্রদানসহ অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করার মাধ্যমে ডিজিটাল খিচুড়ি প্রোগ্রামকে সামনে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প থেকে UNDP ডিজিটাল খিচুড়ি চ্যালেঞ্জ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী বেশ কিছু সংখ্যক স্টার্টআপকে ১০ লক্ষ টাকা করে অর্থায়ন করা হয়েছে।



১১.২ GP এক্সেলেরেটর

সীডস্টার দ্বারা চালিত গ্রামীণফোন এক্সেলেরেটর বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় এবং পুরাতন স্টার্টআপ প্ল্যাটফর্ম। স্টার্টআপ বাংলাদেশ-আইডিয়া প্রকল্প ইকোসিস্টেমের কো-পার্টনার হিসেবে গ্রামীণফোন এক্সেলেরেটরের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ প্ল্যাটফর্মের আয়োজনের মাধ্যমে নির্বাচিত স্টার্টআপগুলোকে



"গ্রামীণফোন এক্সেলেরেটর" এর একটি অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ প্রাণক, এমপি আইডিয়া প্রকল্পের সিলেকশন কমিটির সামনে সরাসরি পিচিং এর সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়াও গ্রামীণফোন এক্সেলেরেটরের বিভিন্ন প্রোগ্রামে আইডিয়া প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আয়োজন ডেমো-ডে'র সকল পর্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ এবং পরামর্শকগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। ইতোমধ্যে প্রকল্প থেকে গ্রামীণফোন এক্সেলেরেটরের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী বেশ কিছু সংখ্যক স্টার্টআপকে ১০ লক্ষ টাকা করে অর্থায়ন করা হয়েছে।

১১.৩ রবি r-Venture

'রবি r-Venture'- বাংলাদেশের অন্যতম মোবাইল অপারেটর কোম্পানি রবি কর্তৃক পরিচালিত একটি টিভি রিয়েলিটি শো। এতে বাংলাদেশ যেকোন উদ্যোগী তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক উত্তাবনী ব্যবসায়িক ধারণা নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। প্রথম থেকেই এই উদ্যোগের সাথে রয়েছে স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্প। এ আয়োজনের মাধ্যমে বিজয়ী স্টার্টআপরা আইডিয়া প্রকল্পের সিলেকশন কমিটির সামনে সরাসরি তাদের তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক উত্তাবনী ব্যবসায়িক ধারণার উপর পিচিং করার সুযোগ পেয়ে থাকে। ইতোমধ্যে প্রকল্প থেকে রবি r-Venture এ অংশগ্রহণকারী ১১টি স্টার্টআপকে ১০ লক্ষ টাকা করে অর্থায়ন করা হয়েছে।

১১.৪ অন্যান্য ইভেন্ট

প্রকল্প কর্তৃক সময়ে সময়ে অনেক ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু ইভেন্ট প্রকল্প কর্তৃক সরাসরি আয়োজন করা হয়েছে, কিছু ইকোসিস্টেমের অংশীজনদের সাথে যৌথভাবে আয়োজন করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক ইভেন্ট ইকোসিস্টেমের অংশীজন অথবা প্রকল্পের পোর্টফোলিও স্টার্টআপ আয়োজন করেছে যাদেরকে প্রকল্প কার্যালয়ে স্পেস সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

১২ আন্তর্জাতিক ইভেন্টসমূহ

১২.১ ইন্টারন্যাশনাল রোড শো

প্রকল্প হতে ইতোমধ্যে ১৩৫টি স্টার্টআপকে অর্থায়ন করা হয়েছে। এসকল স্টার্টআপকে অর্থায়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, মেন্টরিং এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু স্টার্টআপ তাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রে অনেক ভালো অবস্থানে পৌঁছে গেছে। কিছু কিছু স্টার্টআপ তাদের ব্যবসায় সম্প্রতি বৈদেশিক বিনিয়োগও পেয়েছে। এ সকল স্টার্টআপের উভাবিত তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর উভাবনী পণ্য ইতোমধ্যে মানুষের নজরে আসতে সক্ষম হয়েছে।

স্টার্টআপের উভাবিত তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর উভাবনী পণ্যের বিশ্ববাজারে পরিচিতির লক্ষ্যে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ পণ্যের প্রদর্শনী করতে এবং সেই সাথে উন্নত বিশ্বের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের সাথে বাংলাদেশের স্টার্টআপদেরকে পরিচিত করিয়ে বাংলাদেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রকল্প হতে ‘ইন্টারন্যাশনাল রোড শো’ আয়োজন করার সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে হটি রোড শো আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালীতে এবং অন্যটি সিঙ্গাপুরে আয়োজন করা হবে।

১২.২ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মৌখিক আয়োজনে আইডিয়াথন

উন্নত বিশ্বের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের সাথে বাংলাদেশের স্টার্টআপদেরকে পরিচিত করিয়ে বাংলাদেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতির বিকাশের উদ্দেশ্যে গ্লোবাল স্টার্টআপ নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হওয়া প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।



সিটেল ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন ফেয়ার ২০১৯-এ মিনিস্ট্রি অব জার্সিস কোরিয়া, আইসিটি ডিভিশন বাংলাদেশ, কোরিয়া প্রোডাক্টিভি সেন্টার ও কোরিয়া ইনভেনশন প্রমোশন এসোসিয়েশন এর মধ্যে সমরোতা স্মারক

এরই অংশ হিসেবে কোরিয়া প্রোডাক্টিভি সেন্টার (KPC) আয়োজিত Global Startup Entrepreneur Network প্রোগ্রামে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত প্রথম পাঁচজন স্টার্টআপকে তাদের যুগান্তকারী আইডিয়াকে ব্যবসায়ে রূপান্তর করতে কোরিয়া প্রোডাক্টিভি সেন্টার (KPC) সহযোগিতা করবে। এক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামের অংশীদার হিসেবে কোরিয়া প্রোডাক্টিভি সেন্টার (KPC) এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে এবং এর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য কোরিয়া প্রোডাক্টিভি সেন্টার (KPC) কে \$৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলার) বা ৪,২৩,৭৫,০০০/- (চার কোটি তেইশ লক্ষ পাঁচাত্তর হাজার) টাকা প্রদান করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিপরীতে কোরিয়ান আইন মন্ত্রণালয় (MOJ), কোরিয়া প্রোডাক্টিভি সেন্টার (KPC) এবং কোরিয়ান ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট এ্যাসোসিয়েশন (KIPA) প্রতিটি স্টার্টআপ দলকে নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রদান করবে :

- (ক) স্টার্টআপ ভিসা D-4 এবং পরবর্তীতে D-8-4;
- (খ) কোরিয়াতে বাংলাদেশি স্টার্টআপদের ৬ মাসের ব্যবসা প্রস্তুতি সাপোর্ট;
- (গ) Business Ready Prototype তৈরিতে সার্বিক সহযোগিতা;
- (ঘ) ৬ মাসের জন্য কোরিয়াতে বিনামূল্যে কো-ওয়ার্কিং অফিস স্পেস প্রদান;
- (ঙ) International Patent পেতে সার্বিক সহযোগিতা;
- (চ) International Startup Network পেতে সুবিধা এবং
- (ছ) বাংলাদেশি স্টার্টআপদের ৬ মাসের থাকা, খাওয়া ও আবাসিক সুবিধা।

উক্ত প্রোগ্রামটির জন্য আর্থিক লেনদেন সরকার থেকে সরকার (G2G) এর আওতায় হবে। এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করার উদ্দেয়গ গ্রহণ করা হয় এবং কেপিসি'র আমন্ত্রণে উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান এবং 'সিউল ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন ফেয়ার-২০১৯' পরিদর্শনের জন্য প্রকল্প হতে উপ-পরিচালক জনাব কাজী হোসনে আরার নেতৃত্বে ৫ জনের একটি প্রতিনিধিত্ব ইতোমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া ভ্রমণ করেন। গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ ইং তারিখে সিউল ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন ফেয়ার ২০১৯-এ মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস কোরিয়া, স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্প, কোরিয়া প্রোডাক্টিভি সেন্টার ও কোরিয়া ইনভেনশন প্রমোশন এসোসিয়েশন এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী Global Startup Entrepreneur Network (G-SEN) এর আওতায় বাংলাদেশ হতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত সেরা ৫টি স্টার্টআপকে কেপিসি কর্তৃক কম্প্রিহেন্সিভ ইনকিউবেশন সাপোর্ট প্রদান করা হবে।



সিউল ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন ফেয়ার ২০১৯-এ IDEA প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস কোরিয়া, কোরিয়া প্রোডাক্টিভি সেন্টার ও কোরিয়া ইনভেনশন প্রমোশন এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের একাংশ

১৩ বিশেষ উদ্যোগসমূহ

১৩.১ বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (BIG)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান জনপক্ষের একজন সার্থক অগ্রণীয়ক। তরুণদের জন্য বঙ্গবন্ধু হলেন আদর্শ এবং অনুপ্রেরণার প্রতীক। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে শৃঙ্খলা জানাতে এবং উদযাপনের অংশ হিসেবে দেশের এবং দেশের বাইরের তরুণ উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান এবং তাদের উদ্ভাবনী ধারণার সফল বাস্তবায়নের জন্য ১০০ তরুণ উদ্ভাবককে আর্থিক প্রশংসনী প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্যোগ ‘বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)’ নামে পরিচিত হবে এবং আইডিয়া প্রকল্প এ উদ্যোগকে সফল করতে যথোপযুক্ত কার্যক্রম ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে।

বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) ঘোষণার পর iDEA প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থায়নের জন্য নির্বাচিত স্টার্টআপদের ‘বিগ’ এর ব্যানারে এই অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের ধারাবাহিক কার্যক্রম ‘স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ চ্যাপ্টার-২’ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে এ আয়োজনের সেরা ১০ স্টার্টআপকে ‘বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)’ প্রদান করা হয়।



বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ) প্রাপ্ত ১০ বিজয়ী এবং অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

নিম্নোক্ত ১০ টি স্টার্টআপকে “বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট” প্রদান করা হয় -

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| ১) ব্ল্যাকবোর্ড | ৫) এডুবট | ৮) ভিশন আইটি |
| ২) কগনিশন এআই | ৬) ইলেকট্রিক স্কেটেবল অ্যান্ড ওয়াকেবল সু | ৯) ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পল |
| ৩) ক্রস রোড ইনিশিয়েচিভ | ৭) অবসর | ১০) বুপরি ডটকম। |
| ৪) ডিজিটং | | |

১৩.২ টিভি রিয়েলিটি শো

দেশীয় উত্তীর্ণক ও উদ্যোক্তাগণকে নিজেদের মেধা ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ে বিভিন্ন উত্তীর্ণ তৈরি করে বাস্তবজীবনের নানা সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করতে একটি “টিভি রিয়েলিটি শো” আয়োজন করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে iDEA প্রকল্প। এই অনুষ্ঠানটি এবছরে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। আগস্ট ২০২০ এর শেষের দিকে প্রথমবারের মত iDEA প্রকল্প “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” ব্যানারে সারা বাংলাদেশ থেকে বাছাই করবে সেরা ১০টি উত্তীর্ণক দল। নিবন্ধনের পর থেকে একেবারে চূড়ান্ত পর্ব পর্যন্ত পুরো আয়োজনটি সকলের জন্য আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হবে।

 টেলিভিশন চ্যানেলে একটি “রিয়েলিটি শো” হিসেবে সম্প্রচারের মাধ্যমে। বিজয়ী দলগুলো তাদের উত্তীর্ণকে বাস্তবায়ন করে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ড, মেন্টরিং সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে। এছাড়াও প্রকল্পের সর্ববৃহৎ আয়োজন “বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)” এর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে বিজয়ী দলগুলো।

১৩.৩ স্টার্টআপ সার্কেল

বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এর কেন্দ্র হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে এবং অন্যান্য সকল সহযোগী সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে একটি টেকসই স্টার্টআপ সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যেই আইডিয়া প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে একটি ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার লক্ষ্য ইতোমধ্যে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম নিয়ে কাজ করছে এরকম ৪০ টির অধিক প্রতিষ্ঠান একত্রিত করে একটি স্টার্টআপ সার্কেল গঠন করার কাজ শুরু হয়েছে। স্টার্টআপ সার্কেল গঠনকল্পে ইতোমধ্যে ২টি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সবার মতামতের ভিত্তিতে একটি সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে স্টার্টআপ সার্কেল গঠন সম্পন্ন করা হবে।

a2i, গ্রামীণফোন এক্সিলারেটর, বাংলালিংক ইনকিউবেটর সহ অন্যান্য বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে আগত স্টার্টআপদের পরের ধাপে ক্ষেত্রে আপ করার জন্য স্টার্টআপ সার্কেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রকল্পকে সহায়তা করতে পারবে বলে আশা করা যায়। আইডিয়া, সীড এবং গ্রোথ স্টেইজ এর কোম্পানি গুলোর মেন্টরিং, বুটক্যাম্প, ইনকিউবেশন সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে নতুন উদ্যোগগুলোকে স্টার্টআপ সার্কেল এর মাধ্যমে গাইড করা সম্ভব।

১৪ উল্লেখযোগ্য পোর্টফলিও স্টার্টআপ

উজ্জ্বল ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প হতে এ পর্যন্ত ১৩৫টি স্টার্টআপকে প্রি-সীড স্টেজে অর্থায়ন করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে অনেকে ভেঙ্গার ক্যাপিটাল ফান্ড পেয়েছে এবং এঙ্গেল ইনভেস্টমেন্ট পেয়েছে। সেরা ২০টি স্টার্টআপের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে তুলে ধরা হল।

বাইক লক:

অ্যাডভান্সড ভেহিকেল সিকিউরিটি সিস্টেম এর “বাইক লক” হল একটি আইওটি ভিত্তিক সলিউশন যা মোটরসাইকেল চুরি হওয়া প্রতিরোধ করে। এই লকটি ভেঙে বাইক চালু করা একবারেই অসম্ভব এমনকি যেকোন মোবাইল থেকে এসএমএস, ফোনকল বা অ্যাপসের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কেউ মোটরসাইকেলের সুইচ অন করার চেষ্টা করলেই নিবন্ধিত মোবাইলে কল চলে আসবে। এছাড়া গুগল ম্যাপের মাধ্যমে মোটর সাইকেলটির লোকেশনও দেখা সম্ভব। এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত বিশেষ প্রযুক্তির মোটরসাইকেল সিকিউরিটি ডিভাইস বাজারজাত করে যা ২০১৪ সালে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে আইডিয়া প্রকল্পের “স্টার্টআপ বাংলাদেশ” এর সাথে যুক্ত হয় যার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি অনুদানসহ বিভিন্নভাবে মনিটরিং সার্পোর্ট পায় এবং উন্নতি লাভ করে। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে ডিলারশিপের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি এবং সেবা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি গ্রাহককে সেবা দিতে সক্ষম হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: <https://www.facebook.com/bikelock.bd/>

অল্টারইউথ:

অল্টারইউথ হল একটি কনজুমার-টু-কনজুমার ডিজিটাল বৃত্তি প্ল্যাটফর্ম। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সরাসরি বৃত্তি প্রদান করার মাধ্যমে তাদের পড়ালেখা থেকে ঝারে পড়া রোধ করতে ভূমিকা রাখবে। দেশব্যাপী প্রায় দেড়শত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক হাজারেও বেশি বৃত্তি প্রদান করছে অল্টারইউথ। অল্টারইউথের ভিশনটি হল বাংলাদেশের দেশব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আর্থিকভাবে লড়াই করা শিক্ষার্থীদের সাথে বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর-বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর সাথে বৃত্তির মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন এবং সকল ঝারে পড়া রোধ করে শতভাগ শিক্ষিত তরঙ্গ প্রজন্ম প্রতিষ্ঠা করা। অল্টারইউথ অনুদান গ্রহণ বা ব্যবহার করে না। এটি একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কেবলমাত্র তার ব্যবহারকারীদের থেকে তাদের নিজ নিজ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে বৃত্তি স্থানান্তর করে। অল্টারইউথের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন করবার পর উক্ত মাধ্যম থেকে সরাসরি বৃত্তি প্রদান করা যায়।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.alteryouth.com

অভিযাত্রিক:

অভিযাত্রিক হচ্ছে একটি কমিউনিটি বেইজড ট্রাভেলিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে লোকাল কমিউনিটিদের টুরিজমের মাধ্যমে এমপাওয়ারমেন্টের কাজ করে থাকে এবং ট্রাভেলারদের অথেন্টিক এবং ইউনিক লোকাল অভিজ্ঞতা দিয়ে থাকে। অভিযাত্রিকের যাত্রা শুরু হয় ২০১৫ থেকে। অভিযাত্রিক দুই ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকে এবং এগুলো হল- ১. লোকাল এক্সপ্রেরিয়েন্স ও ২. হলিডে হোম। লোকাল এক্সপ্রেরিয়েন্সের মাধ্যমে ট্রাভেলারদের সম্পূর্ণ ট্যুর সার্ভিস দেওয়া হয়। অপরদিকে হলিডে হোম হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন হোম শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.avijatrik.org

বাড়িকই টেকনোলজিস লিমিটেড:

“বাড়িকই” মূলত একটি লোকেশন ডাটা কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হল সঠিক এবং আপডেটেড লোকেশন ডাটা নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা। “বাড়িকই” জিআইএস, স্মার্ট এড্রেসিং এবং ম্যাপিং নিয়ে কাজ করে। এই সেবাটি দেশকে সার্চাবল করা, সরকার ও ব্যবসায়দের লোকেশন ডাটা দিয়ে সহায়েগতার সুযোগ তৈরি করা, শহর এলাকায় তথ্য সংগ্রহ, ফরম্যাটিং এবং অর্গানাইজ করাসহ রাউটিং, রুট প্ল্যানিং সহ বিভিন্ন কাজে ভূমিকা রাখবে। এর ফলে এই প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন, রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠান, ডেলিভারি অটোমেশন, সাপ্লাইচেইন অটোমেশন, ঠিকানা যাচাইকরণ ও ই-কমার্সগুলোর বিভিন্ন কাজে সহায়তা করা সম্ভব হবে।



barikoi
address made simple

ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.barikoi.com

ট্রাক লাগবে:

২০১৭ সাল থেকে “ট্রাক লাগবে” বাংলাদেশে পণ্য পরিবহণ সংশ্লিষ্ট একটি বৃহত্তর প্ল্যাটফর্ম নির্মানের অভিপ্রায় নিয়ে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটি সবনিম্ন মূল্যে ঝুকিমুক্ত ট্রাক, কার্ডার্ডভ্যান বা পিকআপ ভাড়ার অ্যাপভিন্ন সেবা দিয়ে আসছে। অ্যাপটি ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ট্রাক ভাড়া করার জন্য ব্যবহার উপযোগী। বর্তমানে এটি ট্রাক মালিক এবং শিপার উভয়ের জন্যই একটি নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ ও বিশ্বস্ত মার্কেটপ্লেস। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে ইতোমধ্যে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ট্রাক লাগবে এক্সপ্রেস ও অকশন এই দুইটি সেবা দিচ্ছে, যা খুবই অল্প সময়ে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ট্রাক লাগবে মোবাইল অ্যাপটি “অ্যাপেল অ্যাপ স্টের” এবং “গুগল প্লে-স্টের” এ বিজনেস ক্যাটগরিতে বর্তমান আছে।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.trucklagbe.com

সি ওয়ার্ক:

“সি ওয়ার্ক” ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগ (এসএমই) এর জন্য একটি সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, যা কৃতিম বৃদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ক্রাউডসোর্সিং এর মাধ্যমে কটেন্ট সামগ্রী তৈরি করার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত তাদের পণ্যের জন্য ব্র্যান্ড লয়্যালটি তৈরি করতে ফেসবুক, লিংকডইনের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার প্রয়োজন হয়। “সি ওয়ার্ক” তার গ্রাহকদের টার্গেট গ্রুপ অনুসারে বিভিন্ন কনটেন্ট, প্রতিবেদন, গ্রাফিক্স এবং ভিডিও তৈরি করে এবং তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে পোস্ট করে। এর ফলে ঐসকল গ্রাহক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের কাস্টমারদের সাথে যুক্ত থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানসমূহের কাস্টমার এনগেইজমেন্ট বাড়তে থাকে ফলে ব্যবসায়িক উন্নয়ন গতিশীল থাকে।

cWork

ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.cworkmicrojob.com

ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেট রিলেটেড এডভাইজরি সার্ভিসেস:

মিটিওরেলজিক্যাল এন্ড রিলেটেড সার্ভিসেস লিমিটেড (মার্স লিঃ) তাদের "ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেট রিলেটেড এডভাইজরি সার্ভিসেস" সেবাটির মাধ্যমে আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্বাভাস এবং এই সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ সেবা এসএমএস, ভয়েজ কল এবং ইমেইলের মাধ্যমে প্রদান করে থাকে। জনগণ, কৃষক, ইটভাটা, চা বাগান, এয়ারলাইনস, ইত্যাদি সেক্টরে আবহাওয়া বিষয়ক অগ্রিম সর্তক বার্তা প্রদান করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে এই প্ল্যাটফর্মটি। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আবহাওয়ার বিভিন্ন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়া সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস না পাওয়ায় বজ্জ্বাত বা উর্নেডোতে প্রতিবছর শতশত মানুষ মারা যায় এবং ব্যাপকভাবে ফসল ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এমতাবস্থায়, মার্স লিঃ তাদের এই তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবাটির মাধ্যমে আলোচিত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে।

ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.marsltd.com.bd

মনের বন্ধু:

“মনের বন্ধু” হলো মানসিক স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। ২০১৬ সাল থেকে এই প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে সব বয়সের মানুষকে সব ধরনের মানসিক সমস্যার সমাধান সহজ উপায়ে এবং দ্রুত প্রফেশনাল কাউন্সেলিংয়ংরের মাধ্যমে দেওয়া হয়। ওয়ান টু ওয়ান কাউন্সেলিং (সামনাসামনি), টেলি ও ভিডিও কাউন্সেলিং, বিভিন্ন কর্মশালা, ভিডিও-অডিও ক্যাম্পেইন ও ফেসবুকের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে। এছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন আত্মিক বিষয়ে উন্নয়ন, সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট, পেশা জীবনের উন্নয়ন কর্মসূচি ও গবেষণা ইত্যাদি পরিচালনা করছে এই প্ল্যাটফর্মটি। উল্লেখিত কর্মসূচিগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পেরেছে। এ ছাড়া কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রথম মানসিক স্বাস্থ্যসেবামূলক অ্যাপ তৈরি করছে মনের বন্ধু।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.monerbondhu.org

পার্কিং কই:

“পার্কিং কই” হল গাড়ি পার্কিং করার একটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম। এই অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে বাইক অথবা গাড়ির জন্য পার্কিং করার স্থান খুঁজে বের করা যায় এবং কোন পার্কিং করবার খালি জায়গা থাকলে এই জায়গার মালিক খন্ডকালীন বা স্থায়ীভাবে ভাড়া দেবার সুযোগ পাবে। এতে বাইক অথবা গাড়ির ব্যবহারকারী এবং পার্কিংপ্লেসের মালিক উভয়ই লাভবান হয়। এছাড়া এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি অনাকাঙ্খিত গাড়ি পার্কিং করার সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি আয়ের উৎস তৈরি করতে পারছে। পার্কিং ছাড়াও বাইক অথবা গাড়ি ব্যবহারকারীর জন্য টুলবুরু নামক আরেকটি সেবা দিচ্ছে যেখানে ইঞ্জিন পরিবর্তন, এসি সার্ভিসিং, কার ওয়াস ইত্যাদি সেবা দেওয়া হয়। ব্যবহারকারীগণ অ্যাপস এবং ওয়েবসাইট দুটো প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেই ঘন্টা বা মাসিক ভিত্তিতে এই পার্কিং সেবা গ্রহণ করতে পারে।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.parkingkoi.net

ইশকুল:

“ইশকুল” একটি শক্তিশালী অ্যাপ্লিকেশন যা কার্যত শিক্ষার্থীদের ভার্চুয়ালি তদারকি করে এবং তাদের শিক্ষার পাঠক্রমকে বিশ্লেষণ করতে পারে। এই অ্যাপ্লিকেশনটি ক্লাউড ভিত্তিক ইআরপি ডাটা সংগ্রহের সরঞ্জাম হিসেবে কাজ করছে এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষককে সহায়তা করে থাকে। ক্লারিক্যাল কাজ থেকে শিক্ষককে মুক্তি দিয়ে শিক্ষায় সর্বাধিক কার্যকরী সময় নিশ্চিত করে এই অ্যাপ্লিকেশনটি। এই সমাধানটি যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ইনসিটিউটের পরিচালনা ব্যয় সাশ্রয়ী এবং প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ সহজ করতে পারে।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.eshkul.com

অঙ্কুর:

iPAGE বাংলাদেশ লিমিটেড হল গ্লোবাল ভিশন নিয়ে গঠিত বাংলাদেশি এঞ্জোটেক স্টার্টআপ। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান লক্ষ্য হল কৃষকদের উন্নত উৎপাদনশীলতা এবং বর্ধিত লাভের জন্য সময় মতো প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সহজলভ্যতা প্রদান করা। পর্যায়ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি প্রযুক্তি সমাধান আনতে চায় যা কৃষকদের তাদের সামর্থ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রযুক্তির সুবিধা পেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি কৃষক, কৃষি-ইনপুট উৎপাদক, সরকার, এনজিও - কৃষি শিল্পের যে কোনও স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদার হতে আগ্রহী এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রতিষ্ঠানটির তথ্য পরিসেবা সরবরাহ করে থাকে। এটি তার সেবার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রচারণার পাশাপাশি স্মার্ট কৃষকদের একটি কমিউনিটি বিকাশ করতে চায়।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.ipageglobal.com

কুকআপস:

যারা ঘরের তৈরি খাবার খুঁজছেন তাদের জন্য অন্যতম সমাধান হল কুকআপস টেকনোলজিস লিমিটেডের “কুকআপস” নামক সেবা। প্রতিষ্ঠানটি www.cookups.com.bd এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঘরে তৈরি খাবার প্রত্যাশীরা তার নিজের জায়গায় বসে অর্ডার করে প্রত্যাশিত “ঘরে তৈরি খাবার” পেয়ে যাবেন। এই সেবার মাধ্যমে ঢাকা শহরের দেশি এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রাঁধুনির খাবার বিক্রি করা হয়। খাবার অর্ডার করা ছাড়াও ওয়েবসাইট থেকে আগ্রহী রাঁধুনিরা সাইন আপ করে রাঁধুনি হিসেবে যোগ দিতে পারবেন এবং ঘরে বসেই আয় করতে পারবেন। ক্রেতারা দাম, তারিখ, রাঁধুনি, কুইজিন ইত্যাদি ফিল্টার দিয়ে ব্রাউজ করতে পারবেন। ক্রেতারা খাবার ডেলিভারি পাওয়ার পর ক্যাশ টাকার মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন এবং খুব শীত্বই অনলাইন পেমেন্টের ব্যবস্থা চালু করা হবে। কুকআপসের নিজেদের ডেভেলপমেন্ট টিম এই ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.cookups.com.bd

ডাক্তার কই:

অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসে চিকিৎসা গ্রহণ করার একটি অন্যতম মাধ্যম হল “ডাক্তার কই” সেবা। এই প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যায়। সরাসরি ডাক্তারের সাথে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কন্সাল্টেশন, ডাক্তারের সাথে কন্সাল্টেশন এর পরেই ইমেইলে বা ফোনে ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন প্রেরণ এবং খুব সহজেই ডাক্তারের সাথে ফলোআপ অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা এর সুবিধা আছে এই স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফর্মে। এছাড়া কোন ডাক্তার যদি অনলাইনের মাধ্যমে প্র্যাকটিস করতে চান তবে এই প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধনের মাধ্যমে তিনি সংযুক্ত হয়ে সেবা প্রদান করতে পারবেন। www.doctorkoi.com এই প্ল্যাটফর্মটিতে সার্ভিসের জন্য সাইনআপ করতে +8809666777711 নংরে যোগাযোগ করা যাবে।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.doctorkoi.com

শপফ্রন্ট লিমিটেড:

ফেইসবুক মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য বিক্রি আরও সহজ করতে শপফ্রন্ট লিমিটেডের এফ-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ‘শপআপ’ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছিল ২০১৬ সালে। দেশে অসংখ্য উদ্যোক্তা রয়েছে যারা শুধু ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে। সাইটটি ক্যাটাগরিক্যালি সাজানো থাকায় ক্রেতারা খুব সহজে কেনাকাটা করতে পারবেন। এছাড়া শপআপে অর্ডার বাটন চেপে সহজেই পণ্যের অর্ডার দেওয়া সম্ভব। শপআপ গ্রাহকের ফেইসবুক স্টের কে একটা প্রফেশনাল ইম্প্রেশন দেয় ও কাস্টমার সার্ভিস কে উন্নত করে। কোনো প্রোডাক্ট না থাকলে শপআপ সাথে সাথেই তা কাস্টমারকে জানিয়ে দেয় এবং এক ক্লিকে অর্ডার প্লেস করতে সাহায্য করে। যে সকল কাস্টমার এক বার শপআপে রেজিস্টার করবে, তাকে আর কখনোই শপআপ এর কোনো ট্রানজেকশন এর জন্যে নাম ঠিকানা দিতে হবেনা। শপআপ শুধু ফেসবুকে বিক্রি করতে সাহায্য করে এবং ফেসবুকের মধ্যেই ওয়েবসাইট এর সুযোগ সুবিধা দেয়।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.shopup.com.bd

সোশিয়ান লিমিটেড:

সোশিয়ান লিমিটেড একটি ন্যাচারাল লেঙ্গুয়েজ প্রসেসিং কোম্পানি, যারা অন্য প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতায়ন করার পাশাপাশি যোগাযোগের ধারা পরিবর্তন করে থাকে এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে স্পিচ (কথা) এ আই এবং টেক্সট (লেখা) এ আই দিয়ে অটোমেট করে থাকে।



সোশিয়ান যে সেবাগুলো দিয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে

- স্পিচ টু টেক্সট (কথা থেকে লেখা)
- টেক্সট টু স্পিচ (লেখা থেকে কথা)
- সেন্টিমেন্ট এনালাইসিস (মনের ভাব বিশ্লেষণ)
- ইমোশন এনালাইসিস (আবেগ বিশ্লেষণ)
- স্পিচ এনালাইসিস এবং টেক্সট এনালাইসিস সম্বলিত নানাবিধ সেবা

- দেওয়ার পাশাপাশি পুরো সিস্টেম পরিকল্পনা করা এবং ব্যবহারকারীরা যাতে সুখে এবং স্বাচ্ছন্দে তাদের দিন যাপন করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের সমাধান তৈরি করা এবং দিন শেষে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে যে ডিজিটাল ডেটা পাওয়া যায়, তার উপর নির্ভর করে অ্যাকশনযোগ্য বুদ্ধিমত্তা তৈরি করা। প্রতিষ্ঠানটির ডাটা সংগ্রহের পদ্ধতি গুলি অতিমাত্রায় ক্রিয় বুদ্ধিমত্তার দ্বারা প্রভাবিত এবং ক্রিয় বুদ্ধিমত্তার সহয়তায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও তৈরি করতে তাদের বিশ্লেষণও করে যা প্রতিষ্ঠানটির ক্লায়েন্টদের যেকোনও সমস্যা নিরীক্ষণ করতে এবং পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে।

ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.socian.ai

ট্রাজেক্টরি টেকনোলজি:

ট্রাজেক্টরি টেকনোলজি হল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইসিটি ডিভিশন এর আওতায় স্টার্টআপ বাংলাদেশ এর অধীনে একটি স্টার্টআপ কোম্পানি। এই প্রতিষ্ঠানটি ইলেকট্রিক ভেহিকেল, রোবটিক, অটোমেশন এবং এমবেডেড সিস্টেম সলিউশনস নিয়ে কাজ করে সেবা প্রদান করে। এই প্রতিষ্ঠানটি কাটিং এজ বিষয়ক গবেষণা এবং প্রযুক্তিতে ৭টি উদ্যোগী ও দক্ষ এক্সপারটাইজ নিয়ে গঠিত। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কাঠিন ও জটিল সমস্যার কার্যকর এবং সহজ সমাধান দেয়াই নয় বরং সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখাও এর অন্যতম লক্ষ্য। চার চাকার বৈদ্যুতিক গার্বেজ কালেক্টর ভেহিকেল “প্রকৃতির গাড়ি”, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব বৈদ্যুতিক পরিবহণ “কারিকশা”, রিমোট কন্ট্রোল সার্ভেইলেন্স রোবট “লাইসবট” এবং সিকিউরিটি পেরিমিটার মনিটরিংয়ের রোবোটিক সমাধান “বঙ্গ প্রহেরি” হল এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.ttechbd.com

ADAMS | SIGMIND/এডিএএমএস | সিগমাইন্ড ডট এআই :

Sigmind.ai বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত সমাধান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। তারা মেকটিনিঙ্গ, রোবোটিকস, শিল্প নিয়ন্ত্রণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এবং স্বয়ংচালিত ড্রাইভটেন এবং সুরক্ষা নিয়ে কাজ করছে। Sigmind.ai এর চমৎকার একটি উদ্ভাবন ADAMS - অ্যাডভান্সড ড্রাইভার এসিস্ট্যান্ট এবং মনিটরিং সিস্টেম যা কিনা মানব ড্রাইভারের অতিরিক্ত তৃতীয় চক্ষু হিসাবে কাজ করে। এটি অবিচ্ছিন্নভাবে কাছাকাছি থাকা যানবাহনগুলির সামনের দূরত্ব পর্যবেক্ষণ করে এবং এর ইন্টেলিজেন্স সফ্টওয়্যার অ্যালগরিদম যেকোন ধরণের ত্র্যাশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আগেই পূর্বাভাস দিয়ে থাকে, এমনকি তা একজন মানব চালক এই বিষয়ে সচেতন হবার আগেই, যার ফলে যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। বর্তমানে Sigmind.ai গুগল ডিপমাইন্ড, এনভিআইডিআইএ, আইবিএম, মাইক্রোসফ্ট এবং ফেসবুক এআই সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনগুলির ওপেন সোর্স এআই প্রকল্পগুলির সাথে কাজ করছে। বাস্তব বিশ্বে সংক্ষিপ্ত এবং গভীর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযোগের মাধ্যমে মানব জীবিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই Sigmind.ai এর মূল উদ্দেশ্য।



ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.sigmind.ai

BDRECYCLE/বিডিরিসাইকেল:

Bdrecycle- ডিজিটাল ভাস্তরিওয়ালা একটি অনলাইন রিসাইক্লিং সেন্টার। এটি একটি অত্যাধুনিক সংস্থা যা ব্যবহারকারীদের তাদের বর্জ্য অনলাইনে বিক্রয় করতে সহায়তা করে এবং এর সঠিক মূল্য প্রদান নিশ্চিত করে।



BDrecycle বাংলাদেশের সেরা জান্স ডিলার যার মূল লক্ষ্য পরিকার, সবুজ ও বাস্যোগ্য দেশ গড়ে তোলা। বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও কর্পোরেট কার্য-কলাপের মাধ্যমে কার্বন এর পরিমাণ হ্রাস করে বেশি বেশি অঞ্জিজেন উৎপাদন ত্বরান্বিত করা। Bdrecycle বর্জ্য কাগজ, রিসাইকেল শক্ত কাগজ, ক্র্যাপ ধাতু, রিসাইকেল প্লাস্টিক, রিসাইকেল পোষা বোতল, রিসাইকেল টিন, পুরোনো গাঢ়ি, রিসাইকেল পুরানো আসবাব, পুরানো বিস্তিৎ ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে।

চৌকস পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অফিস, পরিবার এবং বিদ্যালয়ের বর্জ্য নিষ্পত্তি করার জন্য তাদের দোরগোড়ায় তারা বর্জ্য (ভাস্তরি) বিক্রির সেবা দিয়ে থাকে। তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করার পর অনুমোদিত বর্জ্য কেন্দ্রগুলিতে তারা এই বর্জ্য সরবরাহ করে এবং পরিবেশের ধারণক্ষমতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে।।

ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.bdrecycle.com

REPTO IT LTD/ রিপটো এডুকেশন সেন্টার :

Repto চাকুরীবাজার তৈরীর একটি প্রতিষ্ঠান যা জ্ঞান অম্বেষণকারী, জ্ঞান প্রদানকারী এবং নিয়োগকর্তাদের মাঝে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। এটি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ফুল্টি-লোডেড এবং আপগ্রেডেড অনলাইন স্কুল ওয়েবসাইট। বাংলাদেশের অনেক বড় একটি সমস্যা বেকারত্ত। গ্র্যাজুয়েট আর নন- গ্র্যাজুয়েট সব ধরনের ছাত্রেরই চাকরি পেতে বামেলা হয়। ছাত্রদের সীমিত দক্ষতা আর অভিজ্ঞতার অভাবই হলো এর কারণ। এই সমস্যা সমাধানের জন্য Repto মূলত ব্যক্তিগতভাবে অনলাইন শিখন ও উন্নয়ন সমাধান প্রদান করে এবং পরবর্তীতে মূল্যায়ন ও মেশিন লার্নিং মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি প্রত্যয়িত এবং প্রশিক্ষিত ব্যবহারকারীদের নিয়োগকর্তার সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেয়া হয়।



এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যে কেউ দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে বাংলাদেশের সেরা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে অনলাইনে উচ্চ মান সম্পন্ন যে কোন বিষয়ের ওপর কোর্স করে সার্টিফাইড হতে পারবে যা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখবে। এটা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে। Repto ওয়েবসাইট-এ কুইজ, লেকচার, ডিসকাশন আর সিমুলেশন সহযোগে যে কেউ লেকচার তৈরি করতে পারবে এবং তা বিশ্বব্যাপী বিক্রি করতে পারবে।

ওয়েবসাইট / প্রতিষ্ঠানটির বিস্তারিত: www.repto.com.bd

১৫ চুক্তি ও সমরোতা স্মারক

উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প কর্তৃক উদ্যোগাদের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে দেশের অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমরোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিম্নরূপঃ

- ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউ.এন.ডি.পি.);
- ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ;
- ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ইসাব);
- সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই), বাংলাদেশ;
- টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড, ভারত;
- বাংলাদেশ ব্যাংক;
- Korea Productivity Center, দক্ষিণ কোরিয়া;
- National Institute of Posts, Telecoms and ICT (NIPICT), কম্বোডিয়া;
- ই-জেনারেশন লিমিটেড, বাংলাদেশ;
- বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি;
- কোডারস ট্রাস্ট বাংলাদেশ;
- নিজে বলার মত একটি গল্প, বাংলাদেশ;
- বাংলাদেশ ইনসিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (বি আই আই ডি)।

ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP)

গত ২৬শে এপ্রিল, ২০১৭ ইং তারিখে ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP)-এর সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় যার মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য একত্রিত হয়ে কাজ করা। এই সমরোতা স্মারকের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প, ইউএনডিপি-এর সাথে একত্রিত হয়ে “ডিজিটাল থিচুড়ি চ্যালেঞ্জ” নামক প্রোগ্রাম ছাড়াও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ESAB)



“ন্যাশনাল রোবটেক ফেস্টিভ্যাল-২০১৭” আয়োজনের লক্ষ্যে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ ইং তারিখে উত্তীর্ণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প ও “ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ESAB)”— এর মাঝে, একটি সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। রোবটিক্স বর্তমান সময়ের একটি জনপ্রিয় এবং ব্যাপক চাহিদাসম্পন্ন প্রযুক্তিজ্ঞান। বাংলাদেশেও ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে রোবটিক্স বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে এবং অনেকেই রোবটিক্স নিয়ে নানা ধরনের উত্তীর্ণনী পণ্য তৈরি করছে। এ ধরনের ফেস্টিভ্যাল আয়োজনের মাধ্যমে রোবটিক্স টেকনোলজি কাজে লাগিয়ে যুগেযোগী পণ্য ও সেবা উৎপাদনে তরুণদেরকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান সম্ভব হবে।

সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)

ইউনিভার্সিটি অ্যাস্ট্রিভেশন প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে দেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরি এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের উত্তীর্ণনী উদ্যোগকে সফল করার জন্য পারম্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্প এবং “সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)” এর মধ্যে গত ১১ মার্চ ২০১৯ ইং তারিখে একটি সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সিআরআই - ইয়াং বাংলা’র সহযোগিতায় স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্পের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম “স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ-চ্যাপ্টার ওয়ান” এবং “স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ-চ্যাপ্টার টু” সফলভাবে আয়োজন করা হয়।



টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড



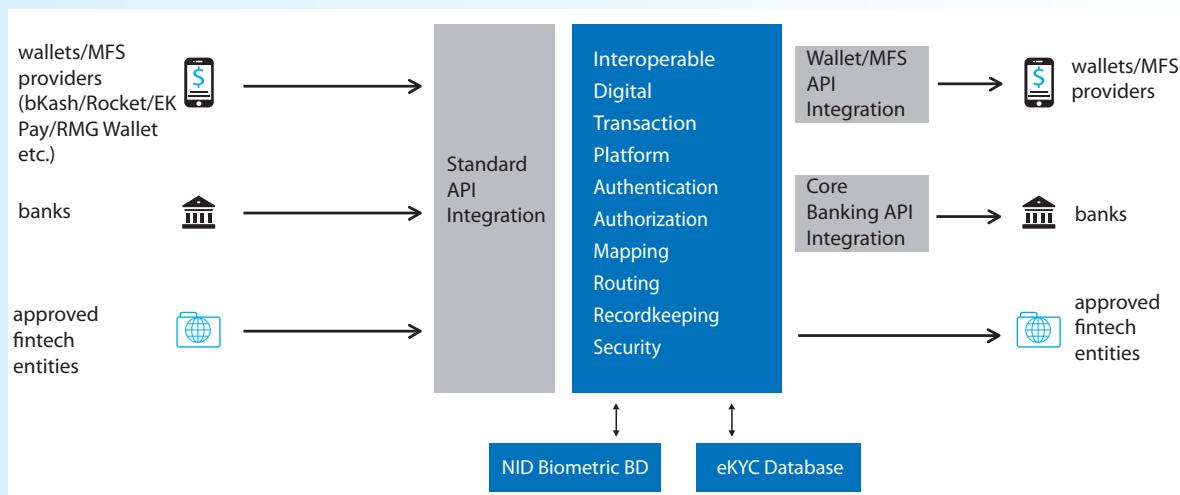
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে গত ৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে “ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম” এর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের উন্নয়ন এবং উদ্যোগান্বয়ন উদ্যোক্তাদের উত্তীর্ণনী ধারণার বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে স্টার্টআপ বাংলাদেশ-IDEA এবং টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড, ভারত এর মধ্যে একটি সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তির আওতায় ‘ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস’ আয়োজন করা হয় যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভাগ ও দপ্তরের জনপ্রৱৃত্তপূর্ণ সমস্যাসমূহ থেকে ১০টি সমস্যা (চ্যালেঞ্জ) চিহ্নিত করে তা সমাধানে বাংলাদেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে উত্তীর্ণনী ধারণা আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত ধারণাগুলোর মধ্য থেকে ১০টি ইনোভেটিভ আইডিয়া নির্বাচিত করা হয়।

নির্বাচিত ইনোভেটিভ আইডিয়াগুলোকে আরও শানিত করার লক্ষ্যে ভারতে অবস্থিত টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেডের মেকার'স ল্যাবে ১ মাসের একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে। মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণে বিজনেস প্ল্যান, মার্কেটিং প্ল্যান, টেকনিক্যাল স্কিল, লিডারশীপ স্কিল, ইত্যাদি বিষয়ে তাদের জ্ঞান সম্মুদ্দেশ করার লক্ষ্যে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পরবর্তী ১ বছর সময়ে টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড এবং আইডিয়া প্রকল্পের যৌথ তত্ত্বাবধানে আইডিয়াগুলোকে পরিপক্ক করে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এই আইডিয়াগুলো চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রাপ্ত চূড়ান্ত পণ্য বা সেবা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে এবং “টেক মাহিন্দ্রা লিমিটেড”-এর আওতাভুক্ত মার্কেটিং চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচার করে তাদেরকে গ্রোথ পর্যায়ে নিয়ে আসতে সহযোগিতা করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রকল্পের কার্যাবলীর মধ্যে টার্গেটেড ইনভেস্টমেন্ট ক্যাটাগরিতে জাতীয় স্বার্থ এবং জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক উভাবনী পণ্য উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং ডিজিটাল অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আন্তঃবিনিময়ের গ্রাহ্যতা, কর্ম খরচ, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ Interoperable Digital Transaction Platform (IDTP) তৈরির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্প হতে IDTP বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।



IDTP বিভিন্ন পেমেন্ট সার্ভিস ব্যবহারকারী যেমন গ্রাহক, মার্চেন্ট, অর্থ প্রদান ও গ্রহণকারী, পেমেন্ট প্রসেসর, ই-ওয়ালেট, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটর, এবং সরকারি-বেসেরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনের সেতুবন্ধন তৈরি করবে। এটি মূলত একটি সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম যার Application Programming Interface (API) ব্যবহার করবে Fintech প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে অর্থ লেনদেন, স্থানান্তর, ই-কমার্স, এম-কমার্স, বিল পেমেন্ট, মার্চেন্ট পেমেন্ট, রেমিটেন্স আদান প্রদান, মেশিন-টু-মেশিন পেমেন্ট ইত্যাদি করা সহজতর হবে। IDTP বাস্তবায়িত হলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হবে যা Cashless Society গঠনে সহায়ক, সর্বোপরি অর্থ জালিয়াতি, মানি লঙ্ঘারিং, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধ রোধ করা সম্ভব হবে।

Korea Productivity Center

গ্লোবাল স্টার্টআপ সংস্কৃতির সাথে বাংলাদেশের নবীন স্টার্টআপদের কানেক্টিভিটি তৈরি এবং বিশ্বের উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর ইনকিউবেশন সেন্টারে তাদের উত্তীবিত পণ্যের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ ইং তারিখে সিউল ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন ফেয়ার ২০১৯-এ মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস কোরিয়া, স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্প, কোরিয়া প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার ও কোরিয়া ইনভেনশন প্রমোশন এসোসিয়েশন এর মধ্যে একটি সমবোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্পের পক্ষে উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব কাজী হোসনে আরা সমবোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সমবোতা স্মারক অনুযায়ী গ্লোবাল স্টার্টআপ টু এন্ট্রাপ্রেনার নেটওয়ার্ক (G-SEN) এর আওতায় বাংলাদেশ হতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত সেরা ৫টি স্টার্টআপকে কেপিসি কর্তৃক কম্প্রাহেনিসিভ ইনকিউবেশন সাপোর্ট প্রদান করা হবে।



“স্টার্টআপ বাংলাদেশ” ও কম্বোডিয়ার NIPTICT এর মধ্যে সমবোতা স্মারক স্বাক্ষর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালে কম্বোডিয়া সফরকালে দুই দেশের মধ্যে “Cooperation in the field of Information and Communication Technology” বিষয়ে একটি সমবোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমবোতা স্মারক অনুযায়ী গঠিত হয় একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (JWG) যা ই-গভার্ণমেন্ট, টেলিমেডিসিন, ই-পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি, টেলিমেডিসিন, ই-লার্নিং, সাইবার সিকিউরিটি, তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন, ক্যাপাসিটি বিন্দিৎ ইত্যাদি বিষয়ে বেস্ট প্র্যাক্টিসগুলো বিনিময় করার মাধ্যমে দুই দেশের আইসিটি খাতের উন্নয়নে কাজ করবে। এরই সূত্র ধরে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যকার আইসিটি খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০ জানুয়ারি ২০২০ স্টার্টআপ বাংলাদেশ- iDEA এবং কম্বোডিয়ার ন্যাশনাল ইন্সিটিউট অব পোস্ট, টেলিকমস্ অ্যান্ড আইসিটি (NIPTICT) এর মধ্যে একটি সমবোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমবোতা স্মারকের আওতায় দুই দেশ একে অপরকে স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে সহযোগিতা করবে।



ই-জেনারেশন লিমিটেড

একটি ইকোসিস্টেম গঠন করতে হলে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কোলাবরেশন করা জরুরী। প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অংশগ্রহণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে ইতোমধ্যে চুক্তি ও সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। “স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ডকাপ ২০২০” এর বাংলাদেশ পর্ব আয়োজনে সহযোগিতার জন্য গত ৩০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে স্টার্টআপ বাংলাদেশ- আইডিয়া প্রকল্প এবং আইটি কনসালটিং ও সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান ‘ই-জেনারেশন লিমিটেড’ এর মধ্যে একটি সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে হোটেল রেডিসন ব্লু-তে “স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ডকাপ-২০২০” এর বাংলাদেশ পর্ব সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।



বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি দেশের তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য “Startup Accelerator” নামক অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে গত ৩০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে “স্টার্টআপ বাংলাদেশ-iDEA” এবং “বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি” এর মধ্যে একটি সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যেখানে উত্তোলন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প বাছাইকৃত স্টার্টআপদের অনুদানসহ মেন্টরিং, গ্রামিং, টেকনিং ও অফিস স্পেস প্রদানসহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করবে।

এছাড়াও প্রকল্পের সাথে “কোডারস ট্রাস্ট বাংলাদেশ”, “নিজের বলার মত একটি গল্প” এবং বাংলাদেশ ইস্টিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (বিআইআইডি) এর সাথে সমরোতা স্মারক স্বাক্ষর করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

১৬ গবেষণা

দেশে একটি টেকসই স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্টার্টআপদের বর্তমান অবস্থা, তাদের চাহিদা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশের স্টার্টআপদের নিয়ে একটি বেইজলাইন সার্ভে এবং তাদের রিকুইয়ারমেন্ট এনালাইসিস করার বিষয়টি প্রকল্পের কম্পোনেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে বেইজলাইন সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরেই স্টার্টআপদের রিকুইয়ারমেন্ট এনালাইসিস শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১৬.১ বেইজলাইন সার্ভে

দেশের স্টার্টআপদের নিয়ে একটি বেইজলাইন সার্ভের লক্ষ্যে গত মার্চ ২০২০ থেকে কার্যক্রম শুরু করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে “উড্ডাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)। এই বেইজলাইন সার্ভের প্রাথমিক কার্যক্রম শেষে ২৮ জুন ২০২০ “Findings of Baseline Survey on Startups in Bangladesh” শিরোনামে একটি ওয়েবিনার এর মাধ্যমে প্রাথমিক

প্রতিবেদন উপস্থাপন করে পার্টনার গবেষণা সংস্থা “ইনোভেটিভ রিসার্চ এন্ড কনসালটেন্সি লিমিটেড (IRC)”। উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ



রাখেন আইসিটি বিভাগের স্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

প্রার্থপ্রতিম দেব ও বুয়েটের সিএসই বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ড. এম কায়কোবাদ। আয়োজনটির সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সৈয়দ মজিবুল হক।

স্বাস্থ্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মেডিসিন, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, পরিবহন, পর্যটন, লিগ্যাল, আর.এম.জি সেক্টর, শিক্ষা, অবকাঠামো, ই-কমার্স/মার্কেটপ্লেস, আর্থিক সেবা, কৃষি, মিডিয়া ও বিনোদন, ডিজিটাল সেবা, ই-গভর্নেন্সহ প্রায় ১৭টি সেক্টর এই সার্ভের আওতাভুক্ত করা হয়। এই জরিপে কোয়ান্টিটেটিভ ও কোয়ালিটেটিভ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যেখানে টেলিফোন ইন্টারভিউ, অনলাইন ইন্টারভিউসহ সরাসরি ইন্টারভিউ অন্তর্ভুক্ত। এই রিসার্চ পেপারে ১৭টি সেক্টরে

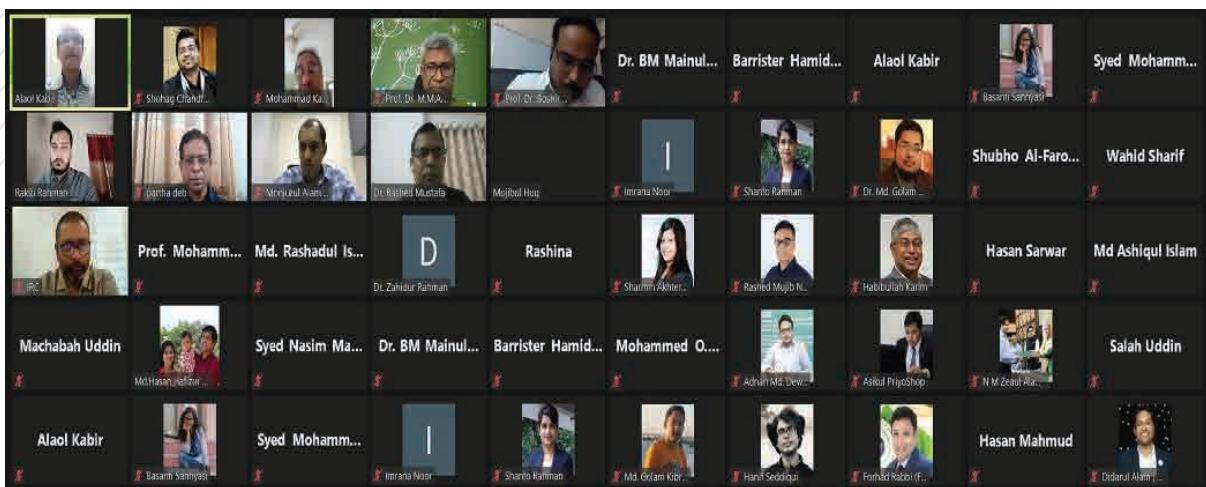
বাংলাদেশের মোট ১১৯৬টি স্টার্টআপ নিয়ে কাজ করা হয়। সার্ভের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্টার্টআপ ফাউন্ডার

ও কো-ফাউন্ডারদের নিয়ে এর মধ্যে ৫৫৩টি স্টার্টআপ কোয়ান্টিটেটিভ কৌশল, ৫টি স্টার্টআপ ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ,

২৫টি স্টার্টআপ কি-ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউসহ স্টার্টআপ ও তরঙ্গদের নিয়ে ৫টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন আয়োজন করা হয়।

সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে স্টার্টআপের বিশেষ অবদান রাখতে পারছে তা চিহ্নিতকরণসহ স্টার্টআপদের থেকে বিশেষ মতামত ও চ্যালেঞ্জগুলো একত্রীকরণ করে তা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যা স্টার্টআপদের জন্য একটি বিশেষ ও সুগঠিত ইকোসিস্টেম তৈরিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশের স্টার্টআপদের জন্য কি কি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার, আইনগত বিষয়ে কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা পরিমার্জন ও সংশোধন জরুরি তা চিহ্নিতকরণ করা সহজ হবে এই সার্ভের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহের মাধ্যমে। একটি শক্ত ভিত্তি তৈরিতে এই বেইজলাইন সার্ভে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ ও অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি অনুবিভাগ) জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (BGMEA) এর সভাপতি ড. রূবানা হক, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (BASIS) সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর, ই-কর্মার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (E-CAB) এর সভাপতি জনাব শমী কায়সার, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কলসেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (BACCO) সভাপতি জনাব ওয়াহিদুর রহমান শরীফ, টেকনোহেভেন কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাবিবুল্লাহ্ এন করিম, কপিরাইট অ্যান্ড আইপি ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার এ বি এম হামিদুল মিজবাহ, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের প্রফেসর ড. এম. এম. এ. হাসেম, টেকনোলজি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার রহমান রাকিব সহ আরো অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞগণ, আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তাগণ ও বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের প্রধানগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এই জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদনের ওপরে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ দেন।

১৬.২ স্টার্টআপ রিকোয়ারমেন্ট এনালিসিস

দেশের স্টার্টআপদের উপর বেইজলাইন সার্ভে শেষ হওয়ার পর ‘স্টার্টআপ রিকোয়ারমেন্ট এনালিসিস’ শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হবে। বাংলাদেশে একটি টেকসই স্টার্টআপ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ ধরনের গবেষণা খুবই জরুরী। দীর্ঘস্থায়ী স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল কম্পানেটের একই তালে এগিয়ে যাওয়ার বিকল্প নেই। এসকল বিষয় নিশ্চিত করার জন্য স্টার্টআপদের থেকে গৃহীত মতামতসমূহ একত্রীকরণ করে তা বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হবে এ গবেষণার লক্ষ্য যা স্টার্টআপদের জন্য একটি বিশেষ ও সুগঠিত ইকোসিস্টেম তৈরিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

১৭ কোভিড-১৯ সময়ে গৃহীত কার্যক্রম

১৭.১ ফুড ফর ন্যাশন প্ল্যাটফর্ম

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের আক্রমণে সারা দেশের খাদ্য ও কৃষিপণ্য ব্যবস্থাপনায় আসে নতুন চ্যালেঞ্জ। শুরুর দিকে লক-ডাউন ঘোষণার প্রেক্ষিতে পরিবহণ ব্যবস্থাপনায় সাময়িক স্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ জনগণ ও কৃষকের পক্ষে সরাসরি বাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে স্বাস্থ্যবুকি থাকায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটি কার্যকরী অনলাইন প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উৎপাদক, ভোক্তা, খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা এবং পণ্য পরিবহণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থার একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা যেখানে কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে এক প্রাপ্ত থেকে অন্য প্রাপ্তে কৃষি পণ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করার মাধ্যমে সহজে ভোক্তার নিকট পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে “ফুড ফর ন্যাশন” নামে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করে স্টার্টআপ বাংলাদেশ- IDEA। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গত ২৩ মে ২০২০ তারিখ “ফুড ফর ন্যাশন” এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।



ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে “ফুড ফর ন্যাশন” এর উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি।

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীতে এদেশে কৃষিতে বৈপ্লাবিক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে গত দশ বছরে গবেষণা নির্ভর উদ্যোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশ কৃষিতে ইঞ্জিনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। করোনা ভাইরাসের এ বৈশ্বিক মহামারীর সময় দেশের খাদ্য ও কৃষিপণ্য ব্যবস্থাপনায় যে নতুন চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা মোকাবেলায় “ফুড ফর ন্যাশন” প্ল্যাটফর্মটি বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।



অনলাইনে “ফুড ফর ন্যাশন” এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি বলেন, সরকারিভাবে বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন কৃষি বিপণন প্ল্যাটফর্ম হিসাবে foodformation.gov.bd প্ল্যাটফর্মটি কৃষি ভ্যালুচেইনের সকল অংশীজনকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ- IDEA প্রকল্পের এই প্ল্যাটফর্মে বর্তমানে কৃষাণ, আই ফার্মার, শপআপ, চালভাল, ট্রাক লাগবে, পাঠাও, সহজ, ট্রাক চাই, ডিজিটাল আড়তদারসহ প্রায় ১২টি তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সংযুক্ত আছে। ইতোমধ্যে ই-কর্মার্স এ্যাগ্রিগেটর “একশপ” সেবা প্ল্যাটফর্মে পাঁচ হাজারের অধিক ডিজিটাল সার্ভিস

সেন্টার এবং কয়েক হাজার ই- কমার্স মার্চেন্ট সংযুক্ত হয়েছে। “একপে” প্ল্যাটফর্মের পেমেন্ট এগ্রিগেশন সেবা ও “একদেশ” প্ল্যাটফর্মের ক্রাউড ফান্ডিং সেবাও এর সাথে যুক্ত হতে যাচ্ছে। এদের সকলকে একত্রিত করে দেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহায়তা নিয়ে প্রতিটি জেলায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব হবে। অর্থাৎ সবাইকে সংযুক্ত করে ফুড ইমারজেন্সি সাপ্লাইচেইনটি অব্যাহত রাখার একটি প্রচেষ্টাই হল এই প্ল্যাটফর্ম, যেটি দেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনায় একটি সহায়ক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে বেশি পরিমাণ মানুষকেও সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। মধ্যস্তরভোগী বা অতি মুনাফালোভী কিছু ব্যবসায়ীর খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে অযৌক্তিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতাকে রোধ করতে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত এই প্ল্যাটফর্মটি কার্যকর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ “ফুড ফর ন্যাশন” প্ল্যাটফর্ম তৈরি এবং এর বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরজ্জামান এই প্ল্যাটফর্মে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং “ফুড ফর ন্যাশন” প্ল্যাটফর্মটি দেশের এই ক্রান্তিকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থপ্রতিম দেব, এটুআই এর প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড: আবদুল মান্নান, পিএএ, এবং iDEA প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) সৈয়দ মজিবুল হক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুজিদ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর জেলার জেলা প্রশাসক, ই-ক্যাব সভাপতি জনাব শর্মী কায়সার সহ অন্যান্য উর্বতন সরকারি কর্মকর্তাগণ।



এই প্ল্যাটফর্মে ইতোমধ্যে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়, আইসিটি বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিআরটিসি, এটুআই, একশপ সহ সংশ্লিষ্ট স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানসমূহ এই উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংযুক্ত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্ল্যাটফর্মটির কার্যকর বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এটুআই এর একশপ টেকনোলজি সহযোগিতা প্রদান করছে।

উল্লেখ্য যে, “ফুড ফর ন্যাশন” প্ল্যাটফর্মের আওতায় ২০২০ সালের ঈদ-উল-আয়হার সময় অনলাইনে গরুর হাট আয়োজন করা হয়। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করতে যেখানে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হচ্ছে- সেখানে কুরবানীর পশুর হাটের ব্যস্ত ও জনবহুল জায়গাতে ক্রেতারা পশু কিনতে আসবেন কিন্তু সে বিষয়েও অনিচ্ছিত তৈরি হয়। দেশের সিটি কর্পোরেশনগুলো ইতোমধ্যে অন্যবারের তুলনায় পশুর হাটের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। অথচ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কুরবানীর ভূমিকা ব্যাপক। অসংখ্য চাষী ও ছোট বড় খামারিয়া দেশের কুরবানীর পশুর চাহিদা মেটাতে সারা বছর ধরে গরু-ছাগল পালন করে থাকেন।

এই সকল খামারি ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রকল্প হতে কুরবানীর পশু ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ডিজিটাল হাটের ব্যবস্থা করা হয়। এই হাটে ক্রেতারা ঘরে বসেই গরুর ছবি ও ভিডিও দেখার ও লাইভ ওজন জানার সুযোগ পান। একই সাথে গরু চাষী, খামারি বা ব্যাপারিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগ তৈরি করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট স্থান থেকে অথবা হোম ডেলিভারির ভিত্তিতে অর্থের বিনিময়ে গরু সংগ্রহ করা হয়। দেশের সর্ববৃহৎ এই ডিজিটাল হাটের জন্য সারা বাংলাদেশ থেকে গরু- ছাগলের চাষী, খামারের মালিক ও সাধারণ পশু ব্যবসায়ীদের নিবন্ধন করা হয়। উক্ত পেশার সকল মানুষ <https://foodfornation.gov.bd/qurbani2020/> ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে বিনামূল্যে নিবন্ধন করার সুযোগ পান। নিবন্ধনের পর নিজস্ব প্যানেল থেকে পশুর ছবি, ভিডিও ও অন্যান্য তথ্য আপলোড করার সুযোগ পান। এই সকল ছবি ও তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকল্প থেকে প্রচার প্রচারণা করা হয়। ফলে ক্রেতারা সহজেই তাদের কুরবানীর জন্য প্রয়োজনীয় পশু পছন্দের সুযোগ পান এবং বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করে ডেলিভারি নিতে পারেন।

FOOD FOR NATION
নেশনের জন্য খামারি

জীবনের ঝুঁকি কেন নিবেন ?
কুরবানির গরু বিক্রি করুন

সরকারের ডিজিটাল হাটে,



যোগী খামারি

foodfornation.gov.bd/qurbani2020

১৭.২ এডুকেশন ফর ন্যাশন প্ল্যাটফর্ম

করোনা পরিস্থিতির কারণে দেশে লক-ডাউন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল-কলেজসহ সকল ধরণের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্টার্টআপসমূহ এবং শিক্ষার্থীদের একটি কেন্দ্রীয় সমন্বিত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্প থেকে ‘এডুকেশন ফর ন্যাশন’ নামে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইন্টারেক্টিভ এই প্ল্যাটফর্মের আওতায় ঢাকার স্বনামধন্য রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে পাইলটিং ফেইজে গত ২২/০৫/২০২০ তারিখ হতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ প্রিম, এমপি গত ০১/০৬/২০২০ তারিখে ‘এডুকেশন ফর ন্যাশন’ প্ল্যাটফর্মের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে এ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ বিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদ সহ অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প থেকে এই প্ল্যাটফর্মের জন্য ইতোমধ্যে পৃথক একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।

‘এডুকেশন ফর ন্যাশন’ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে আগ্রহী অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও ভবিষ্যতে এ প্ল্যাটফর্মে ধারাবাহিকভাবে সংযুক্ত করা হবে। এছাড়াও নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেও এ প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করা হচ্ছে। এ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টার্টআপগুলো তাদের পণ্য ও সেবা প্রচার করার সুযোগ পাবে।



তিওও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ-এ^৩
অনলাইন ক্লাসের কর্যক্রম শুরুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত

১৭.৩ হেলথ ফর ন্যাশন প্ল্যাটফর্ম

করোনা পরিস্থিতিতে লক-ডাউন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের স্বাস্থ্যসেবা নতুন এক ঝুঁকির মুখে পরে। বেশিরভাগ হাসপাতালে করোনা আতঙ্কে ডাক্তারদের জন্য রোগী দেখা এবং রোগীর জন্য ডাক্তারের নিকট যাওয়া দুটোই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল স্বাস্থ্য সেবাই বিস্থিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবাদানকারী স্টার্টআপ কোম্পানি, হাসপাতাল, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকল্প হতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ‘হেলথ ফর ন্যাশন’ নামে একটি কেন্দ্রীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ইতোমধ্যে এ প্ল্যাটফর্মটি তৈরি সম্পন্ন হয়েছে যাতে স্বাস্থ্য সেবাদানকারী স্টার্টআপ কোম্পানি, হাসপাতাল, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নবর্ণিত সুবিধা পাবেং

- তাদের নিজ নিজ প্রোফাইল তৈরি করতে পারবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক তা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করতে পারবে।
- তাদের পণ্য, সেবা কিংবা অন্য কোনও গবেষণা লক্ষ বিষয়ের প্রচার প্রচারণা করতে পারবে।
- একটি এ পি আই সংযোগের মাধ্যমে তাদের ওয়েবসাইট কিংবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশান এই ওয়েবসাইট এর সাথে সংযুক্ত করতে পারবে যাতে মানুষ সরাসরি এই ওয়েবসাইট থেকেই সেবা গ্রহণ করতে পারে।
- মোবাইল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম বিকাশ, নগদ কিংবা রকেট এর মাধ্যমে টাকা লেনদেন করতে পারবে।

প্ল্যাটফর্মটির মাধ্যমে সেবা গ্রহীতা তাদের কাঞ্চিত সেবাটি খুঁজে পাবে, সরাসরি এর ওয়েবসাইট থেকেই সেবা গ্রহণ করতে পারবে, বিভিন্ন ওয়েবসাইট এ যেতে হবে না। সেবার মানের রেটিং এবং মতামত প্রকাশ করতে পারবে এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারবে। এছাড়াও, কন্টেন্ট প্রোভাইডাররা বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট পোস্ট এবং প্রচার করতে পারবে। ডাক্তাররা তাদের নিজ নিজ প্রোফাইল তৈরি করে প্রচারের মাধ্যমে সেবা প্রদান করতে পারবে এবং বিকাশ, নগদ ও রকেটের মত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে টাকা লেনদেন করতে পারবে।

১৮ অ্যাওয়ার্ড

অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড

তথ্যপ্রযুক্তিতে এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম সংগঠন “এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশন (অ্যাসোসিও)” আইসিটি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিবছর এই আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ডটি প্রদান করে থাকে। মালয়েশিয়ায় গত ১২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ASOCIO-PIKOM DIGITAL SUMMIT- 2019 এ অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে স্টার্টআপ বাংলাদেশ - iDEA প্রকল্প। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি আইসিটি খাতে প্রশিক্ষণ ও মেটেরিং এর মাধ্যমে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা তৈরিসহ ফার্স্ট, লিগ্যাল সাপোর্ট, গ্রন্মিং এর মাধ্যমে দেশীয় উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রকল্পটি এই পুরস্কার অর্জন করে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড হস্তান্তর করেন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি

গত ২০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের মন্ত্রী সভার বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে পুরস্কারের ক্রেস্টটি হস্তান্তর করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটি খাতের এই অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং এ খাতকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এর হাতে প্রকল্প কর্তৃক অর্জিত আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ডটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি গত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে তুলে দেন। মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এ ধরনের আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেশের সকলকে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি দেশে একটি উদ্ভাবন সংস্কৃতি তৈরিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে।



প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর
হাতে অ্যাসোসিও'র আইসিটি এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড হস্তান্তর

১৯ মুজিবৰষে iDEA প্রকল্প

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান- এর জন্মশত বার্ষিকী ২০২০ সালে সারা দেশব্যাপি উদযাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা নানা কর্মসূচী আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মুজিব বর্ষ আয়োজনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে “উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)” থেকেও গ্রহণ করা হয়েছে নানা উদ্যোগ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল “বঙবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)” আয়োজন। “বিগ” এর আওতায় প্রকল্প থেকে তরুণ উদ্যোক্তা



অর্থাৎ স্টার্টআপদের নতুন উদ্ভাবনী ধারণাকে উৎসাহিত করে দেশে একটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১০০ স্টার্টআপকে গ্র্যান্ট প্রদান করা হবে। “বঙবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ট (বিগ)”কে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে দেশীয় স্টার্টআপদের পাশাপাশি বিদেশি তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক ইনোভেচিভ পণ্য ও সেবা সমৃদ্ধ স্টার্টআপদের নির্বাচন করে অনুদান প্রদান করা হবে। “বিগ” আয়োজনটিকে একটি ফ্ল্যাগশীপ প্রোগ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ২০২০ এবং ২০২১ সালে দুটি আয়োজন সম্পন্ন করার মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইতোমধ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ আয়োজনের বাছাই পর্বে একটি রিয়েলিটি শো, একটি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাস্ট্রিভেশন প্রোগ্রাম এবং সর্বশেষ একটি আন্তর্জাতিক রোড শো আয়োজনের মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি স্টার্টআপ বাছাই করে চূড়ান্ত বিজয়ীদের হাতে “গ্র্যান্ট” এর অর্থ প্রদান করা হবে। “বিগ” আয়োজনটিকে পরবর্তী বছরগুলোতেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

২০ এসডিজি অর্জন এবং জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অবদান

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ৮ নং লক্ষ্য তথা “সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কর্মসূযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন” অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ ও একটি যথাযথ সংস্কৃতি তৈরির মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কর্মসূযোগ সৃষ্টি করা যা বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ৯ নং লক্ষ্য তথা “অভিযাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উত্তোলনার প্রসারণ” অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই আইসিটি নির্ভর শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি ও প্রসার এবং এর মাধ্যমে ‘উত্তোলন’ ধারণাটিকে বাংলাদেশে একটি অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যা তরঙ্গ প্রজন্মকে আরো বেশি উত্তোলন কাজে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করবে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) এর লক্ষ্য ৮ ও ৯ এ উল্লেখিত বিষয়সমূহকে সামনে রেখে উত্তোলন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী (আইডিয়া) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি'র লক্ষ্য ৮ অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি ও একটি যথাযথ সংস্কৃতি তৈরির মাধ্যমে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কর্মসূযোগ সৃষ্টি করার জন্য প্রকল্পটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্যোক্তাগণের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্য প্রকল্প থেকে ইতোমধ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ করার পর প্রকল্প হতে ইকোসিস্টেমের অংশীজনের সাথে বিভিন্নভাবে কোলাবরেশনের উত্তোলন গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, উদ্যোক্তাদের উত্তোলনী ধারণার উন্নয়নে তাদের অর্থায়নসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কো-ওয়ার্কিং স্পেস সহায়তা প্রদান এবং নিয়মিত মেট্রিং করা হয়। গ্লোবাল কানেক্টিভিটি তৈরির মাধ্যমে স্টার্টআপদেরকে উন্নত বিশ্বের স্টার্টআপ বান্ধব ইকোসিস্টেম হতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রেও প্রকল্প থেকে ইতোমধ্যে বিভিন্ন উত্তোলন গ্রহণ করা হয়েছে।

স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের পূর্ণতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উদ্যোক্তাদের জন্য বিভাগভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম যেমন চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য ‘স্টার্টআপ চট্টগ্রাম’, সিলেট বিভাগের জন্য ‘স্টার্টআপ সিলেট’ গঠন করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্টার্টআপগণ প্রয়োজনে একত্রিত হয়ে তাদের উত্তোলনী ধারণা পরম্পরের সাথে বিনিময়, গ্রুপ আলোচনা এবং স্টার্টআপদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পারেন। তরঙ্গ উদ্যোক্তাগণ এ ধরণের প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় স্টার্টআপ সম্পর্কিত অন্যান্য ফোরামে যুক্ত হয়ে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন। স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া এর উদ্যোগে বিভাগভিত্তিক এধরণের প্ল্যাটফর্ম তৈরির আগে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্টার্টআপগণ তাদের আইডিয়াগুলোকে সমৃদ্ধ করা, স্টার্টআপ সম্পর্কিত কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখা ও কোনো বিষয়ে পরামর্শ প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টির সমাধান করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতো। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্টার্টআপদের পক্ষে সবসময় ঢাকায় আসা এবং যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব না বিধায় বিভাগভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম তৈরির ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্টার্টআপগণ তাদের বিষয়গুলো পরম্পরের সাথে শেয়ার করতে পারছে এবং এ প্ল্যাটফর্ম অন্যান্য সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদেরকেও একটি ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে যা উদ্যোক্তাদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়া, উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য প্রকল্প হতে বছরব্যাপি বিভাগীয়/জেলা শহরগুলোতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে সারা বছর ব্যাপি স্টার্টআপ সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যা আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে উদ্যোক্তা হতে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে। এছাড়া, প্রশিক্ষণসমূহ ‘আইডিয়া’ প্রকল্পের ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে সরাসরি সম্পর্কার করা হয় যাতে সারাদেশের অন্যান্য আগ্রহী শিক্ষার্থীগণও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রকল্প হতে ইতোমধ্যে আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত ১৩৫টি স্টার্টআপকে মেন্টরিং, ট্রেনিং ও ধারাবাহিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তাদের উদ্ভাবনী ধারণাকে টেকসই বিজনেস মডেলে রূপান্তর করতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের বেশির ভাগই ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে টিকে আছে এবং এর মধ্যে ১৫টিরও অধিক স্টার্টআপ নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। এসকল স্টার্টআপ কোম্পানীতে ইতোমধ্যে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ কর্মসংস্থান উৎপাদনশীল বিধায় তা অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি আরো সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া সফল স্টার্টআপগুলো তাদের কোম্পানিগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক বিনিয়োগ আনতে সক্ষম হয়েছে যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে সমৃদ্ধ করতে অবদান রাখছে।

বর্তমানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারণা হতে উৎসরিত টেকনোলজিগুলো যথা ইলেকচেইন, বিগডাটা, মেশিন লার্নিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে আইসিটি নির্ভর টেকসই সমাধান প্রদানে শিক্ষার্থীগণকে সমৃদ্ধ করতে প্রকল্প হতে এ সকল বিষয়ে ইতোমধ্যে বিষয়ভিত্তিক বেশ কিছু প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে যা তাদেরকে এ প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে যেকোন সমস্যার আইসিটি নির্ভর সমাধান প্রদানে আরও বেশি দক্ষ করেছে। স্টার্টআপগণের উদ্ভাবনী ধারণাসমূহকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, আইসিটি এক্সপোসহ বিভিন্ন জাতীয় আইসিটি ইন্ডেন্টগুলোতে স্টার্টআপগণের প্রোডাক্টসমূহ প্রদর্শন করা হয়েছে যা শতশত তরঙ্গকে অনুপ্রাণিত ও উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করেছে। এছাড়া দেশি-বিদেশি সফল উদ্যোক্তাগণের সফলতার কাহিনী বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থী ও তরঙ্গদের নিকট তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের বিভাগীয়/জেলা শহরে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল সেমিনারে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আগ্রহ ও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সফল উদ্যোক্তাগণের কাহিনী শিক্ষার্থীদেরকে আরো বেশি উদ্ভাবনী কাজে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করেছে যা উদ্ভাবনী ধারণাকে ব্যাপকভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে পৌঁছাতে সাহায্য করছে। স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া বাংলাদেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করছে এমন অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ESAB), সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (CRI), বাংলাদেশ, টেক মাইন্ড্রা লিমিটেড, ভারত, বাংলাদেশ ব্যাংক, Korea Productivity Center, দক্ষিণ কোরিয়া, National Institute of Posts, Telecoms and ICT (NIPTICT), কম্বোডিয়া, ই-জেনারেশন লিমিটেড, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, কোডারস ট্রাস্ট বাংলাদেশ, নিজে বলার মত একটি গল্প, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইনসিটিউট অফ আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (BIID) এর সাথে সমরোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে যার আওতায় সারাবছর যৌথভাবে এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনসহ নানাবিধি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসকল কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা হয় যা শিক্ষার্থীগণকে সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে সাহায্য করছে।

স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এর উপর স্টার্টআপ বাংলাদেশ - আইডিয়া প্রকল্পের প্রভাব

- স্টার্টআপ সংস্কৃতির প্রতি সরকারের মনোযোগ এবং নিয়মিত বিনিয়োগের কারণে তরুণ সমাজে এ বিষয়ে আগ্রহ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তাদের মাঝে উদ্যোক্তা হবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- স্টার্টআপদের আইনগত, পলিসি বিষয়ক কিংবা অন্যান্য যেকোনো বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ এবং অভিযোগ জানানোর একটি জায়গা তৈরি হয়েছে।
- স্টার্টআপ সংস্কৃতির সাথে আনুষঙ্গিক সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঝে একটি যোগসূত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে এ প্রকল্প।
- হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, a2i এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অন্যান্য প্রকল্প এবং সংস্থাকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশে ব্যবসা কিংবা নতুন উদ্যোগ তৈরি করার প্রক্রিয়াকে সহজ করা থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন পরিসি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করার কাজ অনেকটাই সম্পন্ন হয়েছে।
- চালডাল, ট্রাক লাগবে, সেবা, ডেলিভারি, পাঠ্যও, সহজ, আজকের ডিল, বঙ্গ, বিকাশ সহ বেশ কিছু স্টার্টআপ ইতোমধ্যে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইকোসিস্টেম এ ইতিমধ্যে ২০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে।
- দেশে স্টার্টআপ সংস্কৃতি সম্পর্কিত ইভেন্ট, প্রতিযোগিতা কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে এ সম্পর্কিত সমরোতা স্মারক এবং চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দেশীয় স্টার্টআপদের বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ট্রেইনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে দেশের তরুণ সমাজের মাঝে স্টার্টআপ সংস্কৃতির ধারণাকে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে এ প্রকল্প।
- দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের কেন্দ্র হিসেবে ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে এ প্রকল্প।

২১ ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়

‘iDEA’ প্রকল্প কার্যক্রম শুরুর পর থেকে উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করেছে। উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ জ্ঞানের অভাব, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, প্রয়োজনীয় মেন্টরিং ও গাইডেস সাপোর্ট না পাওয়া, উদ্যোক্তা হওয়ার পথে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের অনুৎসাহ, বিভাগীয়/জেলা শহরে স্টার্টআপ প্ল্যাটফর্মের অনুপস্থিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া, কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়সহ কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের যথাযথ চর্চা না হওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে উদ্যোক্তা সম্পর্কিত কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়া।

এসকল প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় নিয়ে ইতোমধ্যে উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্যোক্তা সম্পর্কিত জ্ঞান বিতরণের জন্য ‘iDEA’ প্রকল্পের উদ্যোগে সারাবছরব্যাপি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সারাদেশের ৮টি বিভাগে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক ইন্সটিউট এর শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী করে তোলা এবং উদ্যোক্তা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অবস্থিত করার জন্য বিভাগভিত্তিক পরিকল্পনা করে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণসমূহ ‘iDEA’ প্রকল্পের ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় যাতে সারাদেশের অন্যান্য আগ্রহী শিক্ষার্থীগণও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারে।

বর্তমানে ‘iDEA’ প্রকল্পের পরামর্শক ও কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে মেন্টরিং করা হয়ে থাকে। মেন্টরিংকে ব্যাপকভিত্তিক রূপ দেওয়ার জন্য এবং এটিকে দেশব্যাপি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিছু উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, আইসিটি ক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সফল উদ্যোক্তা, উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন শিক্ষকবৃন্দদের নিয়ে একটি মেন্টরপুল গঠন করা হয়েছে। মেন্টরিং প্রদান ব্যবস্থাকে মেরিট ও প্রয়োজনভিত্তিক করার জন্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের মধ্য হতে যোগ্য উদ্যোক্তা বাছাইয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কোন কোন মেন্টর কোন কোন বিষয়ে ও দিনে মেন্টরিং প্রদান করবেন বছরভিত্তিক তার একটি সম্ভাব্য সময়সূচি প্রস্তুত করা হচ্ছে যাতে উদ্যোক্তারা তাদের পছন্দ ও সময়সূচি অনুযায়ী পছন্দের মেন্টরের কাছ থেকে মেন্টরিং গ্রহণ করতে পারে। মেন্টরিংয়ের এ সময়সূচি ‘iDEA’ প্রকল্পের ওয়েবসাইটে প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে যাতে সারাদেশ থেকে যে কেউ এ মেন্টরিং গ্রহণ করতে পারে।

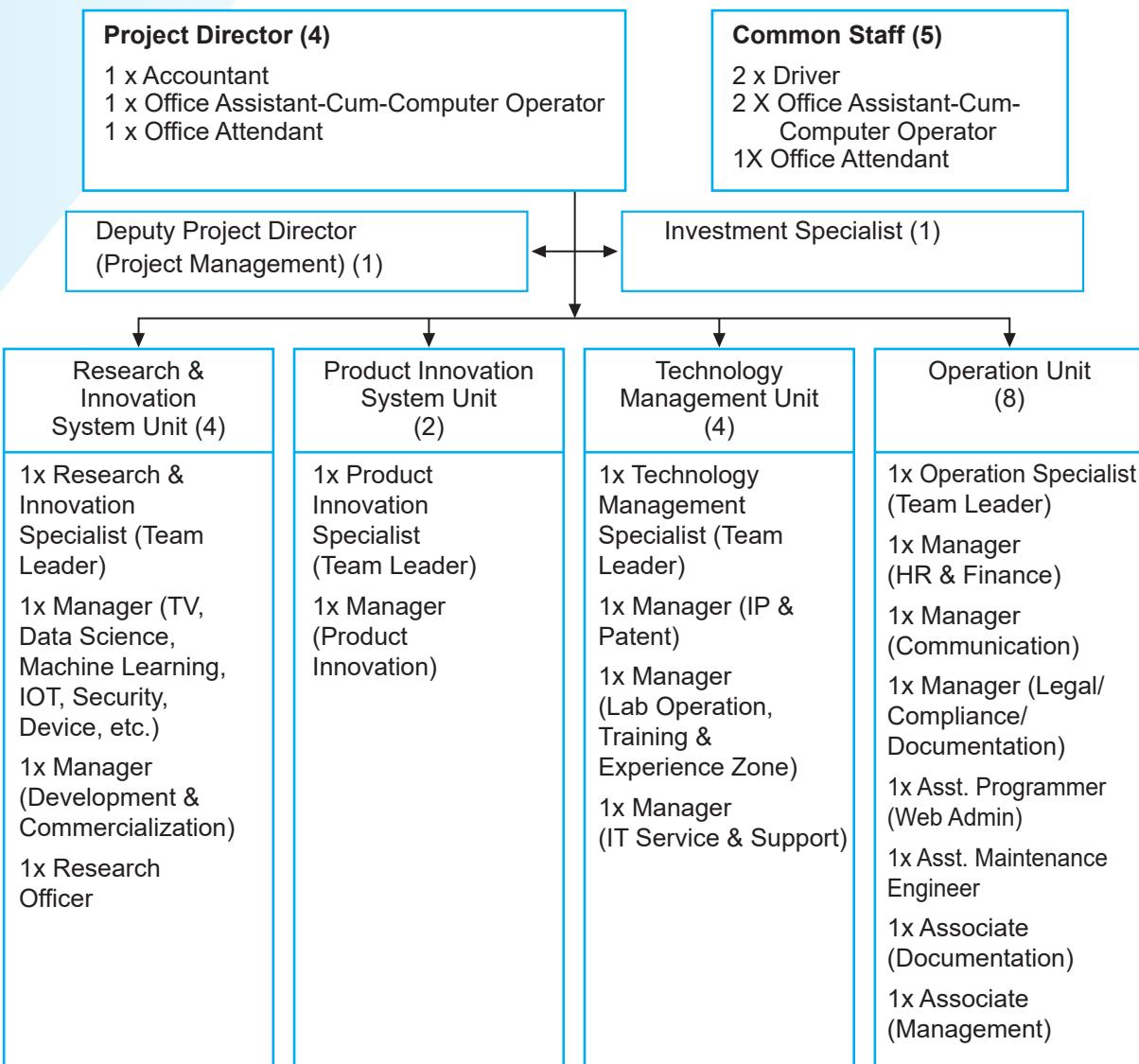
বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা উদ্যোক্তাদের জন্য বিভাগভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম যেমন চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য ‘স্টার্টআপ চট্টগ্রাম’, সিলেট বিভাগের জন্য ‘স্টার্টআপ সিলেট’ প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্টার্টআপগণ প্রয়োজনে একত্রিত হয়ে তাদের আইডিয়া শেয়ার করতে পারে, এক আলোচনা করতে পারে, স্টার্টআপদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পারে, প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিভিন্ন স্টার্টআপ সম্পর্কিত বিভিন্ন ফোরামে যুক্ত হয়ে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। বিভাগভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম তৈরির ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্টার্টআপগণ তাদের বিষয়গুলো পরম্পরের সাথে শেয়ার করতে পারছে এবং এ প্ল্যাটফর্ম অন্যান্য সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদেরকেও একটি পজিটিভ বার্তা দিচ্ছে যা উদ্যোক্তাদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

খুব অল্প বয়স থেকেই একজন শিক্ষার্থী যাতে স্টার্টআপ সম্পর্কে জানতে পারে, আগ্রহী হতে পারে এবং তার আইডিয়া নিয়ে কাজ শুরু করে একজন সফল উদ্যোক্তা হতে পারে সে লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে স্টার্টআপ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চের কামিশন ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর সাথে আলোচনাপূর্বক পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

২২ পরিশিষ্ট

২২.১ পরিশিষ্ট-কং প্রকল্পের অর্গানিজেশনাল এবং জনবল

Project Organogram



প্রকল্পের জনবলঃ

প্রকল্প পরিচালক-১

উপ-প্রকল্প পরিচালক-১

সিনিয়র পরামর্শক-২

পরামর্শক-৬

কর্মকর্তা-৫

কর্মচারি-৭

২২.২ পরিশিষ্ট-খঃ স্টার্টআপ সার্কেল

উভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প স্টার্টআপদের উন্নয়নের স্বার্থে স্টার্টআপ সার্কেলের অনেকের সাথে ইতোমধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। নিম্নে প্রধান কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলোঃ

1. Grameen Phone Accelerator
2. Banglalink IT Incubator
3. Junction Venture
4. ScaleUp Bangladesh
5. a2i
6. CRI
7. EMK Center
8. BASIS
9. BRAC
10. Toru
11. British Council
12. Slush Global Impact Accelerator
13. BD Startup Founders
14. Seedstars Dhaka
15. Unilever
16. IDLC
17. Preneur Lab
18. Bangladesh Innovation Forum
19. Blu Konsult Global
20. LICT Project
21. ygap
22. MindShare
23. North South University
24. ESAB
25. Bangladesh Brand Forum
26. Royal Vault
27. UNDP
28. K-Startup
29. TechLab

উজ্জ্বল ও উদ্যোগী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

২২.৩ পরিশিষ্ট-গঃ অর্থায়নকৃত স্টার্টআপদের তালিকা

| Sl. No. | Startup Name | Selection Committee Meeting (SCM) | Industry |
|---------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Admission Ninja | SCM 01 | Education |
| 2 | ANNANOVAS | SCM 01 | Business products and services |
| 3 | BLOODFRIEND | SCM 01 | Healthcare |
| 4 | FINDING BANGLADESH | SCM 01 | Travels and Tourism |
| 5 | GARBAGEMAN | SCM 01 | Waste Management Recycling |
| 6 | JOLPIE.COM | SCM 01 | Healthcare |
| 7 | MONER BONDHU | SCM 01 | Healthcare |
| 8 | 6 Axis Technologies | SCM 02 | Manufacturing |
| 9 | ADAMS SIGMIND | SCM 02 | Transportation & Logistics |
| 10 | Advance Vehicle Security System | SCM 02 | Transportation & Logistics |
| 11 | ANANDA SOFT BD | SCM 02 | Business products and services |
| 12 | APPBAJAR | SCM 02 | eCommerce Online Marketplace |
| 13 | BDRATES HOLDINGS LIMITED | SCM 02 | Financial Services |
| 14 | BEAUTIFUL BARISAL | SCM 02 | Consumer products and services |
| 15 | BIBEAT LTD | SCM 02 | Healthcare |
| 16 | Birds of Paradise | SCM 02 | Healthcare |
| 17 | BRILLIANT IDEAS LTD | SCM 02 | Transportation & Logistics |
| 18 | CAREER BOT | SCM 02 | Human Resource |
| 19 | eTutorsBD | SCM 02 | Education |
| 20 | FIT FINDER | SCM 02 | Human Resource |
| 21 | HasTech | SCM 02 | Business products and services |
| 22 | HeadBlocks | SCM 02 | Education |
| 23 | HELLO LAUNDRY | SCM 02 | Consumer products and services |
| 24 | IMTEAMBD | SCM 02 | Business products and services |
| 25 | INTERACTIVE ARTIFACT | SCM 02 | Healthcare |
| 26 | JBD IT (Jagoron Bangladesh IT) | SCM 02 | Business products and services |
| 27 | Jeeon Bangladesh Ltd | SCM 02 | Healthcare |
| 28 | JourneyMakerJobs | SCM 02 | Human Resource |
| 29 | KHUJUN.COM | SCM 02 | Search Engine |
| 30 | MEDITOR HEALTH | SCM 02 | Healthcare |
| 31 | PIGEONIN | SCM 02 | Communication Media |
| 32 | PORTBLISS LTD | SCM 02 | Gaming |
| 33 | PROJUKTI NEXT LTD | SCM 02 | Education |
| 34 | SHOPFRONT LIMITED | SCM 02 | Business products and services |
| 35 | SOCIAN LTD | SCM 02 | Business products and services |
| 36 | ST SOLUTIONS | SCM 02 | eCommerce Online Marketplace |
| 37 | TRUCKCHAI | SCM 02 | Transportation & Logistics |
| 38 | AlterYouth | SCM 05 | Education |
| 39 | Amar uddog Ltd | SCM 05 | Business products and services |
| 40 | Avijatrik | SCM 05 | Travels and Tourism |
| 41 | Barikoi | SCM 05 | Mapping Service |
| 42 | Bonsai | SCM 05 | Social Enterprise |
| 43 | DoctorKoi | SCM 05 | Healthcare |
| 44 | Jagoron | SCM 05 | Consumer products and services |
| 45 | MARS | SCM 05 | Environment and Weather |
| 46 | Surge Engineering (portable biogas plant) | SCM 05 | Power and Energy |
| 47 | Adscollect | SCM 06 | Search Engine |

উজ্জ্বল ও উদ্যোগী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

| Sl. No. | Startup Name | Selection Committee Meeting (SCM) | Industry |
|---------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 48 | Best price | SCM 06 | Transportation & Logistics |
| 49 | Bhalo Achi Healthcare and Research Ltd. | SCM 06 | Healthcare |
| 50 | Bondhu | SCM 06 | Robotics |
| 51 | Bongo Jatra | SCM 06 | Travels and Tourism |
| 52 | Cookups Technologies Ltd | SCM 06 | Consumer products and services |
| 53 | cWork Microjob Limited | SCM 06 | Business products and services |
| 54 | Digital Manush | SCM 06 | Consumer products and services |
| 55 | DriverBD.com | SCM 06 | Human Resource |
| 56 | Electric Wheel Chair | SCM 06 | Manufacturing |
| 57 | Enable I T | SCM 06 | Education |
| 58 | Nijnum Shop | SCM 06 | RMG Fashion |
| 59 | Oi Khali Technologies | SCM 06 | Transportation & Logistics |
| 60 | OnuKit | SCM 06 | Business products and services |
| 61 | Organic Online | SCM 06 | Consumer products and services |
| 62 | ParkingKoi | SCM 06 | Transportation & Logistics |
| 63 | REPTO IT LTD | SCM 06 | Education |
| 64 | RIAND Bangladesh Ltd. | SCM 06 | Healthcare |
| 65 | Search English Limited | SCM 06 | Education |
| 66 | SK Enterprise | SCM 06 | Human Resource |
| 67 | Aunkur (iPAGE Ltd.) | SCM 07 | Agriculture Fishing |
| 68 | BreakBite | SCM 07 | Business products and services |
| 69 | CPSD Safe Water Project | SCM 07 | Business products and services |
| 70 | Ghoorni | SCM 07 | eCommerce Online Marketplace |
| 71 | iFarmer | SCM 07 | Agriculture Fishing |
| 72 | JAM | SCM 07 | RMG Fashion |
| 73 | Krishi Hut (MOHAMMAD MAJHARUL ISLAM) | SCM 07 | Agriculture Fishing |
| 74 | Maati | SCM 07 | Infrastructure |
| 75 | Parkly | SCM 07 | Transportation & Logistics |
| 76 | SmartPayKaizen | SCM 07 | Healthcare |
| 77 | Spectrumn Technologies | SCM 07 | Safety and Security |
| 78 | Study Buddy | SCM 07 | Education |
| 79 | Sunshine | SCM 07 | Business products and services |
| 80 | Teach It | SCM 07 | Education |
| 81 | AGRO DRONE | SCM 08 | Agriculture Fishing |
| 82 | ANTT Robotics (STEM Club) | SCM 08 | Education |
| 83 | ASAP | SCM 08 | Power and Energy |
| 84 | Fish Expert Ltd. | SCM 08 | Agriculture Fishing |
| 85 | LAB AR | SCM 08 | Education |
| 86 | Let's Furnish | SCM 08 | Consumer products and services |
| 87 | Oleek (NextCorp) | SCM 08 | Business products and services |
| 88 | Pentester Academy | SCM 08 | Safety and Security |
| 89 | The Manufacturers(Toon Tale) | SCM 08 | Animation |
| 90 | Thunderbolt Studio | SCM 08 | Safety and Security |
| 91 | Waste-Bin | SCM 08 | Waste Management Recycling |
| 92 | BDRECYCLE | SCM 09 | Waste Management Recycling |
| 93 | Easyrooms | SCM 09 | Travels and Tourism |
| 94 | Eco Dynamic | SCM 09 | Transportation & Logistics |
| 95 | Green Tech Service (GTS) | SCM 09 | Agriculture Fishing |
| 96 | Moving Road | SCM 09 | Infrastructure |
| 97 | Ohom | SCM 09 | Safety and Security |
| 98 | Pavilion | SCM 09 | Sports |
| 99 | Polyfins Technology Ltd | SCM 09 | Healthcare |
| 100 | Smart City (IOTMDCP) | SCM 09 | Power and Energy |

উজ্জ্বল ও উদ্যোগী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

| Sl. No. | Startup Name | Selection Committee Meeting (SCM) | Industry |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 101 | Trajectory Technology | SCM 09 | Transportation & Logistics |
| 102 | Blackboard | SCM 10 | Media News Entertainment |
| 103 | Cognition. Ai | SCM 10 | Healthcare |
| 104 | Cross Road Initiative | SCM 10 | Education |
| 105 | Dgtong | SCM 10 | Consumer products and services |
| 106 | EduBot | SCM 10 | Education |
| 107 | Electric Skatable And Walkable Shoes | SCM 10 | Consumer products and services |
| 108 | Obosor | SCM 10 | Books and Publishing |
| 109 | Vision IT | SCM 10 | Healthcare |
| 110 | World Example | SCM 10 | Consumer products and services |
| 111 | Xupri.com | SCM 10 | eCommerce Online Marketplace |
| 112 | Aalo | SCM 11 | Business products and services |
| 113 | Alo | SCM 11 | Healthcare |
| 114 | Cookants | SCM 11 | Consumer products and services |
| 115 | Doctor Bondhu | SCM 11 | Healthcare |
| 116 | Edumate Online | SCM 11 | Education |
| 117 | Hello Task | SCM 11 | Consumer products and services |
| 118 | Human Cault | SCM 11 | Animation |
| 119 | Karigor.store | SCM 11 | eCommerce Online Marketplace |
| 120 | Khamar-e | SCM 11 | Agriculture Fishing |
| 121 | Lazuras Robotics | SCM 11 | Healthcare |
| 122 | Mona | SCM 11 | Healthcare |
| 123 | Parentscare | SCM 11 | Healthcare |
| 124 | Teresa | SCM 11 | Healthcare |
| 125 | Travel Bangladesh | SCM 11 | Travels and Tourism |
| 126 | Uparjon | SCM 11 | Consumer products and services |
| 127 | Smart Retina | SCM 12 | Healthcare |
| 128 | Batayon | SCM 12 | Infrastructure |
| 129 | Biotech Bangladesh | SCM 12 | Waste Management Recycling |
| 130 | Jahaji Ltd | SCM 12 | Transportation & Logistics |
| 131 | Mastodon Wash | SCM 12 | Transportation & Logistics |
| 132 | Potro | SCM 12 | Environment and Weather |
| 133 | Road Cleaning Machine | SCM 12 | Waste Management Recycling |
| 134 | Digital Aratder | SCM 12 | Agriculture Fishing |
| 135 | Ztech | SCM 12 | Infrastructure |

২২.৪ পরিশিষ্ট-ঘঃ সেমিনার/ওয়ার্কশপের তালিকা

সেমিনার / ওয়ার্কশপের তালিকা

| ক্রমিক নং | সেমিনার/ ওয়ার্কশপ | সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংখ্যা | অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান | অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|--------------|---|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | বুট ক্যাম্প | ১টি | বিসিসি অডিটোরিয়াম | ০৫/১২/২০১৭ | ২৭০ জন |
| 2. | সেমিনার | ৩টি | BICC Windy Town | ০৭/১২/২০১৭ | ৭৫০ জন |
| 3. | আইপি ক্লিনিক | ১টি | বিসিসি অডিটোরিয়াম | ০৭/০৫/২০১৮ | ২৭০ জন |
| 4. | ই-কমার্স সংক্রান্ত সেমিনার | ১টি | বিসিসি কনফারেন্স রুম | ৩০-১১-২০১৭ | ৫০ জন |
| 5. | ওয়ার্কশপ (ব্রয়েট) | ১টি | ব্রয়েট অডিটোরিয়াম | ১২/১২/২০১৭ | ১০০ জন |
| 6. | ওয়ার্কশপ (ইউল্যাব) | ১টি | ইউল্যাব | ১২/১২/২০১৭ | ১১০ জন |
| 7. | রোবোটিক ফেস্টিভ্যাল প্রস্তুতি ওয়ার্কশপ | ১টি | বিসিসি কনফারেন্স রুম | ১৮-১১-২০১৭ | ৫০ জন |
| 8. | LESSONS FROM SUCCESSFUL ENTRE- PRENEUR EVAN SHUMKOV | ১টি | iDEA Breakout Zone | ০১/১০/২০১৮ | ১৬ জন |
| 9. | LESSONS FROM AVIK GANGULY ON BLOCK CHIAN AND ARTIFI- CIAL INTELLEGENCE | ১টি | iDEA Breakout Zone | ০৩/১০/২০১৮ | ১৪ জন |
| 10. | ENTREPRENEURSHIP: GOING BEOND THE PRODUCT AND BRAND BUILDING: Mahmood Husain | ১টি | iDEA Breakout Zone | 2018 | ৩৮ জন |
| ১৬৬৮ জন | | | | | |
| 11. | DPP সংশোধন বিষয়ক কর্মশালা | ১টি | ট্রেইনিং রুম, প্রকল্প কার্যালয় | ২৩, ২৫, ২৬ ফ্রেন্ড্যারি ২০১৯ | ১২ জন |
| 12. | ‘স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ’ উদ্বোধনে ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অ্যাবাস্যাডরদেরকে গৃহিত | ১টি | কো-ওয়ার্কিং স্পেস, প্রকল্প কার্যালয় | ০৮/০৩/২০১৯ | ৮০ জন |
| 13. | ‘স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ’ কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প কর্মকর্তাদের ট্রেইনিং | ১ টি | ট্রেইনিং রুম, প্রকল্প কার্যালয় | ১২/০৩/২০১৯ | ৫ জন |
| 14. | আইডিয়া, স্টার্টআপ, পিচিং, গ্রান্ট, ইনভেস্টমেন্ট প্রত্বন্তি বিষয়ের উপর কর্মশালা গৃহিত / | ৪০টি | ৪০ টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় | মার্চ, এপ্রিল, মে' ২০১৯ | ৩২০০ জন |

| ক্রমিক নং | সেমিনার/ ওয়ার্কশপ | সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংখ্যা | অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান | অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|--------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 15. | স্টার্টআপ এন্ড সাভার ন্যাশনাল ক্যাম্প | ৪টি | শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ১৩মে- ১৬মে' ২০১৯ | ৩৬০ জন |
| 16. | একাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট এন্ড ফান্ড ইউটিলাইজেশন | ২টি (মোট ৩দিন) | ট্রেইনিং রুম, প্রকল্প কার্যালয় | ৬/৭ মার্চ ২০১৯ | ৬১ জন |
| 17. | আইডিয়া বেইসিঙ্গ ১০১ | ১টি (৬দিন) | ট্রেইনিং রুম, প্রকল্প কার্যালয় | ১৬-১৯ ও ২১-২২ জুন ২০১৯ | ৬০জন |
| 18. | Workshop on Intellectual Property | ১দিন | ট্রেইনিং রুম, প্রকল্প কার্যালয় | ২০ জুন ২০১৯ | ৫০জন |
| 19. | একাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট এন্ড ফান্ড ইউটিলাইজেশন | ১দিন | ট্রেইনিং রুম, প্রকল্প কার্যালয় | ২৯ আগস্ট ২০১৯ | ২৪ জন |
| 20. | স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপঃ অধ্যায়-০১ এর রানার আপ ২০টি টিমের এন্ডমিং/টেকনিং | ২ দিন | ট্রেইনিং রুম, প্রকল্প কার্যালয় | ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ২৭ জন |
| 21. | স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপঃ অধ্যায়-০২ এর কো-অর্ডিনেশন ওয়ার্কশপ | ১ দিন | ব্রেক আউট জোন | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ৯৭ জন |
| 22. | সাভারে ন্যাশনাল স্টার্ট আপ ক্যাম্প | ৮ দিন | জাতীয় যুব উন্নয়ন একাডেমী অডিটোরিয়াম | ১০ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর ২০১৯ | ২২৫ জন |
| | 1. iDEA Project Opportunities | | | | |
| | 2. Company Formation and Legal Issues | | | | |
| | 3. Policy Based challenges and Govt. Supports | | | | |
| | 4. Global Culture and Startup Opportunities | | | | |
| | 5. Currency Named data and it's Security | | | | |
| 23. | বাংলাদেশ স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমঃ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা | ০১ দিন | আইডিয়া প্রকল্প | ৩১ অক্টোবর ২০১৯ | ৮৫ জন |
| 24. | উদ্যোগ সংস্কৃতি ও উভাবনী পরিবেশ তৈরিতে নারীর ভূমিকা | ০১ দিন | আইডিয়া প্রকল্প | ১৯ নভেম্বর ২০২০ | ১০৬ জন |
| 25. | Industrial Revolution 4.0 & AI | ০১ দিন | আইডিয়া প্রকল্প | ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ | ৪২ জন |
| 883৪ জন | | | | | |
| 26. | স্টার্টআপদের হিসাব রক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ০১ দিন | আইডিয়া প্রকল্প | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ২৩ জন |
| 27. | Blockchain | ০১ দিন | আইইউবি, ঢাকা | ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ৩২ জন |
| 28. | ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনলজিস | ০২ দিন | | ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১২৯ জন |

| ক্রমিক নং | সেমিনার/ ওয়ার্কশপ | সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংখ্যা | অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান | অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 29. | Barishal-Blockchain | ০১ দিন | জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম | | ৫৯ জন |
| 30. | Chattogram-BigData | ০১ দিন | জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম | | ৫৪ জন |
| 31. | Sylhet-AI | ০১ দিন | জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম | | ৬৮ জন |
| 32. | Khulna-Robotics | ০১ দিন | জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম | | ৯০ জন |
| 33. | Rajshahi-IoT | ০১ দিন | জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম | | ৯৮ জন |
| ৫৫৩ জন | | | | | |
| সর্বমোটঃ ৬৬৫৫ জন | | | | | |

২২.৫ পরিশিষ্ট- ৪ঃ কমিটিসমূহ

অ্যাডভাইজরি বোর্ড :

| | | |
|-----|--|------------|
| ১। | মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | সভাপতি |
| ২। | সচিব, অর্থ বিভাগ | সদস্য |
| ৩। | সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | সদস্য |
| ৪। | সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন | সদস্য |
| ৫। | সভাপতি, সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা | সদস্য |
| ৬। | সভাপতি, এফবিসিসিআই | সদস্য |
| ৭। | ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, উপাচার্য, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি | সদস্য |
| ৮। | ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক, সি এস ই ডিপার্টমেন্ট, শাবিপ্রি | সদস্য |
| ৯। | ড. মোঃ কায়কোবাদ, অধ্যাপক, সি এস ই ডিপার্টমেন্ট, বুয়েট | সদস্য |
| ১০। | জনাব রোকেয়া আফজাল রহমান, চেয়ারম্যান, মাইডাস ফাইন্যান্স লিমিটেড | সদস্য |
| ১১। | সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যাড ইনফরমেশন সার্ভিসেস | সদস্য |
| ১২। | জনাব শামীম আহসান, সভাপতি, ভিসিপিইএবি | সদস্য |
| ১৩। | জনাব ইউসুফ হক, সিইও, সেলিসএক্স সেমিকন্ডুরেস, সিলিকন ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া, ইউএসএ | সদস্য |
| ১৪। | জনাব জামিল আজহার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি এবং তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোগতা | সদস্য |
| ১৫। | ব্যারিস্টার নিহাদ কৰীর, ডিরেক্টর, ব্র্যাক ব্যাংক | সদস্য |
| ১৬। | ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ | সদস্য |
| ১৭। | নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল | সদস্য সচিব |

কার্যপরিধি :

- পরিকল্পনা ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাডভাইজরি বোর্ড কর্তৃক উচ্চ পর্যায়ের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;
- উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী প্রদানকৃত অনুদানের ফলাফল পর্যালোচনা করা;
- অনুদান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- অনুদান কার্যক্রম শক্তিশালী ও অনুকূলে করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা; এবং
- পুনঃনিয়োগ না করা পর্যন্ত অ্যাডভাইজরি বোর্ড জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত কাজ করবে।

সিলেকশন কমিটি :

| | | |
|-----|--|-----------|
| ১। | ড. রূবনা হক, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মোহাম্মদী গ্রুপ | সভাপতি |
| ২। | জনাব হাবিবুল্লাহ এন করিম, সিইও, টেকনোহাবেন | সহ-সভাপতি |
| ৩। | সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যাড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (BASIS) | সদস্য |
| ৪। | জনাব আরিফ এ খান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আইডিএলসি লিঃ | সদস্য |
| ৫। | জনাব সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ | সদস্য |
| ৬। | জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন, প্রফেসর, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৭। | ড. অনন্য রায়হান, সিইও, আইসোশ্যাল | সদস্য |
| ৮। | সভাপতি, বাংলাদেশ আইপি ফোরাম | সদস্য |
| ৯। | জনাব এম রেজাউল হাসান, সিইও, রিভ গ্রুপ | সদস্য |
| ১০। | মিস লুনা শামসুদ্দোহা, চেয়ারম্যান, দোহা-টেক নিউ মিডিয়া এবং সভাপতি, বিড্রিউটআইটি | সদস্য |
| ১১। | সভাপতি, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং (BACCO) | সদস্য |

| | |
|--|------------|
| ১২। সভাপতি, ই-কমার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (E-CAB) | সদস্য |
| ১৩। সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (BCS) | সদস্য |
| ১৪। ড. সাদিয়া শারমিন, সহকারী অধ্যাপক, সিএসই, বুয়েট | সদস্য |
| ১৫। জনাব মিরন আলী, পরিচালক, বিজিএমইএ | সদস্য |
| ১৬। প্রকল্প পরিচালক, উত্তোলন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প | সদস্য সচিব |

কার্যপরিধি :

- স্টার্টআপদের জমাদানকৃত প্রোডাক্ট বা বিজনেস প্ল্যান মূল্যায়ন করা;
- বাজেট ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করা;
- প্রয়োজন সাপেক্ষে জমাদানকৃত প্ল্যানসমূহের সংশোধন করা;
- বিনিয়োগের পরিমাণ ও শর্তাবলি নির্ধারণ ও ভেঙ্গের ক্যাপিটাল তহবিল পর্যালোচনা করা;
- সিলেকশন কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ এক/ একাধিক ব্যক্তিকে কো-অপ্ট কিংবা উপকমিটি গঠন করতে পারবে;
- পুনঃনিয়োগ না করা পর্যন্ত সিলেকশন কমিটি জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত কাজ করবে।

পারফরমেন্স মনিটরিং কমিটি :

| | |
|---|------------|
| ১। জনাব হাবিবুল্লাহ এন করিম, সিইও, টেকনোহাউজেন | সভাপতি |
| ২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একজন প্রতিনিধি | সদস্য |
| ৩। ড. মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, অধ্যাপক, সিএসই, বুয়েট | সদস্য |
| ৪। ড. লাফিফা জামাল, প্রফেসর, রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রোনিক্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ৫। জনাব মিরন আলী, পরিচালক, বিজিএমইএ | সদস্য |
| ৬। জনাব জুলিয়া কাজি, এমডি, পিডেলিউসি, সানক্রানসিসকো, ইউএসএ | সদস্য |
| ৭। জনাব শওকত হোসেন, পরিচালক, ফিন্যান্সিয়াল ইনকুশন এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট, লাইটক্যাসল | সদস্য |
| ৮। জনাব ফারজানা চৌধুরী, এমডি, ছিন ডেল্টা ইনস্যুরেন্স লিঃ | সদস্য |
| ৯। জনাব রাশেদুর রহমান, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভস অ্যান্ড এন্ট্রেপ্রেনিয়ারশিপ সেন্টার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য |
| ১০। উপপ্রকল্প পরিচালক, উত্তোলন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প | সদস্য |
| ১১। প্রকল্প পরিচালক, উত্তোলন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প | সদস্য সচিব |

কার্যপরিধি :

- মূল পারফরমেন্স এবং আর্থিক বিবরণী (আর্থিক বণ্টন, লাভের সীমা, মোট আয়, ব্যবসায়িক বৃদ্ধি) এবং অপারেশনাল কার্যপ্রণালী (প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কাস্টমার অর্জন এবং সেবার ধরণ, ম্যানেজমেন্ট এবং ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম) পর্যালোচনা করা;
- প্রয়োজন মাফিক সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা;
- ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্থের সঠিক ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করা;
- পারফরমেন্স মনিটরিং কমিটি প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ এক/ একাধিক ব্যক্তিকে কো-অপ্ট কিংবা উপকমিটি গঠন করতে পারবে। এমনকি সুচারূভাবে কার্যসম্পাদনের নিমিত্ত সহায়ক কার্যক্রমের জন্য পারফরমেন্স মনিটরিং কমিটি উপযুক্ত এক বা একাধিক পেশাজীবী/সংস্থা নিয়োগ প্রদান করতে পারবে; এবং
- পুনঃনিয়োগ না করা পর্যন্ত পারফরমেন্স মনিটরিং কমিটি জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত কাজ করবে।

২২.৬ পরিশিষ্ট-চঃ উদ্ভাবন ও উদ্যোজ্ঞ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ আইন-২০২০ (খসড়া)

বিল নং.....২০২০

বাংলাদেশে একটি উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোজ্ঞ সংস্কৃতির উন্নয়নের লক্ষ্যে “উদ্ভাবন ও উদ্যোজ্ঞ উন্নয়ন একাডেমী” নামে একটি একাডেমী গঠন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে আনিত

বিল

যেহেতু বাংলাদেশে একটি উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোজ্ঞ সংস্কৃতির উন্নয়নের লক্ষ্যে “উদ্ভাবন ও উদ্যোজ্ঞ উন্নয়ন একাডেমী (আইডিয়া)” নামে একটি একাডেমী গঠন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

- (১) এই আইন উদ্ভাবন ও উদ্যোজ্ঞ উন্নয়ন একাডেমী আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।
- (২) এই আইন অনুমোদন হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনস্বার্থে ও অন্তিবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

- (ক) “অর্তভী তহবিল” অর্থ একটি স্বল্প মেয়াদী তহবিল বা অর্থায়ন যাহা স্টার্টআপ বা উদ্যোজ্ঞ হইতে মূলধন বা অনুদান প্রাপ্তির বিলম্বিত সময়ে চলতি মূলধন/চলতি খরচ পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হইবে;
- (খ) “উচ্চতর প্রশিক্ষণ” অর্থ কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য সে বিষয়ের উপর পরিচালিত এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চুরী কমিশন বা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত যেকোনও মেয়াদের কোনও কোর্স বা প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্নকরণ;
- (গ) “উদ্ভাবন” অর্থ কোন পণ্য বা পদ্ধতি বা সেবার উন্নয়ন বা সমন্বয় বা উৎকর্ষ সাধন বা অভিযোজন বা প্রবর্তন বোঝায় যাহা কোন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে নতুন কোন সুবিধা বা উপকার তৈরি করিবে;
- (ঘ) “একাডেমী” অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত উদ্ভাবন ও উদ্যোজ্ঞ উন্নয়ন একাডেমী;
- (ঙ) “তফসিলভুক্ত ব্যাংক” অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত সকল বাধ্যকারী ব্যাংক ইধেশ;
- (চ) “তহবিল” অর্থ বিনিয়োগের তহবিল যাহা বিনিয়োগকারীদের অর্থ পরিচালিত করিয়া, সভাবনাময় স্টার্টআপ এবং ছেট হইতে মাঝারি পর্যায়ের উদ্যোজ্ঞাদের ইক্যুইটির বিনিয়ময়ে অর্থ বিনিয়োগ করিবে;
- (ছ) “থোক বরাদ্দ” অর্থ সরকার কর্তৃক বাজেটের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থ;
- (জ) “পাইপলাইন” অর্থ স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এর পূর্ণতা প্রদান ও ইকোসিস্টেমকে কার্যকরভাবে চালু রাখিবার নিমিত্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেই আলোকে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ যাহা শিক্ষার্থীদের উদ্যোজ্ঞ হইবার জন্য প্রস্তুত করিবে;
- (ঘা) “প্রকল্প” অর্থ উদ্ভাবন ও উদ্যোজ্ঞ উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প;
- (ঞ) “প্রটোটাইপ” অর্থ একটি যন্ত্র, সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট, অ্যাপ, সেবা কিংবা পণ্যের প্রাথমিক একটি রূপ যাহার মাধ্যমে ইহার একটি ধারণা পাওয়া, ইহার অভিজ্ঞতা নেয়া এবং কার্যকারিতা উপলব্ধি করা যাইবে;
- (ট) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

- (ঠ) “বুট ক্যাম্প” অর্থ একটি সংক্ষিপ্ত ও নিবিড় প্রক্রিয়া বা পরিস্থিতি বা প্রশিক্ষণ যাহা মেন্টর, প্রশিক্ষক, উদ্ভাবক ও স্টার্টআপদের যেকোনোভাবে সমন্বয় করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদের উদ্ভাবনী ধারণা বিকশিত করিতে বা কার্যকর করিতে সহায়তা করিবে;
- (ড) “বোর্ড” অর্থ একাডেমীর পরিচালনা বোর্ড;
- (ঢ) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
- (ণ) “বিশ্ববিদ্যালয় এক্টিভিশন” অর্থ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে বা অফলাইনে ইভেন্ট, কর্মশালা ও উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যাহা প্রাথমিক পর্যায়ের উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তাগণের মাঝে জ্ঞানের বিকাশ ঘটাইয়া একটি কমিউনিটি-প্ল্যাটফর্ম বা ফোরাম গঠন করিতে সহায়ক হইবে;
- (ত) “বীমা তহবিল” অর্থ একটি সাধারণ তহবিল যাহা কোন চুক্তির যেকোন ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করিবে;
- (থ) “মহাপরিচালক” অর্থ একাডেমীর মহাপরিচালক;
- (দ) “যথাযথ কর্তৃপক্ষ” অর্থ কারিগরি ও মানুসা শিক্ষা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চের কমিশন;
- (ধ) “সিঙ্কিং তহবিল” অর্থ নির্দিষ্ট সময়সূচির নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া রাখিয়া পুঁজিভূতভাবে গঠন করা তহবিল যাহা একাডেমীর দেনা বা ঋণ নিয়মিতভাবে পরিশোধের জন্য বা একাডেমীর অবচিত সম্পদ প্রতিস্থাপন বা সম্পদ ক্রয় করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে;
- (ন) “স্টার্টআপ” অর্থ এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি অন্তর্ভুক্তিকালীন প্রতিষ্ঠান যাহা পুনঃপুনঃ ব্যবহার যোগ্য, লাভজনক এবং দ্রুত বিস্তার যোগ্য ব্যবসায়িক মডেল এর খোঁজ করিতেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রটোটাইপ অথবা প্রাথমিক পণ্য কিংবা সেবা নিয়ে বাজার যাচাই করিতেছে;
- (প) “সিড মানি” অর্থ কোন উদ্ভাবনকে পণ্য বা সেবায় রূপান্তরিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহয়তা;
- (ফ) “সদস্য” অর্থ বোর্ডের সদস্য;
- (ব) “সভাপতি” অর্থ বোর্ডের সভাপতি;
- (ভ) “সহ-সভাপতি” অর্থ বোর্ডের সহ-সভাপতি;

৩। একাডেমী প্রতিষ্ঠা

- (১) এই আইন বলৱৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর অধীন উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন একাডেমী নামে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইবে।
- (২) একাডেমী একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। একাডেমীর কার্যালয়

- (১) একাডেমীর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থাপিত হইবে।
- (২) পরিচালনা বোর্ড, প্রয়োজন বোর্ড, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। একাডেমীর কার্যবালি

একাডেমী নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে-

- (ক) বাংলাদেশে একটি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোগ সংস্কৃতি তৈরি করা, উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তাদের জন্য দেশে এবং বিদেশে ইনকিউবেটর, এক্সিলিটর অথবা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম পরিচালনা করিবার পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

- (খ) দেশে উভাবন সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও উভাবনী ধারণা বাস্তবায়নে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;
- (গ) স্টার্টআপ কোম্পানিগুলোর বিকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করিবে;
- (ঘ) উভাবনী আইসিটি পণ্য ও সেবাসমূহের উন্নতি এবং উভাবনের বাণিজ্যিকীকরণ এবং ব্র্যান্ডিংয়ে সহায়তা করিবে;
- (ঙ) নতুন নতুন প্রযুক্তির উভাবনের ফলে সৃষ্টি চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইনে বা অফলাইনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে পারিবে;
- (চ) মেন্টরিং, গ্রামিং, প্রশিক্ষণ, কো-ওয়ার্কিং অফিস স্পেস প্রদান এবং এই জাতীয় উভাবন এবং স্টার্টআপ সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে উভাবক এবং উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে;
- (ছ) বিভিন্ন টিভি প্রোগ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয় এন্টিভেশন, রোড শো, সেমিনার, কর্মশালা, বুট ক্যাম্প, মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করিবে;
- (জ) পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশের কপিরাইট অফিসসহ অন্যান্য সংস্থার সহিত একত্রিত হইয়া উভাবক এবং উদ্যোক্তাদের মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ করিবে এবং আইনি সহায়তা প্রদান করিবে;
- (ঝ) আইসিটি শিল্পে আরও বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করিবে;
- (ঝঃ) পণ্য নকশা, উন্নয়ন এবং পরীক্ষার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন পরীক্ষাগার তৈরি করিবে;
- (ট) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি উভাবনী পাইপলাইন তৈরি করিবে;
- (ঠ) একাডেমীর পক্ষে অর্থ, সিকিউরিটি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং স্থাবর বা অস্থাবর অন্য কোনও সম্পত্তি গ্রহণ করিবে;
- (ড) একাডেমীর অর্থ ও তহবিল বিনিয়োগ করিবে;
- (ঢ) সিকিউরিটির ক্ষেত্রে ক্রয়, অনুমোদন, বিক্রয়, স্থানান্তর, আলোচনা বা লেনদেন করিবে;
- (ণ) বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি সম্পাদন করিবে; তবে শর্ত থাকিবে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বিদেশি সরকার বা বিদেশি সংস্থার সহিত কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যাইবে না;
- (ত) গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;
- (থ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিভিন্ন তহবিল স্থাপন এবং পরিচালনা করিবে;
- (দ) এই আইনের উদ্দেশ্যটি আরও বেগবান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৬। সাধারণ পরিচালনা

একাডেমীর পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

৭। বোর্ড

- (১) বোর্ড নিয়ন্ত্রণ সদস্য-সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-
 - (ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী- সভাপতি;
 - (খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব- সহসভাপতি;
 - (গ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক- সদস্য;
 - (ঘ) হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক- সদস্য;
 - (ঙ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)- সদস্য;
 - (ঢ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)- সদস্য;
 - (ঠ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)- সদস্য;
 - (জ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)- সদস্য;
 - (ঝ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত দুই জন সদস্য, একজন তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, অপরজন একাডেমীয়া- সদস্য;
 - (ঝঃ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ট্রেড অর্গানাইজেশন এর সভাপতি- সদস্য;
 - (ট) মহাপরিচালক, উভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী- সদস্য সচিব।

- (২) উপধারা (১) এর দফা (৫)-(ঝ) এর উল্লেখিত সদস্যগণ তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিনি বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, তবে বোর্ড কর্তৃক উক্ত মেয়াদকাল আরও ০২ (দুই) বৎসর বৃদ্ধি করা যাইবে।
 মনোনীত সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি-
- (ক) তিনি সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে সোচ্চায় স্বীয় পদ ত্যাগ করেন; অথবা
 - (খ) তাঁহার সদস্য হিসাবে মনোনয়নের মেয়াদ ০৩ (তিনি) বৎসর অতিক্রান্ত হয়; অথবা
 - (গ) তিনি বোর্ডের সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে পর পর ০৩ (তিনি) টি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; অথবা
 - (ঘ) তিনি একাডেমী বা রাষ্ট্রের জন্য হানিকর কোনো কার্যে লিঙ্গ থাকেন; অথবা
 - (ঙ) তিনি নৈতিক শ্বলনজনিত ফৌজদারি অপরাধে অন্যুন ০২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; অথবা
 - (চ) তিনি কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন।
- (৩) বোর্ডের কোনো মনোনীত সদস্যের পদ শূন্য হইলে উহা শূন্য হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পূরণ করিতে হইবে।
- (৪) বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে, ৭ নং ধারায় উল্লেখিত সদস্যগণ ব্যতিরেকেও কো-অপ্ট এর মাধ্যমে উহার সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২ (দুই) জন বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৮। বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে-

- (ক) একাডেমীর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও দিকনির্দেশনা প্রদান;
- (খ) একাডেমীর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিনিয়োগকারী ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত চুক্তি অনুমোদন;
- (গ) আইডিয়া স্ট্রেটআপদের অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- (ঘ) একাডেমীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য পেনশন, প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিল, হিতৈষী তহবিল, স্বাস্থ্য বীমা এবং অন্য কোনো তহবিল সৃষ্টিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অনুমোদন;
- (ঙ) একাডেমী পরিচালনা কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট নীতি বা নির্দেশিকা, বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন;
- (চ) একাডেমীর সম্পত্তির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে অন্তর্বর্তী তহবিল, সিক্ষিং তহবিল, বীমা তহবিল বা প্রয়োজনীয় অন্য কোনো বিশেষ তহবিল সৃষ্টি;
- (ছ) একাডেমীর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিয়োগবিধি প্রণয়ন, জনবল ও বেতন কাঠামো এবং বাজেট অনুমোদন;
- (জ) একাডেমীর কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে এক বা একাধিক কমিটি গঠন;
- (ঝ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আইনসম্মত যে কোনো কার্য সম্পাদন;
- (ঝঃ) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত আদেশ ও নির্দেশ, ইত্যাদি অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

৯। বোর্ডের সভা

- (১) বোর্ড প্রতি বছর কমপক্ষে তিনটি সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।
- (২) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রবিধান তৈরি হইবে, বোর্ডের সভার কার্যধারা দ্বারা একাডেমী নিয়ন্ত্রিত হইবে।
- (৩) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যুন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।
- (৪) সভাপতি বোর্ডের সভার সভাপতিত্ব করিবেন, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে বোর্ডের সহ-সভাপতি সভাপতি ত্ব করিবেন।
- (৫) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণয়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।
- (৬) শুধুমাত্র কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ক্রটি থাকার কারণে একাডেমীর কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। মহাপরিচালকের নিয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলী

- (১) একাডেমীর একজন মহাপরিচালক থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির যোগ্যতা ও শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
- (২) মহাপরিচালক একাডেমীর সার্বক্ষণিক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-
 - (ক) বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকিবেন এবং বোর্ডের যাবতীয় নির্দেশ মোতাবেক একাডেমীর অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন;
 - (খ) একাডেমীর প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন; এবং
 - (গ) একাডেমীর আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন;
 - (ঘ) একাডেমীর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে তাংক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে মহাপরিচালক যে কোনো আইনানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তৎসম্পর্কে বোর্ড হইতে ভূতাপেক্ষভাবে অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

১১। একাডেমীর জনবল কাঠামো

- (১) সরকার নির্ধারিত শর্তাদির সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক, উপপরিচালক এবং সহকারী পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবে।
- (২) পরিচালক, উপপরিচালক এবং সহকারী পরিচালকগণ একাডেমীর সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাদি সম্পাদন করিবে।
- (৩) সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশবলি সাপেক্ষে, একাডেমী উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য কর্মচারী, উপদেষ্টা, বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।
- (৪) একাডেমীর জনবল কাঠামো বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
- (৫) একাডেমীর কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
- (৬) যতদিন পর্যন্ত না বিধি প্রণীত হইবে, ততদিন একাডেমী পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল তাহার জনবল দ্বারা একাডেমী পরিচালনা করিবে।

১২। একাডেমীর তহবিল

- (১) একাডেমীর একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তহবিল গঠিত হইবে-
 - (ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খোক বরাদ্দ বা অন্তর্বর্তীকালীন তহবিল (এনডাওমেন্ট ফান্ড), সিড মানি, অনুদান, সাহায্য বা মঙ্গুরি;
 - (খ) সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কোনও রাষ্ট্র, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোনও এজেন্সি, সংস্থা, সংগঠন, ব্যক্তি, সমিতি, প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান বা সাহায্য;
 - (গ) কোনও রাষ্ট্র, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোনও এজেন্সি, সংস্থা, সংগঠন, ব্যক্তি, সমিতি, প্রতিষ্ঠান এবং কর্তৃপক্ষকে সেবা বা পরামর্শ প্রদানের বিনিময়ে প্রাপ্ত ফী বা চার্জ;
 - (ঘ) একাডেমী কর্তৃক গৃহীত খণ্ড;
 - (ঙ) একাডেমীর সম্পত্তি বা যেকোনো কার্যক্রম হইতে লক্ষ আয়;
 - (চ) একাডেমীর তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয় বা মুনাফা;
 - (ছ) একাডেমীর নিজস্ব উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়; এবং
 - (জ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।
- (২) প্রত্যেক বৎসর সরকারি অনুদান (খোক বরাদ্দ বা অন্তর্বর্তীকালীন অনুদান) হইতে প্রাপ্ত অর্থ একাডেমীর উদ্দেশ্য পূরণে পরিচালিত কর্মসূচি ও কার্যক্রমে ব্যয় করা যাইবে এবং একাডেমীর অব্যয়িত অর্থ তহবিলে জমা হইবে।
 - (৩) একাডেমীর তহবিল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে উক্ত অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

- (৪) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ স্টার্টআপদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যয়ের ক্ষেত্রে একাডেমী সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ করিবে এবং অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে একাডেমী নিজস্ব বিধি বা প্রবিধান তৈরি করিতে পারিবে।

১৩। বার্ষিক বাজেট বিবরণী

একাডেমী প্রতি বৎসর পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী ও চাহিদা সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৪। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

- (১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে একাডেমী যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম কর্তৃক একাডেমীর অডিট করানো যাইবে।
- (২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত প্রতি বৎসরে একাডেমীর হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও একাডেমীর নিকট পেশ করিবেন।

১৫। প্রতিবেদন

- (১) একাডেমী সার্বিক কার্যক্রমের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া সরকারের নিকট দাখিল করিবে এবং নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।
- (২) সরকার প্রয়োজন মত একাডেমীর নিকট হইতে একাডেমীর যে কোনো বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন বা বিবরণী চাহিতে পারিবে এবং একাডেমী উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৬। ক্ষমতা অর্পণ

বোর্ড প্রয়োজনবোধে উহার যে কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব মহাপরিচালক বা একাডেমীর অন্য কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

১৭। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ

এই আইন, কোনো বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, সভাপতি, সদস্য, মহাপরিচালক বা একাডেমীর অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একাডেমী সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, এবং সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা কোনো বিধির সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ

- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।
- (২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২১। হস্তান্তর

এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে-

- (ক) উক্ত প্রকল্পের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃক ও সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং সকল দাবী ও অধিকার একাডেমীতে হস্তান্তরিত হইবে এবং একাডেমী উহার অধিকারী হইবে।
- (খ) উক্ত প্রকল্পের সকল প্রকার ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব, একাডেমীর ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হইবে।
- (গ) উক্ত প্রকল্পের সকল কর্মচারী বিধিমতে একাডেমীতে বদলি হওয়ার সুযোগ পাইবেন এবং তাঁহারা একাডেমী কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ বদলির পূর্বে তাঁহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, একাডেমী কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে তাঁহারা একাডেমীর চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।
- (ঘ) নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। প্রত্যেক চাকরিপ্রাপ্ত ব্যক্তি একাডেমীর চাকরি কাঠামো অনুযায়ী বিধি মোতাবেক তাঁর পদের জন্য নির্ধারিত বেতন ভাতাদি পাইবেন। কোনো চাকরিপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্ত হইবেন এবং চাকরি শেষ হওয়ার দিন (অপরাহ্ন) হইতে তা বন্ধ হইবে।





ডিজিটাল ডিভাইস
এন্ড ইনোভেশন
এক্সপো ২০১৯

শেখ হাসিনা
জাতীয় যুব উন্নয়ন
কেন্দ্রে “স্টুডেন্ট টু
স্টারআপ:
চ্যাপ্টার-২” এর
জাতীয় স্টারআপ
ক্যাম্পের
সমাপনী অনুষ্ঠানের
একাংশ



“স্টুডেন্ট টু স্টারআপ:
চ্যাপ্টার-২” এর
সমাপনীতে
“বঙবন্ধু ইনোভেশন
গ্যান্ট” প্রাপ্ত সেরা
১০ স্টারআপ

দু'দিনব্যাপি
হ্যাকাথনের উদ্বোধনী
অনুষ্ঠানের একাংশ



দু'দিনব্যাপি
হ্যাকাথনে
অংশগ্রহণকারী
উত্তোলকদের একাংশ

ন্যাশনাল হ্যাকাথন
অন ফ্রন্টিয়ার
টেকনোলজিস- এর
সমাপনীতে বিজয়ী
১০ উত্তোলকের সাথে
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ও
হ্যাকাথনের বিচারকগণ





“নারী উদ্যোক্তা
দিবস- ২০১৯”
উপলক্ষে “উদ্যোক্তা
সংস্কৃতি ও
উদ্ভাবনী
পরিবেশ
তৈরিতে
নারীর ভূমিকা”
শীর্ষক সেমিনার

“উদ্যোক্তা সংস্কৃতি ও
উদ্ভাবনী
পরিবেশ
তৈরিতে নারীর ভূমিকা”
শীর্ষক সেমিনারে
অংশগ্রহণকারীদের
একাংশ



বাংলাদেশে নিযুক্ত
ভারতীয় হাই কমিশনার
শ্রীমতী রীতা গঙ্গুলি দাশ
এর iDEA প্রকল্প
পরিদর্শন

“স্টার্টআপ
ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২০”
এর সমাপনীতে
সেরা ৫ স্টার্টআপের
সাথে অতিথিবৃন্দ



“Robi's
r-ventures ২.০”
এর সমাপনীতে
সেরা স্টার্টআপদের সাথে

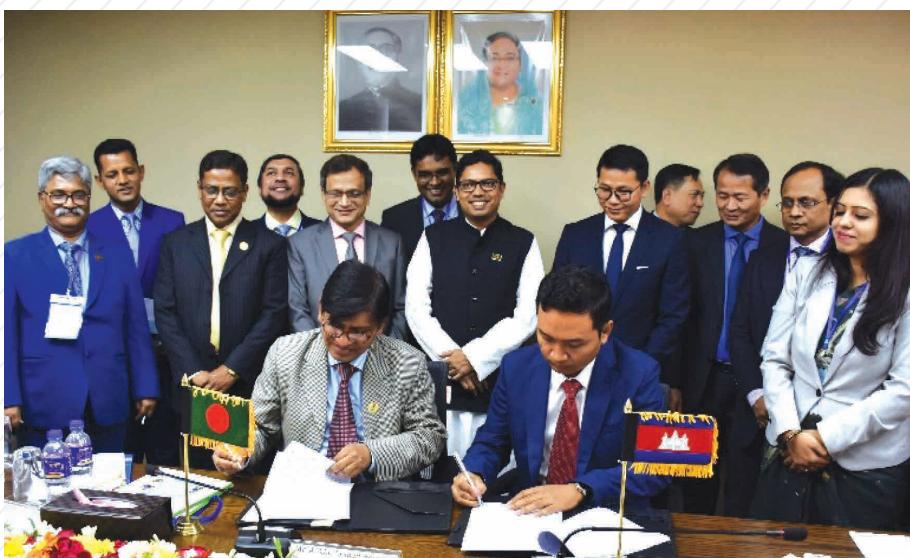


মালয়েশিয়ান গ্লোবাল
ইনোভেশন অ্যান্ড
ক্রিয়েটিভিটি
সেন্টার (ম্যাজিক)
পরিদর্শন



“ইন্টারঅপারেবল
ডিজিটাল ট্রানজেকশন
প্ল্যাটফর্ম (আইডিটিপি)”
দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে
বাংলাদেশ ব্যাংকের
সাথে আইসিটি
বিভাগের সমরোতা
স্মারক

“ইভিয়া বাংলাদেশ
বিজেন্স ফোরাম”
অনুষ্ঠানে স্টার্টআপ
বাংলাদেশ-IDEA এবং
ভারতের টেক মাহিন্দ্রা
লিমিটেডের মধ্যে
সমরোতা স্মারক



“স্টার্টআপ বাংলাদেশ” ও
কম্বোডিয়ার NIPTICT
এর মধ্যে সমরোতা
স্মারক স্বাক্ষর

সিউল ইন্টারন্যাশনাল
ইনভেনশন ফেয়ার
২০১৯-এ মিনিস্ট্রি অব
জাস্টিস কোরিয়া,
আইসিটি
ডিভিশন বাংলাদেশ,
কোরিয়া প্রোডাক্টিভিটি
সেন্টার ও কোরিয়া
ইনভেনশন প্রযোশন
এসোসিয়েশন এর
মধ্যে সমরোতা স্মারক



“বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি”
এর সাথে “স্টার্টআপ
বাংলাদেশ- iDEA”
এর সমরোতা স্মারক



“স্টার্টআপ বাংলাদেশ”
ও কম্বোডিয়ার
জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ
(JWG) এর প্রেস ব্রিফিং



উদ্ভাবন ও উদ্যোগ
উন্নয়ন একাডেমীর
কো-ওয়ার্কিং স্পেস

উদ্ভাবন ও উদ্যোগ
উন্নয়ন একাডেমীর
সভাকক্ষ



বিশ্ববিদ্যালয়
অ্যাক্টিভিশন
ক্যাম্পাইন

“ইলেকচুয়াল প্রপার্টি
রাইটস” এর কর্মশালা



“স্টার্টআপ বাংলাদেশ”
এর পিচিং রুম

iDEA প্রকল্পের
প্রশিক্ষণের একাংশ





iDEA প্রকল্পের
প্রশিক্ষণের একাংশ

জাতীয় শোক দিবসে
জাতির পিতা বঙবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানসহ
সকল শহীদদের প্রতি
বিসিসিসহ iDEA
প্রকল্প থেকে শুভাঞ্জলি
প্রদানের একাংশ



“ইনোভেশন অ্যাড
এন্ট্রাপ্রিনিউরশিপ
ইন দ্যা ডিজিটাল
এইজ” বিষয়ক
একটি আয়োজনে
বক্তব্য রাখছেন
আইসিটি বিভাগের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জুনাইদ আহমেদ পলক,
এমপি

আইসিটি বিভাগের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জুনাইদ আহমেদ পলক,
এমপি
এর উপস্থিতিতে
প্রকল্পের সভাকক্ষে
বিশেষ বৈঠক



প্রকল্প পরিচালক,
উপ-প্রকল্প পরিচালক,
আইসিটি বিভাগের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জুনাইদ আহমেদ পলক,
এমপি
এবং অন্যান্য
অতিথিদের একাংশ





প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ব্যবিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, বিসিসি এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রকল্পের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভার একাংশ

আইসিটি বিভাগের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জুনাইদ আহমেদ পলক,
এমপি এর উপস্থিতিতে
iDEA প্রকল্পের
সভাকক্ষে বিশেষ সভা



জিডিজি ডেভফেস্ট হ্যাক
স্প্রিট ২০১৮ অনুষ্ঠানের
অংশগ্রহণকারীদের
একাংশ

জিডিজি ডেভফেস্ট হ্যাক
স্প্রিন্ট ২০১৮ অনুষ্ঠানের
অংশগ্রহণকারীদের
একাত্থ



“ফুড ফর ন্যাশন”
প্ল্যাটফর্ম-এর সাথে
সংযুক্ত স্টার্টআপ
প্রতিষ্ঠান
“ডিজিটাল আড়তদার
এর ক্রয়-বিক্রয়ের মুহূর্ত



“ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস” এর বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের মুহূর্ত



“ন্যাশনাল হ্যাকাথন অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস”
এর একটি বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পেইনে উপস্থিত
অতিথিবৃদ্দের একাংশ

হ্যাকাথনের প্রাথমিক
বাছাই পর্বে মেন্টরদের
একটি মুহূর্ত



“ন্যাশনাল হ্যাকাথন
অন ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজিস”
এর বাংলাদেশ কৃষি
বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে
অনুষ্ঠিত ক্যাম্পেইনের
একাংশ



চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার¹
ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত
হ্যাকাথনের বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাইনে বক্তব্য রাখছেন
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়
মণ্ডুরী কমিশনের
সম্মানিত সদস্য প্রফেসর
ড. মোঃ সাজজাদ হোসেন



চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার
ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত
হ্যাকাথনের বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাইনে
অংশগ্রহণকারীদের সাথে
উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

“ন্যাশনাল হ্যাকাথন
অন ফ্রন্টিয়ার
টেকনোলজিস”
এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাইনে
অংশগ্রহণকারীদের সাথে
উপস্থিত অতিথিবৃন্দ





ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাইনে উপস্থিত
অতিথিবন্দের একাংশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
অনুষ্ঠিত হ্যাকাথনের
ক্যাম্পাইনে iDEA
প্রকল্পের কমিউনিকেশনস্
বিষয়ক পরামর্শক
জনাব সোহাগ চন্দ্র দাস
এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি
অ্যান্ড অন্ট্রপ্রিনিউরশীপ
সেন্টার এর নির্বাহী
পরিচালক
জনাব রাশেদুর রহমান



“ন্যাশনাল হ্যাকাথন
অন ফ্রন্টিয়ার
টেকনোলজিস” এর
ঢাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট
ইউনিভার্সিটি,
বাংলাদেশ-এ অনুষ্ঠিত
ক্যাম্পাইনে বঙ্গব্য
রাখছেন iDEA প্রকল্পের
সিনিয়র পরামর্শক
জনাব আর. এইচ. এম.
আলাওল কবির

ঢাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট
ইউনিভার্সিটি,
বাংলাদেশ -এ অনুষ্ঠিত
হ্যাকাথনের বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাইনে
অংশগ্রহণকারীদের সাথে
উপস্থিত অতিথিবৃন্দ



“ন্যাশনাল হ্যাকাথন
অন ফ্রন্টিয়ার
টেকনোলজিস” এর
ঢাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট
ইউনিভার্সিটি,
বাংলাদেশ-এ অনুষ্ঠিত
ক্যাম্পাইনে বক্তব্য
রাখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট
ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
এর সিএসই
বিভাগের প্রধান
জনাব মাহাদি হাসান

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)-
এ অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাইনে বক্তব্য
রাখছেন iDEA প্রকল্পের
পরামর্শক
জনাব দেওয়ান আদনান





রাজশাহী প্রকৌশল ও
প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
(রুয়েট)-এ অনুষ্ঠিত
হ্যাকাথনের বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাইনে অতিথিবৃন্দের
একাংশ



শাহজালাল বিজ্ঞান ও
প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,
সিলেটে অনুষ্ঠিত
হ্যাকাথনের বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাইনে বক্তব্য
রাখছেন অনুষ্ঠানের
অতিথি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও
প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,
সিলেটে অনুষ্ঠিত
হ্যাকাথনের বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পেইনে বক্তব্য
রাখছেন iDEA প্রকল্পের
অ্যাসোসিয়েট
(ম্যানেজমেন্ট)
জনাব মোঃ আনিসুর রহমান



শাহজালাল বিজ্ঞান ও
প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে
অনুষ্ঠিত হ্যাকাথনের
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পেইনে
বক্তব্য রাখছেন
অনুষ্ঠানের অতিথি

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
অনুষ্ঠিত হ্যাকাথনের
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পেইনে
বক্তব্য রাখছেন iDEA
প্রকল্পের পরামর্শক
ব্যারিস্টার আদনীন জেরীন



স্টার্টআপদের নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহের কিছু মুহূর্ত

আই-সোশ্যালের
কনটেন্ট ভ্যালিডেশন
বিষয়ক আয়োজনের
একাংশ



আইসিটি টাওয়ারে
স্টার্টআপ বাংলাদেশের
এক্সেলারেশন জোনেসিড
স্টার ঢাকা- এর
উদ্যোগে ‘সেরা
স্টার্টআপ সিডস্টার
জাতীয় পর্যায়ে
প্রতিযোগিতা-২০১৮’
উপলক্ষে আয়োজিত
সংবাদ সম্মেলনে
উপস্থিত অতিথিগণের
একাংশ



“স্ল্যাশ ২০১৮ গ্লোবাল
ইমপ্যাক্ট এক্সিলারেটর
(জিআইএ)” এর
রিজিউনাল
কম্পিটিশনের একাংশ





স্টার্টআপ ঢাকা ডটা
এ্যানালিটিক্স কর্মশালার
অংশগ্রহণকারীদের
একাংশ

স্টার্টআপদের নিয়ে
“ডিজাইন থিংকিং
অ্যান্ড বিজনেস
মডেলিং” বিষয়ক
কর্মশালার একাংশ



“Sheba.xyz Relaunch”
অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তি বিভাগের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জুনাইদ আহমেদ পলক,
এমপি

দি টু আওয়ার জব. কম
এর লক্ষণ সিরেমনিতে
তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তি বিভাগের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জুনাইদ আহমেদ পলক,
এমপি-এর হাতে
ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন
প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা
সানজিদা খন্দকার



জাংশন ভেঞ্চার কর্তৃক
আয়োজিত “অন্টার্প্রিনিউর
রিসার্চ ফেলোশীপ”
অনুষ্ঠানের গালা
ইভেন্টের একটি মুহূর্ত

স্টার্টআপদের নিয়ে
বাংলালিংকের
“ইনকিউবেটর ২.০”
আয়োজনের
একটি মুহূর্ত





স্টার্টআপদের নিয়ে
বাংলালিংকের “
ইনকিউবেটর ২.০”
আয়োজনের
একটি মুহূর্ত

জাংশন ভেঙ্গার কর্তৃক
আয়োজিত
“অন্ট্রপ্রিনিউর রিসার্স
ফেলোশীপ” অনুষ্ঠানের
গালা ইভেন্টের
একটি মুহূর্ত



“ন্যাশনাল ডেমো ডে ও
স্টার্টআপ অ্যাওয়ার্ড ২০১৭”
অনুষ্ঠানে উপস্থিত
অতিথিবন্দের সাথে
বিজয়ী স্টার্টআপদের
একাংশ

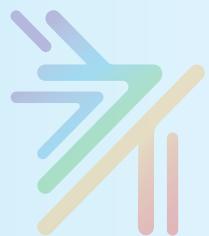
ডিজিটাল
ওয়ার্ল্ড ২০১৭
সমাপনী অনুষ্ঠানে
স্টার্টআপগণ এবং
অতিথিবৃন্দের একাংশ



স্টার্টআপদের নিয়ে
ব্যাচ ১ এর সভায়
উপস্থিত iDEA
প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ

“ন্যাশনাল রোবটেক
ফেস্টিভাল ২০১৭”
এর উইনার্স সেলিব্রেশন
প্রোগ্রামের একাংশ





**STARTUP
BANGLADESH**

**Innovation
Design and
Entrepreneurship
Academy**

ICT Tower

(14th Floor) Plot: E-14/X
BCC Bhaban, Agargaon, Dhaka- 1207

www.startupbangladesh.gov.bd